প্রীতি-উপহার
সুপবিত্র গার্হস্থ্য-তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ—
গৃহিণীর কর্ত্তব্য
শ্রী
শ্রী কমলে
নিদর্শন স্বরূপ
সাদরে অর্পিত হইল।
তা
শ্রী

গৃহিণীর কর্ত্তব্য

পবিত্র গার্হস্থ্যধর্ম্ম শিক্ষোপযোগী

উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ।

"I slept and dreamt that Life was *Beauty*
I woke, and found that life was *duty*."

"নারীষু নিত্যং সুবিভূষিতাসু পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীষু।
অমুক্তহস্তাসু সুতান্বিতাসু সুগুপ্তভাণ্ডাসু বলিপ্রিয়াসু॥
সম্মৃষ্টবেশ্মাসু জিতেন্দ্রিয়াসু বলিব্যপেতাসু বিলোলুপাসু।
ধর্ম্মব্যপেক্ষিতাসু দয়ান্বিতাসু স্থিতা সদাহং মধুসূদনেষু॥

বিষ্ণুসংহিতা।
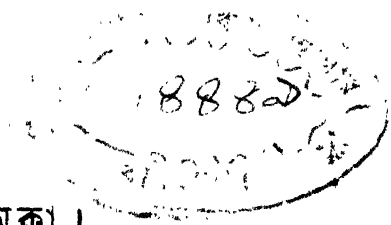
শ্রীআনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

শ্রীনগেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ভূমিকা।

আজকাল স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে, এবং স্ত্রীশিক্ষাভিন্ন সমাজের যে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি অসম্ভব, এ কথা এখন প্রায় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় না ; শিক্ষিত সমাজ এইক্ষণ আর স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পূর্ব্বের ন্যায় উদাসীন নহেন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষোপযোগী অনেকগুলি গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু, তাহাতে সকল অভাব পূরণ হয় নাই। মহিলারা যাহাতে গার্হস্থ্যধর্ম্মের গুরুত্ব বুঝিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, মিতব্যয়িতা শিক্ষা করিয়া ধন-সঞ্চয় করতঃ পরিবারে সাচ্ছন্দ্য সুখ আনয়ন করিতে পারেন, পরিবারবর্গের প্রতি যথোচিত সৎব্যবহার দ্বারা গৃহে শান্তি সংস্থাপন করিতে পারেন, গৃহের তাবৎকার্য্য স্ব কর্ত্তব্য জ্ঞানে তৎসম্পাদনে নিযুক্ত থাকিয়া পারিবারিক সুখ ও সাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি করিতে পারেন, এবং সন্তানগণের লালন-পালন ও স্বাস্থ্যবিধান এবং তাহাদিগের চরিত্রগঠনে স্ব স্ব দায়িত্ব ও গুরুত্বানুভব করিয়া, তৎসম্পাদনে সমর্থ হইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যেই গৃহিণীর কর্ত্তব্য রচিত ও প্রকাশিত হইল।

এইক্ষণে পাঠিকা ভগিনীগণ, উপদেশগুলি "নীরস ও পুরাতন কথা" জ্ঞানে উপেক্ষা না করিয়া, আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দেখেন, ইহাই গ্রন্থকারের বিনীত অনুরোধ ও ঐকান্তিক কামনা।

এই গ্রন্থ পাঠে যদি একটী রমণীরও গৃহকার্য্যে দক্ষতা জন্মে তবে শ্রমসার্থক জ্ঞান করিব।

সন ১২৯১ }
কার্ত্তিক }

শ্রীআনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

অতীব আহ্লাদের বিষয় যে, অতি অল্প সময় মধ্যেই আমরা "গৃহিণীর কর্ত্তব্য" দ্বিতীয় সংস্করণ করিতে সক্ষম হইয়াছি। প্রথম প্রচার সময়ে আমাদের এরূপ আশা ছিল না যে, নাটক উপন্যাসপ্রিয় মহিলাগণ এরূপ নীরস বিষয়ে লিখিত পুস্তক আগ্রহের সহিত পাঠ করিবেন।

প্রথম সংস্করণের সমালোচনা গ্রন্থের শেষাংশে দেওয়া গেল। সহৃদয় সমালোচকগণ তাহাতে যে সকল অভাব ও দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, এবারে আমরা তাহা যথাসম্ভব পূরণ ও সংশোধন করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টায় ক্রুটি করি নাই। এইরূপ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনে পুস্তকের লিখিত বিষয় দেড়গুণেরও অধিক হইয়াছে। যে সকল স্ত্রীশিক্ষাবিধায়িনী সভা, অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুস্তকখানি পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, আশা করি, তাঁহারা এই পরিবর্ত্তন দৃষ্টে অসন্তুষ্ট হইবেন না। বিশেষতঃ পুস্তকের কলেবর বর্দ্ধিত হইলেও আমরা ইহার মূল্য বৃদ্ধি করি নাই। দ্বিতীয় সংস্করণে "অতিথি অভ্যাগতগণের প্রতি কর্ত্তব্য," এই বিষয়টী নূতন সন্নিবেশিত করা হইল।

সন ১২৯৩ }
ভাদ্র }

শ্রীআনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে কোন কিছুই চিরকাল এক অবস্থায় থাকে না। অধিকাংশই ক্রমবিবর্ত্তন ধর্ম্মানুসারে উন্নতির দিগে অগ্রসর হইতেছে। আমাদিগের এই ক্ষুদ্রগ্রন্থ খানি সম্বন্ধেও সেই নিয়মের অন্যথা হয় নাই।

প্রথমতঃ—যাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হয়, এইক্ষণে তাঁহারা কেহই এই মর জগতে নাই; তাঁহারা মায়ে ঝিয়ে ক্রমে সেই অমর দেবলোকে গমন করিয়া চিরসুখ-শান্তি সম্ভোগ করিতেছেন। আদর্শকন্যা "সুশীলা" তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও দেবত্ব কোনরূপে কলুষিত হইবার পূর্ব্বেই, সতের বৎসর বয়সপূর্ণ না হইতেই, গার্হস্থ্যজীবনের কর্ত্তব্যের দায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, স্বর্গগামী হয়েন। অত্যল্পকাল পরেই, তাঁহার স্নেহশীলা জননী "শিবসুন্দরী"ও সাতত্রিশ বৎসর বয়সে, প্রাণাধিকা কন্যার বিচ্ছেদশোক সহ্য করিতে না পারিয়া, কন্যার অনুসরণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ—বর্ত্তমান সংস্করণের সহিত প্রথম সংস্করণের তুলনা করিলে, নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, নানা পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধনের মধ্য দিয়া গ্রন্থের কলেবর দ্বিগুণিত হইয়াছে। কিন্তু, কলেবর বর্দ্ধিত হইলেই যে, সকল স্থলে, তাহার সারবত্তারও বৃদ্ধি হয়, একথা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না; বরং কোন কোন স্থলে তাহার বিপরীত ফলও দৃষ্ট হয়; তাই, এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সে বিষয়ের বিচারের ভার, আমরা সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের উপর

অর্পণ করিলাম। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এবং সময়ের উপযোগী করিতে আমরা সাধ্যানুসারে চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করি নাই।

যে সকল অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষাবিধায়িনী সভা এই পুস্তক প্রয়োজনীয় বিষয়ের পাঠ্যনির্ব্বাচন করিয়া এবং মহিলাদিগের পুরস্কার বিতরণ জন্য ক্রয় করিয়া থাকেন, আশা করি, তাঁহারা এইরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্টে সুখী হইবেন। ইহাতে প্রধানতঃ যেসকল বিষয় লিখিত ও সমালোচিত হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় সূচীপত্রে সংক্ষেপে লিখিত হইল।

আমাদিগের মত-সমর্থনার্থে যে সকল মহাত্মাদিগের গ্রন্থ হইতে স্থানে স্থানে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, আমরা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা অসঙ্গত নহে যে, "গৃহিণীর কর্ত্তব্য" মধ্যে যে সকল পুস্তকের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা মহিলা-দিগের পাঠের বিশেষ উপযোগী ; সুতরাং, আমরা তাহার বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

১লা বৈশাখ
১৩২০

শ্রীআনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত।

সূচী-পত্র।

গৃহিণীর কর্ত্তব্য

প্রথম উপদেশ।

গৃহ

গৃহাশ্রমাৎ পরোধর্ম্মো নাস্তি নাস্তি পুনঃ পুনঃ।
সর্ব্বতীর্থফলং তস্য যথোক্তং যস্তু পালয়েৎ॥—ব্যাস-সংহিতা।

"The Home is the Woman's domain—her kingdom where she exercises entire control"—*Smiles.*

সুশীলে! মনু বলিয়াছেন;—"কন্যাকেও পুত্রবৎ পালন করিবে এবং যত্নের সহিত শিক্ষা দিয়া বিদ্বান পাত্রে সম্প্রদান করিবে।"* কিন্তু দুঃখের বিষয় সমাজে বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি সামাজিক কুপ্রথা প্রচলিত থাকায়, আমরা স্বকর্ত্তব্য পালন করিতে না পারিয়া কেবল প্রত্যবায়ের ভাগী হইতেছি। কন্যাগণ সুশিক্ষিতা হওয়া দূরে থাক্, সামান্যরূপ জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বেই বিবাহিতা হইয়া পতিগৃহে প্রেরিত হয়; এবং তথায় বঙ্গ-কুলবধূ নামগ্রহণে অন্তঃপুর-কারাগারে আবদ্ধ হওয়ায়, তাহাদের শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, তাই উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে আমাদের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় ও ঘৃণিত হইতেছে। আর আমরা কোথাও দাসীর ন্যায়, কোথাও বা ক্রীড়ার পুত্তলির ন্যায় ব্যবহৃত হইতেছি।

---

* "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা।"

বৎসে! বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবে, অশিক্ষা এবং অনভিজ্ঞতার দোষে আমরা আমাদের কর্ত্তব্যপালনে অসমর্থা, তাই সমাজে এতদ্রূপে অনাদৃতা হইতেছি; নচেৎ শাস্ত্রে রমণীদিগের আদর এবং সম্মানের যেরূপ বিধান আছে, তাহাতে এক সময়ে ভারত রমণীগণ যে সমাজের উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। মনু বলিয়াছেন;—"স্ত্রীলোকদিগকে বহুসম্মান পূর্ব্বক ভোজন করান এবং বসন-ভূষণাদি দ্বারা সর্ব্বদা ভূষিত করা, কল্যাণকামী পিতা, ভ্রাতা এবং পতি ও দেবরগণের কর্ত্তব্য। যে গৃহে (পরিবারে) নারী-গণের সম্যক সমাদর আছে, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন। আর যে গৃহে স্ত্রীলোকদিগের পূজা হয় না, তথায় যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম্ম সমুদায়ই বৃথা। যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা সদাই দুঃখিতা থাকেন, সে কুল আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আর যে গৃহে স্ত্রীলোকের কোন দুঃখ নাই, সেই পরিবারের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হয়। স্ত্রীলোকগণ অসংস্কৃত থাকাতে যে গৃহে অভিসম্পাৎ করেন, সেইকুল অভিচারহতের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব বিবিধ সৎকার্য্য কালে এবং উৎসব সময়ে অশন, বসন এবং ভূষণাদি দ্বারা তাহাদিগের সমাদর করা কর্ত্তব্য।" (১)

---

(১) পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥
যত্র নার্য্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ॥—মনু।

ভারতের নারীকুলে আদর্শস্থানীয়া বিদুষী শ্রীযুক্তা সরলাদেবী একস্থলে বলিয়াছেন ;—"গৃহ, সমাজ, জাতি এবং সমগ্র মানবসমাজে নারীর অধিকার ব্যাপ্ত রহিয়াছে। নারীই গৃহকে স্বর্গ এবং নরকে পরিণত করিতে পারেন। তাহারাই প্রকৃত লক্ষ্মী অর্থাৎ গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। লক্ষ্মীর দুইটি দিক্ আছে, "শ্রী" এবং "কল্যাণ"—সুন্দর এবং সৎ অর্থাৎ দৈহিক এবং নৈতিক উন্নতি। নারীই গৃহকে সুন্দর, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুশৃঙ্খলাপূর্ণ করিতে পারেন, অথবা দুর্গন্ধপূর্ণ কদর্য্য বাসস্থানে পরিণত করিতেও পারেন। * * * সমাজে নারী পূর্ণশক্তিময়ীরূপে বিরাজ করিতেছেন এবং তিনি এই স্থানে যাহা করিতে সক্ষম, পুরুষ তাহা পারেন না। সমাজে নারীর কার্য্যের পরিমাণ অপরিমেয়। মনুষ্যের সমষ্টিই জাতি, এবং নারী সেই মনুষ্যের মাতা ; সুতরাং শিক্ষাদাত্রী। প্রকৃতরূপে তিনিই সমাজের সৃষ্টিকর্ত্রী, পালনকর্ত্রী এবং ধ্বংসকর্ত্রী ; পুরুষ নহেন। সমগ্র মানবসমাজের জন্য রমণী স্নেহ, দয়া, আতিথ্য এবং পরোপকার দ্বারা কার্য্য করিতে পারেন। মানবের কোমল বৃত্তিগুলির উপর তাঁহার পূর্ণ অধিকার। নারীজাতির ক্ষমতার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ, তাহাদের অনন্তপ্রসারিত কর্ম্মক্ষেত্র এবং জীবনের মহান উদ্দেশ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।" (১)

গৃহস্থাশ্রমে নারীরই একাধিপত্য—গৃহিণীই গৃহরূপ রাজ্যের রাজ্ঞী। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, শিক্ষাভাবে আমরা সেই অধিকারে বঞ্চিতা ; সুতরাং রাজ্যচ্যুত হইয়া ঘৃণার সহিত পদদলিত হইতেছি। তুমি এখনও বালিকা, সুতরাং নারীজাতির শোচনীয় অবস্থার বিষয় কিছুই বুঝিতে পার নাই। আমরা সমাজের দাস ; তাই সামাজিক কুপ্রথার বশবর্ত্তী হইয়া, অতি শৈশবকালেই তোমাকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়া গৃহিণী

(১) রমণীর কার্য্য—সুপ্রভাত, চৈত্র ১৩১৬।

সাজাইয়া দিয়াছি। তুমি সংসাররূপ বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া গৃহিণীর গুরুতর কর্ত্তব্যের বোঝা মাথায় লইতে বাধ্য হইয়াছ; অথচ গৃহিণীর কর্ত্তব্যের গুরুত্ব এবং দায়িত্ব কিছুমাত্র অনুভব করিতে পার নাই। আর আমি মা হইয়াও, উপযুক্ত সময়াভাবে, এ সকল অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়ে তোমাকে কোন উপদেশ দিতে পারি নাই। সুতরাং এই সুখময় সংসার তোমার নিকট অসুখ ও অশান্তির আলয় স্বরূপ প্রতীয়মান হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এমন কি, এ নিমিত্ত প্রেমপূর্ণ পতিগৃহও, অনেকের নিকট, সময়ে সময়ে যমালয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মনু বলিয়াছেন;—"পতি-মর্য্যাদা, পতিসেবা এবং ধর্ম্মশাসনাদি বিষয়ে অশিক্ষিতা কন্যাকে বিবাহ দেওয়া পিতার অকর্ত্তব্য।"(১)

নববধূরা গৃহকার্য্যে অপটু হইলে, লোকে জননীকেই যে তিরস্কার করে, ইহা অন্যায় নহে। কারণ কন্যাকে গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিতা করা জননীরই প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অন্ধ যেমন অন্ধকে পথ-প্রদর্শনে অসমর্থ, আমাদিগের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা; আমরা মা হইয়াও যেরূপ অশিক্ষিতা এবং কর্ত্তব্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞা, তাহাতে মাতৃপদের সম্পূর্ণ অনুপযুক্তা; অথচ স্ত্রীজাতির এই মাতৃত্বই তাহা-দিগের মহত্ব এবং সম্মানের সর্ব্বপ্রধান কারণ। মনু প্রভৃতি ঋষিগণ একবাক্যে বলিয়াছেন;—"একমাত্র মাতৃত্বের জন্যই নারীজাতি পূজার্হ এবং রমণী হৃদয়ে এই মহৎ মাতৃত্বভাব আনয়ন করিবার একটী প্রধান সহায় সন্তানলাভ।" মহাত্মা কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁহার "নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন;—"আমাদের দেশে মা নাই, আমরা বস্তুতঃ মাতৃহীন দেশে বাস করিতেছি।"

কোন বঙ্গমহিলা বলিয়াছেন;—"পুরুষ অর্থোপার্জ্জন করিবেন, দস্যু,

(১) "অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাম্। নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥"

তস্কর প্রভৃতি অসৎলোকের হস্ত হইতে সংসার রক্ষা করিবেন; স্ত্রীলোক পুরুষোপার্জ্জিত অর্থদ্বারা সাংসারিক সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া সংসারের আভ্যন্তরিক সুখশান্তি বিধান করিবেন। এইরূপ না হইলে সাংসারিক কার্য্যাদি সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। সংসারের মধ্যে গৃহিণীর কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। দশ প্রকৃতির দশ জনের মন যোগাইয়া চলিতে হইবে; দয়ার সহিত অথচ ন্যায় দৃষ্টিতে সকলকে বশীভূত রাখিতে হইবে; সামান্য আয় দ্বারা সকল খরচ কুলাইয়া পুঁজি রাখিতে হইবে; কিসে পরিবারবর্গ সুখস্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে পারেন, তাহা বুদ্ধি ও বিবেচনা দ্বারা স্থির করিতে হইবে; যাহাতে বালকবালিকাগণের সুন্দর দৃষ্টান্তে শিক্ষালাভ হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে; এ সকল সামান্য বা সহজ কার্য্য নহে।" (১)

সুশীলে! অবস্থা বা অদৃষ্টের নিন্দা করিয়া বৃথা সময় ব্যয় করায় কোনও ফল নাই। অদ্য আমি যে উদ্দেশ্যে তোমার নিকট আসিয়াছি, তাহাই বলিতেছি;—আমার ইচ্ছা অবসরমতে গৃহিণীর কর্ত্তব্য ও গুরুত্বাদি বিষয়ে তোমাকে যথাসাধ্য উপদেশ দিব। আশা করি, তুমি মনোযোগের সহিত উপদেশ গুলি শুনিয়া সাধ্যানুসারে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে। গৃহ কিরূপ এবং গৃহস্থাশ্রমে গৃহিণীর কর্ত্তব্য কি, তদ্বিষয়ে অদ্য তোমাকে কয়েকটী কথা বলিব।

১। **গার্হস্থ্যাশ্রম** — ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা অবস্থা এবং বয়স ভেদে মনুষ্যের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থে চারি আশ্রমের বিধান করিয়াছেন। যথা;— (১) ব্রহ্মচর্য্য, (২) গার্হস্থ্য, (৩) বানপ্রস্থ এবং (৪) সন্ন্যাসাশ্রম। ইহার মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য সকল আশ্রমের ভিত্তিভূমি এবং গার্হস্থ্য সকল আশ্রমের আশ্রয়স্থল।

(১) শ্রীযুক্তা স্বর্ণময়ী গুপ্তাকৃত "উষাচিন্তা।"

মনু বলিয়াছেন ;—"জগতের যাবদীয় জীবজন্তু যেরূপ বায়ু আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ অন্যান্য আশ্রমবাসীরাও গার্হস্থ্যাশ্রম আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছে। ব্রহ্মচারীরা প্রতিদিন গৃহস্থের নিকট হইতে বিদ্যালাভ করে এবং বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমবাসীরা অন্নাদি প্রাপ্ত হন, এ নিমিত্ত গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম।" (১)

মহর্ষি ব্যাসদেব বলিয়াছেন ;—"আমি পুনঃ পুনঃ তোমাদিগকে বলিতেছি, গার্হস্থ্যাশ্রমের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই। যে যথাবিধি গৃহধর্ম্ম পালন করে, সে গৃহে বসিয়াই সর্ব্বতীর্থের ফল প্রাপ্ত হয়।"

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে,—"লোকে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং ভৈক্ষ্য এই চারি আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। শাস্ত্রানুসারে গৃহস্থাশ্রমেই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে। গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস নিতান্ত অকর্ত্তব্য। দেবতা, পিতৃলোক এবং অতিথি গৃহস্থকেই অবলম্বন পূর্ব্বক তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। ভৃত্য ও পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ গৃহস্থের নিকট প্রতিপালিত হয়। অতএব গৃহী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কদাচ গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয় না।"

শান্তিপর্ব্বের আর একস্থলে লিখিত আছে ;—গার্হস্থ্য দ্বিতীয় আশ্রম। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে নির্গত ও সদাচারে নিরত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য ফললাভে অভিলাষী হন, তাহাদিগের নিমিত্তই গৃহস্থাশ্রম

(১) "যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥
যস্মাৎ ত্রয়োপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহং।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাৎ জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥—মনু।

বিহিত হইয়াছে। এই আশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ লাভ হইয়া থাকে। এই আশ্রম সকল আশ্রমের মূল। গৃহস্থাশ্রমে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবলোক, শ্রাদ্ধতর্পণাদি দ্বারা পিতৃলোক, বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিলোক এবং অপত্যোৎপাদন দ্বারা প্রজাপতির প্রীতিসাধন করা যাইতে পারে। শাস্ত্রে লিখিত আছে;—"সকলের সহিত সুমধুর প্রিয়সম্ভাষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নিন্দা, নিষ্ঠুর বাক্যপ্রয়োগ, অবজ্ঞা, অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা প্রকাশ করা নিতান্ত অনুচিত। অহিংসা, সত্য ও অক্রোধ এই সমস্ত আশ্রমের উৎকৃষ্ট তপস্যাস্বরূপ। গৃহস্থাশ্রমে মাল্যাভরণধারণ, বস্ত্র পরিধান, তৈলমর্দ্দন, গন্ধদ্রব্যসেবন, নৃত্যদর্শন, গীতবাদ্যশ্রবণ, বিহার এবং চব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয়াদি বিবিধ দ্রব্যের উপভোগে অসীম সুখলাভ হয়। যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক ত্রিবর্গ সাধন এবং সত্ব, রজঃ এবং তমো গুণের চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে পারেন, তিনি সাধুজনোচিত গতিলাভ করিতে সমর্থ হন।"

কোন এক ইউরোপীয় পণ্ডিত গৃহকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন;—"মানব স্বর্গচ্যুত হইয়া সেই রাজ্যের অন্য সকল সুখে বঞ্চিত হইয়াছে; কিন্তু হে গৃহসুখ! তাহার পতনের পরেও স্বর্গীয় সুখের মধ্যে তুমি বর্ত্তমান রহিয়াছ। তুমি ধর্ম্মের আশ্রয়; ধর্ম্ম তোমার ক্রোড়ে ঈষদ্ধাস্য-মুখে অপূর্ব্বশোভা ধারণ করে, সে হাসি এত মধুর ও শান্তিপ্রদ এবং এরূপ মনোহর যে, তাহা দেখিলে স্বর্গই যে তোমার জন্মস্থান ইহা সহজেই বিশ্বাস জন্মে।"

পণ্ডিত স্মাইল বলিয়াছেন;—"গৃহ গৃহিণীগণের এক একটী ক্ষুদ্র রাজ্য; তাঁহারা তথায় সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করেন। স্বাধীনভাবে রাজ্ঞীদিগের ন্যায় স্বেচ্ছানুসারে সমস্ত কার্য্য করাইয়া লয়েন, গৃহের কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিতে পারে না। গৃহমধ্যে তাঁহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা।"

সুশীলে! যে গৃহস্থাশ্রমের প্রাধান্য এবং শ্রেষ্ঠতার বিষয়ে তোমাকে এত বলা হইল, গৃহিণীই সেই আশ্রমের মূল। বৃহৎপরাশর-সংহিতায় লিখিত আছে;—"কেবল গৃহবাস দ্বারা গৃহস্থ হওয়া যায় না। ভার্য্যার সহিত গৃহবাস করিলেই তাহাকে গৃহস্থ বলে। যেখানে ভার্য্যা সেইখানেই গৃহ, ভার্য্যাহীন গৃহ বনসদৃশ।"(১) আবার মৎস্যসূক্তের ৩১ পটলে উক্ত হইয়াছে;—"ভার্য্যাহীন ব্যক্তির গতি নাই, তাহার সকল ক্রিয়া নিষ্ফল, তাহার দেবপূজার এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞের অধিকার নাই। একচক্র রথ বা একপক্ষ পক্ষীর ন্যায় ভার্য্যাহীন ব্যক্তি সকল কার্য্যের অযোগ্য। (২) অতএব ইহা হইতেও গৃহধর্ম্ম পালনে গৃহিণীর কর্ত্তব্য এবং গুরুত্বের আধিক্য বেশ জানা যায়।

২। **গৃহেই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়,**—সুশীলে! ভগবান মনু বেদের মর্ম্মার্থ সংগ্রহ করিয়া গৃহধর্ম্ম পালনার্থ, মনুসংহিতায় যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা প্রতিগৃহেই যথারীতি অনুষ্ঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।(৩) অতএব সেই পঞ্চ মহাযজ্ঞ কি কি এবং কি

---

(১) ন গৃহেণ গৃহস্থঃ স্যাদ্ভার্য্যয়া কথ্যতে গৃহী।
যত্র ভার্য্যা গৃহং তত্র ভার্য্যাহীনগৃহং বনম্॥
বৃহৎপরাশর সংহিতা।

(২) "অদারস্য গতির্নাস্তি সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ।
সুরার্চ্চনং মহাযজ্ঞং হীনভার্য্যো বিবর্জ্জয়েৎ॥
একচক্রো রথো যদ্বদেকপক্ষো যথা খগঃ।
অভার্য্যোঽপি নরস্তদ্বদযোগ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥"—মৎস্যসূক্ত।

(৩) ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥
মনুসংহিতা।

উদ্দেশ্যে গৃহস্থাশ্রমে তাহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য তাহাই তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি ;—(১) অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নাম ঋষিযজ্ঞ, (২) দেবতাদিগের উদ্দেশে হোমের নাম দেবযজ্ঞ, (৩) অন্ন ও জলাদি দ্বারা পশু পক্ষ্যাদি প্রাণীগণের প্রতিপালন ভূতযজ্ঞ, (৪) পিতা পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণের নাম স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অর্থাৎ তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি পিতৃযজ্ঞ এবং (৫) অতিথি সৎকার ও অপরাপর মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্যপালনের নাম নৃযজ্ঞ। (১)

তুমি একটুকু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, যেভাবেই হউক, আমাদিগের প্রতিগৃহেই এই সকল যজ্ঞানুষ্ঠান হইতেছে, তবে অজ্ঞানতা বশতঃ আমরা ইহার মহৎ উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব ও গুরুত্ব বুঝিতে না পারিয়া, গৃহস্থের এই সকল অবশ্যকর্ত্তব্য যজ্ঞাদি যথারীতি সম্পন্ন না করিয়া প্রত্যবায়ের ভাগী হইতেছি।

১ম ঋষিযজ্ঞ—সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে মহাজ্ঞানী ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষগণ জীবের কল্যাণার্থে যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করেন, এক কথায় বলিতে গেলে, তাহাই বেদ বা ধর্ম্মগ্রন্থ। গৃহী মাত্রের পক্ষেই সেই সকল গ্রন্থ পাঠ বা ঋষিবাক্য অবগত হইয়া তদনুসারে জ্ঞানোপার্জ্জন এবং মোক্ষ লাভের উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। আর যে সকল মহাত্মারা আমাদিগের কল্যাণার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও যাঁহারা জীবের কল্যাণার্থে সতত চেষ্টিত এবং চিন্তিত, সেই সকল ঋষিকল্প ব্যক্তিদিগকে যথোচিত শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করাই ঋষিযজ্ঞের উদ্দেশ্য। অতএব স্বদেশী হউক, আর বিদেশী হউক, জীবিত বা মৃত হউক, অলোকসামান্য ঋষি-চরিত্র দেখিলেই শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার

(১) "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং॥"

করিবে। পরলোকস্থ ঋষিদিগের প্রণীত গ্রন্থ এবং তাহাদিগের জীবন চরিত আগ্রহের সহিত পাঠ ও তাহা সযত্নে গৃহে রক্ষা করিবে। জীবন্ত ঋষিরা গৃহাগত হইলে পরমশ্রদ্ধা সহকারে তাহাদিগের পদসেবা করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইবে না। জ্ঞান ও ধর্ম্মাদি বিষয়ে আমরা ঋষিগণ হইতে নানা প্রকারে উপকৃত, সুতরাং ঋণগ্রস্থ; তাই আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণ ঋষিদিগের প্রতি গৃহীর এই সকল কর্ত্তব্যকে ঋষিঋণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অতএব এই ঋষিঋণ পরিশোধে কদাপি অবহেলা করিও না।

২য় দেবযজ্ঞ—আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক ছিলেন, যাহারা অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র এবং মেঘ প্রভৃতির মধ্যে দৈবশক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহাতে এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কল্পনা করতঃ ধনধান্যাদি ভোগ্যবস্তুর লাভার্থে অথবা দেবতাদিগের এতদ্রূপ দান দেবঋণ জ্ঞানে তাহা পরিশোধার্থে দেবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। বস্তুতঃ ভোগ্যবস্তু সমূহ দেবতার দানজ্ঞানে, তাহার একাংশ ভক্তিসহকারে দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং গৃহী মাত্রেরই নিত্যকর্ত্তব্য। অতএব যে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ নিয়ত আমাদিগের কল্যাণ সাধন করিতেছে, যাহার অভাবে আমাদিগের এক মূহূর্ত্তও জীবিত থাকিবার উপায় নাই, সেই শক্তির মূলাধার অনন্ত ও মহাশক্তিশালী ভগবানের চরণে প্রতিদিন প্রতিকার্য্যে প্রণত হইয়া কৃত-জ্ঞতা প্রকাশ করিবে। ইহাই দেবযজ্ঞের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৩য় ভূতযজ্ঞ—পশুপক্ষ্যাদি জীবজন্তু এবং বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদরাজি প্রতিনিয়ত আমাদিগের অশেষপ্রকারে হিতসাধন করিতেছে; সুতরাং ঐ সকল প্রাণীদিগকে আহার ও পানীয় দ্বারা এবং বৃক্ষলতাদিকে জল ও সার দ্বারা সযত্নে রক্ষা করা গৃহী মাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য এবং ইহাই

ভূতযজ্ঞের উদ্দেশ্য। অতএব সযত্নে ইহাদিগকে প্রতিপালন করিবে। স্বীয় সন্তানগণের পুষ্টি এবং সৌন্দর্য্য দেখিলে যেমন আনন্দিত হইবে, ইহাদিগেরও পুষ্টি এবং সৌন্দর্য্য দেখিয়া যেন তোমার প্রাণে তদ্রূপ আনন্দানুভব হয়।

৪র্থ পিতৃযজ্ঞ—শারীরিক বলবীর্য্য, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসামর্থ্য এবং সামাজিক খ্যাতি ও গৌরবাদি সমস্তই আমরা পিতা পিতামহাদি পিতৃপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদিগের সেবাপূজা এবং মৃতব্যক্তিগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য। ইহাদিগের মধ্যে পিতামাতাই আমাদিগের সাক্ষাৎ দেবতা। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিত আছে;—"মাতাপিতাকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে সর্ব্বদা পূজা করিবে।(১) আবার মনু বলিয়াছেন;—"সন্তান একমাত্র পিতামাতার সেবা করিলেই মোক্ষলাভে সমর্থ হয়।" শ্রাদ্ধের মন্ত্রে আছে;—"পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ এবং পিতাই পরমন্তপ। একমাত্র পিতার প্রীতিসম্পাদন করিতে পারিলেই সকল দেবতা প্রসন্ন হন।" (২)। সুশীলে! এই মন্ত্রদ্বারা পিতার প্রাধান্য রক্ষিত হইতেছে দেখিয়া, তুমি মনে করিও না যে, তাঁহারা মাতাকে নিম্নস্থান প্রদান বা হেয় জ্ঞান করিয়াছেন। তাঁহারাই আবার স্থানান্তরে বলিয়াছেন, ;—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" অর্থাৎ জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠা। এস্থলে তোমাকে আর একটী কথাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে,

(১) মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষদেবতাং।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥

(২) পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

আমাদিগের অর্থাৎ নারীজাতির শ্বশুর শাশুড়ীগণও পিতৃ মাতৃ স্থানীয়। অতএব তাঁহাদিগের প্রতিও পিতামাতা নির্ব্বিশেষে ব্যবহার করা প্রত্যেক গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রানুসারে অপত্যোৎপাদনও পিতৃঋণ পরিশোধের অন্যতর বিধান। শ্রুতিকার বলিয়াছেন ;—"যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ হইতে, পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ হইতে এবং বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।" (১)।

৫ম নৃযজ্ঞ—আমরা অপরের বিনাসাহায্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি না। বস্তুতঃ মনুষ্যের ন্যায় পরমুখাপেক্ষী জীব জগতে আর নাই। পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে উপকার প্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং যথাশক্তি অন্যকে সাহায্য প্রদান, পক্ষান্তরে অতিথি অভ্যাগতগণের প্রতি কর্ত্তব্য পালন এবং অন্যবিধ নরসেবাই নৃযজ্ঞের উদ্দেশ্য। আতিথ্য সৎকারই তাহার আদর্শ। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ নরসেবার মাহাত্ম্য এবং গুরুত্ব যে বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা "সর্ব্বদেবময়োঽতিথি" অর্থাৎ অতিথি সর্ব্বদেবময়, এই ঋষিবাক্য দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে। বৎসে! "অতিথি: অভ্যাগতের প্রতি কর্ত্তব্য" পালনরূপ নৃযজ্ঞের বিষয় আমি তোমাকে সময়ান্তরে বিশেষভাবে বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাই আজ এবিষয়ে অধিক কিছু বলিলাম না। তবে এই মহাযজ্ঞ গৃহী মাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য এইজ্ঞানে সর্ব্বদা সন্তোষচিত্তে এবং সযত্নে নৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে।

৩। **গৃহই লক্ষ্মীর আবাসস্থান—ধনরত্নের আধার।** গৃহিণী সেই গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপিণী। গৃহ ধনে জনে পরিপূর্ণ করা, সংসারের যাবদীয় অভাব দূরীভূত করা এবং গৃহের প্রত্যেক সামগ্রী পরিষ্কৃত,

(১) যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ স্বাধ্যায়েন ঋষিভ্য ইতি শ্রূয়তে॥
কুল্লূকভট্টকৃত টীকা ৬। ৩৬।

পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য কার্য্য। তিনি ধনের রক্ষক এবং ব্যয় ও সঞ্চয়ের মূল।

লক্ষ্মীচরিতে লিখিত আছে, নারায়ণ লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কিরূপ গৃহিণীর গৃহে বাস করিতে ভালবাস?" তদুত্তরে লক্ষ্মী বলিয়াছিলেন;—"উত্তমরূপে বিভূষিতা, পতিব্রতা, প্রিয়ভাষিণী, মিতব্যয়িনী, পুত্রবতী, অর্থ-সঞ্চয়ে যত্নবতী, দেবগণের পূজাপ্রিয়া, গৃহমার্জ্জনে তৎপরা, জিতেন্দ্রিয়া, কলহবিরতা, লোভবিহীনা, ধর্ম্মকর্ম্মে অভিনিবিষ্টা এবং দয়ান্বিতা নারীতে আমি সর্ব্বদা বাস করি। মধুসূদন যেমন আমার প্রিয়, উপরোক্ত গুণবতী নারীও আমার তদ্রূপ প্রিয়।"(১)

লক্ষ্মীচরিত্রের আর একস্থলে লিখিত আছে;—"একমাত্র শুদ্ধ সত্ত্ব-স্বরূপা আদ্যাশক্তিই বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী, স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী, মর্ত্ত্যে ও পাতালে রাজলক্ষ্মী, কুলে কুললক্ষ্মী এবং গৃহস্থের গৃহে গৃহলক্ষ্মী ইত্যাদি বিভিন্ন রূপ ও নামধারণ করিয়া থাকেন। ত্রিভুবনপূজ্যা মহালক্ষ্মী "গৃহলক্ষ্মী" নামধারণ করিয়া গৃহস্থগণের শরীরে অধিষ্ঠান করিতেছেন। যে গৃহস্থ ধান্যকে সুবর্ণবৎ ও তণ্ডুলকে রজতবৎ জ্ঞান করেন এবং যাহার পাক করা অন্নে তুষ, কেশ বা কাঁকর দেখিতে পাওয়া না যায়, তাহার প্রতিই লক্ষ্মীর কৃপা দৃষ্টি থাকে।"

৪। **গৃহই প্রধান বিদ্যালয়।** গৃহিণী তথায় শিক্ষাদায়িনী

---

(১) "নারীষু নিত্যং সুবিভূষিতাসু।
পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীষু॥
অমুক্তহস্তাসু সুতান্বিতাসু।
সুগুপ্তভাণ্ডাসু বলিপ্রিয়াসু॥
সম্মৃষ্টবেশ্মাসু জিতেন্দ্রিয়াসু।
স্থিতা সদাহং মধুসূদনে তু॥"

সরস্বতীরূপে বিরাজিতা। তিনি দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা সন্তানগণকে শিক্ষা দেন। জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং চরিত্র যাহা কিছু মনুষ্যের গুণ গৌরবের বিষয়, গৃহ-শিক্ষাই সে সকলের মূল। গৃহশিক্ষা অলক্ষিতভাবে জীবনে কার্য্য করে। কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন ;—"শিশুর চরিত্র গঠন এবং ভাবী উন্নতি সাধন একমাত্র জননীর দোষগুণের উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে জনক অপেক্ষা জননীর প্রাধান্যই অধিক স্বীকার করিতে হয়।" আর একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন ;—"শত শিক্ষক অপেক্ষাও একজন শিক্ষিতা উপযুক্তা মাতার শিক্ষা অধিক কার্য্যকরী।"

মহাবীর নেপোলিয়ান সর্ব্বদাই বলিতেন ;—"সন্তানের ভাবী সুখদুঃখ অথবা উন্নতি অবনতি সমস্তই মায়ের গুণ বা দোষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মাতৃপ্রদত্ত শিক্ষাই আমার যে কিছু জ্ঞান এবং উন্নতির মূল।"

সুশীলে! "সন্তানের শিক্ষা" বিষয়ে জননীর প্রাধান্য এবং গুরুত্বাদি বিষয়ে আমি তোমাকে বারান্তরে বিশেষরূপে বলিব। বোধহয়, হিন্দু শাস্ত্রকারেরা গৃহিণীর আদর্শেই সরস্বতীর রূপগুণাদির বর্ণনা করিয়া থাকিবেন।

৫। **গৃহ এক একটী রাজ্যবিশেষ।** গৃহিণীই সেইরাজ্যের রাজ্ঞী। বস্তুতঃ, একটী রাজ্যের শাসন সংরক্ষণার্থ রাজার কর্ত্তব্য, দায়িত্ব ও গুরুত্বের সহিত গৃহিণীর কর্ত্তব্যাদির বেশ তুলনা করা যাইতে পারে। রাজ্যশাসন জন্য যেমন দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, শান্তি সংরক্ষণ ও আয় ব্যয়ের হিসাবাদি রক্ষা করিতে হয়, এবং রাজ্যমধ্যে প্রত্যেক প্রজা যাহাতে নিরাপদে ও সুখ শান্তিতে থাকিতে পারে, তাহার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা যেমন প্রত্যেক কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজার কর্ত্তব্য কার্য্য, গৃহরূপ রাজ্যের শাসন ও সংরক্ষণাদি সম্বন্ধেও গৃহিণীগণের কর্ত্তব্য তদনুরূপ। রাজা যেমন রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা ও নেতা,—রাজার শিক্ষা অভিজ্ঞতা

এবং কার্য্যদক্ষতাদি গুণের উপর যেমন রাজ্যের উন্নতি ও সুখ শান্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে; গৃহের সুখশান্তি এবং উন্নতিও তদ্রূপ প্রত্যেক গৃহিণীর ঐ সকল গুণসাপেক্ষ। বস্তুতঃ রাজার কর্ত্তব্যকার্য্য যেমন অতীব কঠিন এবং গুরুতর, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গৃহ সম্বন্ধে গৃহিণীগণের কর্ত্তব্যের গুরুত্ব তদপেক্ষা ন্যূন নহে। রাজা না থাকিলে, রাজ্যমধ্যে যেমন নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা উপস্থিত হয়, গৃহিণীর অভাবেও গৃহের তাদৃশ বিশৃঙ্খলা এবং দুরবস্থা ঘটে। রাজা অমিতব্যয়ী হইলে রাজ্যে যেমন দুর্ভিক্ষ হয়, গৃহিণীর অমিতব্যয়িতার দোষে তদ্রূপ গৃহে অন্নাভাব হইয়া থাকে।

৬। **গৃহই আনন্দময় শান্তিনিকেতন।** প্রত্যেক গৃহিণী সেই নিকেতনের আনন্দদায়িনী প্রেমময়ী শান্তিদেবী। বস্তুতঃ, গৃহে সুখ শান্তি আছে বলিয়াই মনুষ্যেরা সাংসারিক বিবিধ কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও তাহার উন্নতি সাধন জন্য গায়ের রক্ত জল করিতেছে।

বালক বালিকাগণ পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া যখন বিদ্যালয় হইতে গৃহে প্রত্যাগত হয়, তখন গৃহিণীই জননীরূপে সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগের মলিন শুষ্কমুখে হাসি ফুটাইয়া দেন। তাহারা জননীর স্নেহ ও বাৎসল্যভাবপূর্ণ মুখচ্ছবি দেখিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সকল ক্লেশ ভুলিয়া যায়। পরিণতবয়স্ক লোকেরাও কার্য্যক্ষেত্রে সমস্ত দিন গলদ্‌ঘর্ম্ম পরিশ্রম করিয়া, শান্তি সুখের আশায়ই দিবাবসানে গৃহে প্রত্যাগত হন এবং ভার্য্যার সহাস্য বদন, প্রেমপূর্ণ মধুরসম্ভাষণ এবং পুত্র কন্যাগণের সরলতাময় মধুরভাব দর্শনে বিগতক্লান্ত হইয়া শান্তিসলিলে অবগাহন করিতে থাকেন। যিনি এই পারিবারিক পবিত্র সুখে বঞ্চিত, তাঁহার ন্যায় হতভাগ্য আর নাই। পণ্ডিত বার্ক বলিয়াছেন;—"বাহিরের কলহ, বিবাদ ও অশান্তি ছাড়িয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসি, তখন শরীর যেন জুড়াইয়া যায় এবং আত্মা শীতল হয়।"

চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন ;—"যাহার গৃহে মা নাই এবং ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী তাহার বনে গমন করাই শ্রেয় ; কেননা তাহার পক্ষে গৃহ আর বন উভয়ই সমান।" (১) আর একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন ;—"যে মুহূর্ত্তে আমি আমার গৃহে প্রবেশ করি, সেই মুহূর্ত্তেই আমার অন্তরের দুঃখ ও দুর্ভাবনা দূরীভূত হইয়া যায়।"

অতএব গৃহ যাহাতে প্রকৃত আনন্দাশ্রম ও শান্তির আলয় হয়; তৎপ্রতি সতত দৃষ্টি রাখিবে। লক্ষ্মীচরিতে লিখিত আছে, ;—"গৃহিণী সদাহাস্যময়ী, হিংসাদ্বেষশূন্যা, মিষ্টভাষিণী এবং অহঙ্কার বিবর্জ্জিতা না হইলে, সংসারে সুখশান্তি থাকিতে পারে না।" মহাত্মা পার্কার বলিয়াছেন ;—"শুষ্কহৃদয় সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় তিক্তভাবপূর্ণ নীরস জীবন যাপন করা অনুচিত। নিরানন্দ জীবন অনেক অলক্ষিত পাপকে পোষণ করিয়া রাখে।"

৭। গৃহই প্রধান দেবালয়। হিতোপদেশে লিখিত আছে ;—"আহার, নিদ্রা, ভয় এবং সহবাস প্রভৃতি বিষয়ে মনুষ্য পশুর সমান, কেবল ধর্ম্মই তাহাদিগের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক ; সুতরাং ধর্ম্মহীন মনুষ্য পশুর সমান।" অতএব যে গৃহে ধর্ম্মের আদর ও অনুষ্ঠান নাই, তাহা পশ্বালয় সদৃশ। বস্তুতঃ যে গৃহে গৃহ-দেবতার পূজা হয় না, ভগবানের নাম উচ্চারিত হয় না, অতিথি অভ্যাগতগণের যথোচিত সমাদর ও সেবা হয় না, সে গৃহ শ্মশানসদৃশ—তাহা ভূত পিশাচের আবাস স্থান।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে, "ভার্য্যাই পুরুষের ধর্ম্মার্থ কাম সাধন বিষয়ে একমাত্র সহায়। ধর্ম্মার্জ্জন বিষয়ে পত্নীই পুরুষের অদ্বিতীয় সহায় হইয়া থাকে।" শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীবিহীন হইয়া অর্থাৎ একাকী

(১) মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথাগৃহম্‌॥

পুরুষের কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার নাই ; তাই ঋষিরা বলিয়াছেন, "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" অর্থাৎ স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মাচরণ করিবে। তুমি অবশ্যই রামায়ণে পড়িয়াছ, মহারাজ রামচন্দ্র সীতার অভাবে সীতার প্রতিনিধি-স্বরূপ স্বর্ণসীতা নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যিনি সংসার এবং ধর্ম্ম পৃথক বিবেচনা না করিয়া, সমভাবে ও সম্মিলিতরূপে উভয়ের সেবা করিতে জানেন, তিনিই প্রকৃত গৃহিণী। অতএব গৃহ যাহাতে দেবভাব-বিহীন না হয়, তৎপ্রতি সতত দৃষ্টি রাখিবে।

বহ্নিপুরাণে গৃহিণীর কর্ত্তব্য কার্য্যের নিম্নলিখিত বিধান আছে ;—"স্ত্রীলোকেরা প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া, প্রথমে স্বামী এবং দেবতাকে নমস্কার করিবে ; তৎপরে গোময় ও জলদ্বারা গৃহ-প্রাঙ্গণাদি সংস্কার এবং অন্যান্য প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, স্নানান্তে দেবতা, ব্রাহ্মণ, পতি এবং গৃহ-দেবতার পূজা করিবে। (১)

শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁহার "নারী-জাতি বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—"আমরা বলিয়াছি যে, বুদ্ধি-সামর্থ্যে কনীয়সী হইয়াও হৃদয়াংশে নারী অত্যন্ত সম্মাননীয়া। নারী-হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি অতীব চমৎকার, মনুষ্যের প্রতি স্নেহও আশ্চর্য্য। নারী স্বাভাবিকই আস্তিক ; নাস্তিকতা নারী-হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। ইতিহাস অখণ্ডনীয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে, যে ধর্ম্ম অন্তঃপুরে প্রবেশ করে নাই—নারী-হৃদয় স্পর্শ করে নাই, পৃথিবীতে সে ধর্ম্ম কোন কালেও স্থায়ী হইতে পারে নাই।"

মহাত্মা লুথার বলিয়াছেন ;—"আমি অনেক সময় দেখিয়াছি যে,

(১) "মা সুপ্তা প্রাতরুত্থায় নমস্কৃত্য পতিং সুরং।
প্রাঙ্গণে মণ্ডলং দদ্যাৎ গোময়েন জলেন বা ॥
গৃহে কৃত্যঞ্চ কৃত্বা চ স্নাতা গত্বা গৃহং সতী।
সুরং বিপ্রং পতিং নত্বা পূজয়েৎ গৃহদেবতাঃ ॥"—বহ্নিপুরাণ।

নারীজাতি যখন পরমার্থ তত্ত্বের সত্য সকল লাভ করে, তাঁহাদিগের বিশ্বাস ও ভক্তি অধিক তেজস্বিনী হয়। পুরুষজাতি হইতে অধিকতর অটলতা এবং দৃঢ়তার সহিত তাহারা উহা হৃদয়ে ধারণ করে।"

ঋষিরা বলেন ;—"পত্নীর সাহায্যে লোকে ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গ ভোগে অধিকারী হয়। যাহার স্ত্রী পতির অনুকূলা এবং প্রিয়কারিণী তাহার পক্ষে এই গৃহই স্বর্গ।"(১)

সাধক স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন ;—"স্ত্রীকে ভগবানের শক্তিরূপে—দেবীরূপে শ্রদ্ধা করিবে, ভরণপোষণ করিবে। যে পত্নীকে গৃহে: সাক্ষাৎ দেবীরূপে না দেখে, তাহার গৃহের শান্তি ও মঙ্গল হয় না।"

৮। **গৃহই আহার বিহারের উৎকৃষ্ট আশ্রম**—গৃহিণী সেই আশ্রমের অন্নদায়িনী দেবী। আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া, পরিবারব এবং অতিথি অভ্যাগতগণকে ভোজন করান, তাহার একটী প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য। স্মৃতি-সংহিতায় লিখিত আছে ;—"অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া স্বামীকে এবং অন্যান্য ভোক্তৃবর্গকে ভোজন করাইবে। স্বামীকে উত্তমরূপে আহার করাইবে ; কিন্তু আপনি অনতিতৃপ্ত রূপে আহার করিয়া গৃহ-নীতি বিধান করিবে।"

জীবন ধারণ এবং শরীর পোষণার্থে আহার যেমন আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয়, তেমনি উহা সুখপ্রদও বটে। যে কোন প্রকারে উদরপূরণ করাই আহারের উদ্দেশ্য নহে, শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান এবং রসনার তৃপ্তিসাধনও প্রয়োজন। অতএব খাদ্য দ্রব্যের দোষ গুণাদি এবং কোন্ দ্রব্য কিরূপে প্রস্তুত করিলে, তাহা সুস্বাদু ও সুরস অথচ বলকারক এবং স্বাস্থ্যকর হয়, প্রত্যেক গৃহিণীরই তদ্বিষয়ে জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক।

---

(১) "তয়া ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রিবর্গফলমশ্নুতে।
অনুকূলকলত্রো যস্তস্য স্বর্গ ইহৈব হি॥"

দ্বিতীয় উপদেশ।

সময় ও শ্রম।

"Heaven helps those who help themselves"

"Length of years is no proper test of length of life. A man's life is to be measured by what he does in it, and what he feels in it."—*Smiles.*

"He that will not work neither shall he eat."—*St. Paul.*

"করিব বলিয়া, রহিলে বসিয়া, করা নাহি কভু হয়।
করণীয় যাহা, আশু কর তাহা, বিলম্ব উচিত নয়।"—সদ্ভাবশতক।

সুশীলে! গৃহ কিরূপ স্থান এবং তথায় গৃহিণীর কর্ত্তব্যের গুরুত্বাদি বিষয়ে, ইতিপূর্ব্বে, আমি তোমাকে কথঞ্চিৎ বলিয়াছি। সে কথাগুলি অবশ্যই তোমার স্মরণ আছে। সে দিন বলিয়াছিলাম,—অবসর মতে গৃহধর্ম্ম ও গৃহিণীর কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিষয়ে তোমাকে যথাসাধ্য উপদেশ দিব। তাই আজ, সময়ের সদ্ব্যবহার এবং পরিশ্রমের আবশ্যকতা ও উপকারিতা বিষয়ে তোমাকে কয়েকটী কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। কারণ, মনুষ্যের সুখ-দুঃখ এবং উন্নতি-অবনতি সমস্তই সময় ও শ্রম সাপেক্ষ। সময়ের যথার্থ ব্যবহার করিতে না জানিলে, পরিশ্রম-বিমুখ হইয়া অলসভাবে বসিয়া থাকিলে, কোন প্রকার উন্নতির আশাই ফলবতী হইতে পারে না। তাই কথায় বলে, "আলস্যের প্রসাদে দুঃখের অভাব নাই।"

গৃহই মানবের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র, এবং সময় ও তাহার সৎ ব্যবহার সেই কর্ম্মসাধনের প্রধান সহায় বা অবলম্বন। সুতরাং গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ে কোন কিছু বলিবার পূর্ব্বে এই বিষয়ের অবতারণা করা গেল।

১। সময় কি ?—এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান এবং ইহার যথোচিত সমালোচনা অতীব কঠিন। একভাবে দেখা যায়, সময়ের আদিও নাই, অন্তও নাই এবং ইহার নিজের কোন শক্তিও নাই; তবে সময় দিবা রাত্রিতে বিভক্ত হইয়া ক্রমাগত আসিতেছে ও যাইতেছে। পণ্ডিতেরা এইরূপ দিবারাত্রিপরিমিত সময়কে এক দিবস ধরিয়া, সাত দিবসে এক সপ্তাহ, পনর দিবসে এক পক্ষ এবং সাধারণতঃ ত্রিশ দিবসে এক মাস; আর তিন শত পঁয়ষট্টি দিবসে এক বৎসর গণনা করিতেছেন। সপ্তাহ, পক্ষ, মাস এবং বৎসর ইত্যাদি বিভাগ মনুষ্যের স্বেচ্ছাকল্পিত নহে; এতদ্রূপ সাময়িক বিভাগের সহিত পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির এবং সৌরজগতস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদির সম্বন্ধ রহিয়াছে।

সময় সম্বন্ধে আর একভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, সময় মনুষ্যের জীবন পরিমাপক। কারণ, পৃথিবীতে যিনি যত অধিক কাল বাচিয়া থাকেন, আমরা তাহাকে তদনুসারে দীর্ঘজীবী বলি। পণ্ডিত এডিসন বলিয়াছেন;—"সময় যে কি, তাহা এককথায় বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারা যায়, সময়ের আদিও নাই, এবং অন্তও নাই। প্রত্যেক মনুষ্যের জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, তাহার পক্ষে সীমাবিশিষ্ট সময়। দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস এবং বৎসরাদি সেই জীবনপরিমিত সময়ের এক এক অংশ মাত্র।" তিনি আরও বলেন;—"সময় সম্বন্ধে মনুষ্যের এক আশ্চর্য্য ভাব এই যে, সকল লোকেই সময় (জীবন) অতি অল্প বলিয়া আক্ষেপ ও আপত্তি করে;

অথচ প্রত্যেকেই আবার তাহার বর্ত্তমান সময় অত্যন্ত সুদীর্ঘ মনে করিয়া, তাহা সংক্ষেপ করিতে যত্নশীল ও ইচ্ছুক হয়।" মনে কর, তুমি আশি বৎসর জীবিত থাকিবে, সুতরাং তোমার জীবিত কালের এক একটী বৎসর তোমার জীবনের আশিভাগের একভাগ; একটী মাস নয়শত ষাটভাগের একভাগ। এইরূপ দিন, ঘণ্টা, মিনিট, এমন কি, মুহূর্ত্তপরিমিত সময়ও তোমার জীবনের অংশ স্বরূপ। কারণ, এই সমুদায়ের সমষ্টিই একটী জীবন-পরিমাণ। সময় আর জীবন একই কথা; সুতরাং সময় বৃথা যাইতে দেওয়া, আর জীবন বৃথা ব্যয় করা, দুই সমান, ইহা যেন তোমার সর্ব্বদা স্মরণ থাকে।

গ্রন্থকার ডাঃ স্মাইল বলেন;—"বৎসর গণনা করিয়া মানব জীবনের দৈর্ঘ্যতার পরিমাণ করা ঠিক নহে; তৎকৃত কার্য্যাবলী এবং জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারাই তাহার জীবনের দৈর্ঘ্যতার পরিমাণ করা সঙ্গত।" বস্তুতঃ, নিষ্কর্ম্মালোক আর মৃতব্যক্তিতে বিশেষ কোনই প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। কারণ, একজন শত বৎসর জীবিত থাকিয়াও যদি কোন কার্য্য না করিয়া মরে, তবে তাহার পৃথিবীতে থাকা আর না থাকা দুইই সমান গণ্য করিতে হইবে। তাই সাধারণ কথায় বলে;—"বয়সে প্রবীণ নহে, প্রবীণ হয় জ্ঞানে বা কর্ম্মে।"

২। **যে সময় যায়, তাহা আর আসে না**—শৈশব কাল ও বাল্যকাল, যাহা গত হইয়া গিয়াছে, শত চেষ্টাযত্ন করিলেও তাহা যেমন পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, জীবনের অংশস্বরূপ সময় সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। যে দিন—যে মুহূর্ত্ত চলিয়া গেল, তাহা আর আসিবে না। শত চেষ্টাযত্ন বা প্রভূত ধনরত্নাদি দ্বারাও তাহা পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। যে সময় চলিয়া গিয়াছে, তাহা ফিরাইয়া লইতে যেমন মনুষ্যের হাত নাই, যে সময় যাইতেছে, তাহার গতিরোধ করিতেও মনুষ্যের সাধ্য

নাই। সুতরাং সময় সম্বন্ধে, একটী ভিন্ন, মনুষ্যের অপর কোনও অধিকার নাই, সেই অধিকার—সেই কর্ত্তৃত্ব সময়ের যথোচিত সদ্ব্যবহার। কেননা, আমরা উপস্থিত সময়ের যদিচ্ছা ব্যবহার করিতে পারি। সুতরাং, যিনি যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া সেই উপস্থিত সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, সংসারে তিনিই মহৎ এবং প্রকৃত সুখী।

লক্ষ্মী-চরিতে লিখিত আছে ;—"যে গৃহিণী দিবসে নিদ্রা যান না, একটুকু সময়ও বৃথা ব্যয় করেন না, যখনকার কার্য্য তখনই সম্পন্ন করেন, লক্ষ্মী তাহারই গৃহে বাস করেন।"

ইউরোপীয় কোন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, তাঁহার কারখানা ঘরের স্থানে স্থানে, নিম্নলিখিত কথাগুলি বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখিতেন।

"সময় স্বর্ণ, অতএব তাহার কিছুমাত্র বৃথা যাইতে দেওয়া উচিত নহে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।"

"অদ্য যাহা করিতে পার, কল্যকার জন্য তাহা রাখিয়া দিও না।"

"যে কার্য্য নিজে সম্পন্ন করিতে পার, তাহা অন্যদ্বারা করাইও না।

"বিনা পরিশ্রমে কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।"

"যে সময় যায়, তাহা আর আসে না।"

বৎসে! একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, উপরোক্ত বাক্যগুলি কত সারবান্ ও মহৎ। আমার বিবেচনায় প্রত্যেক গৃহে এই কথাগুলি বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া, ছবির ন্যায় লট্‌কাইয়া রাখা কর্ত্তব্য ; যেন প্রতিমুহূর্ত্তে তদুপরি আমাদিগের দৃষ্টি নিপতিত হয়। গৃহিণীগণের এই উপদেশ-বাক্যগুলি বীজমন্ত্র করা কর্ত্তব্য।

৩। কার্য্যনির্ব্বাহে সুনিয়ম ও শৃঙ্খলা আবশ্যক। প্রয়োজনীয় কার্য্যে সময় ব্যয় করিলেই যে, সময়ের সদ্ব্যবহার করা হইল, একথা বলা যাইতে পারে না। কারণ, এরূপ অনেক গৃহিণী দেখা যায়, যাঁহারা সমস্ত দিবস অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াও দৈনিক কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন না। আবার এরূপও অনেক গৃহিণী আছেন, যাঁহারা একাকিনী গৃহের সেই সমুদায় দৈনিক কার্য্যগুলি অল্প সময় মধ্যে সুসম্পন্ন করিয়া, প্রতিদিন দুই তিন ঘণ্টা কাল পুস্তক অধ্যয়ন কিম্বা শিল্প কার্য্যে ব্যয় করতঃ বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করেন এবং কখনও বা পরে যাহা করিতে হইবে, অবসর সময়ে, তাহাই সম্পন্ন করিয়া রাখেন। একটুকু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, কার্য্যদক্ষতা এবং কার্য্য-প্রণালীর বিভিন্নতাই এতদ্রূপ তারতম্যের কারণ।

ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ এবং ইতিহাসবেত্তা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত টমাস ফুলার বলিয়াছেন ;—"তোমার চিন্তাগুলিকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কর। বিশৃঙ্খল ব্যক্তির যেমন বোঝা বহন করিবার সময় একটা বস্তু ভূমিতে পড়িয়া যায়, আর একটা তাহার স্কন্ধদেশে ঝুলিয়া পড়ে এবং পদে পদে তাহার গতিরোধ করে, সুশৃঙ্খল ব্যক্তির তেমন হয় না, সে তাহার দ্বিগুণ বস্তু সুন্দররূপে বোঝা বান্ধিয়া অনায়াসে নিয়া চলিয়া যায়। কার্য্য সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ, যে ব্যক্তি সুশৃঙ্খলভাবে ও নিয়মিতরূপে কার্য্য করে, সে অনিয়মী ও বিশৃঙ্খলব্যক্তির দ্বিগুণকার্য্য অল্প সময় মধ্যে অতি সহজে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়।"

কার্য্য নির্ব্বাহে সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা না থাকিলে, এক ঘণ্টার কাজে তিন ঘণ্টা ব্যয় করিয়াও, অনেক সময়, তাহা সুসম্পন্ন করা যায় না। অল্প সময়ে অনেক কাজ করাই শ্রম সম্বন্ধীয় নিয়ম এবং শৃঙ্খলার প্রধানতম উদ্দেশ্য। মনুষ্যের কর্ত্তব্য কার্য্যের সীমা বা কোন নির্দ্দিষ্ট তালিকা না

থাকিলেও, আমাদের দৈনিক গৃহকার্য্যের মধ্যে এমন কতকগুলি কাজ আছে, যাহা প্রতিদিবসই করিতে হয়, সেইগুলিকে অবশ্যই শৃঙ্খলাবদ্ধ করা যাইতে পারে। কোন্ কাজের পরে কোন্ কাজ করা সুবিধাজনক এবং আবশ্যক, তাহা অগ্রে বুঝিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। আবার এমন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহকার্য্য আছে, যাহা অপরবিধ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াও, অবসরমতে সম্পাদন করা যায়। কোন গৃহিণী রন্ধন করিতে যাইয়া, আদ্যন্ত উননের কাছেই বসিয়া থাকিতে পারেন, আবার কেহবা অন্নব্যঞ্জনাদি সুসিদ্ধ হইবার অবসরে, আরও দশটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লয়েন। প্রথমোক্ত গৃহিণীদিগকে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যেই সাধারণ কথায় বলে ;—"যে রান্ধে সে কি চুল বাঁধে না?" সুশীলে! এস্থলে একটী মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলাম। কিন্তু বিবেচনা করিয়া গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতে গেলে, দেখিতে পাইবে, এককাজের মধ্যে আরও দশটি কাজ অনায়াসে সম্পন্ন করা যায়। অতএব গৃহকার্য্যগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইতে সতত যত্নবর্ত্তী থাকিবে। "শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপে সময়ের সদ্ব্যবহারই জীবনে কৃতকার্য্যতা লাভের উৎকৃষ্ট ও গূঢ় মন্ত্র। এই একমাত্র উপায়ে আমরা আমাদিগের সময় এবং জীবনের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ হই।" (১)

৪। **যখনকার কার্য্য তখনই করিবে।** "আজ নয় কাল করিব," যাঁহারা এই কথা বলিয়া থাকেন, তুমি নিশ্চয় জানিবে, তাহাদের কাজ প্রায়ই অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। "এখন নয় পরে করিব," যাহারা এইরূপ কথা বলিয়া কার্য্যসম্পাদনে কালবিলম্ব করে, তাহাদিগকে

(১) "The methodical employment of time is one of the great secrets of success. It is the only way by which one can do justice to time and to ourselves"—The secret of success

দীর্ঘসূত্র বলে। দীর্ঘসূত্রতা মনুষ্যের একটী প্রধান দোষ। পণ্ডিতেরা, নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য এবং দীর্ঘসূত্রতা এই ছয়টী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান দোষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন ;—"সময় চলিয়া গেলে অর্থাৎ দিবসান্তে অনেককেই এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে শুনা যায় ; এই কার্য্য আমার অদ্য করা উচিত ছিল, ইহা আমার স্মরণ না থাকা অন্যায় হইয়াছে ; যাহা হউক, আগামী কল্য নিশ্চই সম্পন্ন করিব। কিন্তু দুঃখের বিষয় আগামীকল্যকার উপরে কাহারও হাত নাই।" অতএব সময় ও অবস্থার অনধীন না হইলে, যখনকার কার্য্য তখনই সম্পাদন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। কথায় বলে ;—"শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কালহরণং।" বস্তুতঃ, যাহা করিতে হইবে, তাহা শীঘ্র করাই কর্ত্তব্য।

বিখ্যাত সার ওয়াল্‌টার স্কট্ বলিয়াছেন ;—"তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি অবিলম্বে সম্পাদন করিয়া বিশ্রামসুখ ভোগ কর। কার্য্য সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে কখনও বিশ্রাম করিও না। সৈন্যগণের যুদ্ধযাত্রা কালে, পুরোভাগের সৈন্যগণ যথারীতি অগ্রসর না হইলে, পশ্চাদ্ভাগের সৈন্যগণমধ্যে যেরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, সংসারক্ষেত্রে প্রত্যেক মনুষ্যের কার্য্য সম্বন্ধেও ঠিক সেই অবস্থা ঘটে। কারণ উপস্থিত কার্য্যসমূহ সর্ব্বপ্রথমে ও নিয়মিতরূপে সম্পাদিত না হইলে, অন্যান্য কার্য্য পশ্চাতে পড়িয়া থাকে এবং সেগুলি যথারীতি ও যথাসময়ে সম্পাদিত হইতে না পারাতে কর্ম্মকর্ত্তাকে ব্যাকুল করিয়া তুলে।"

সুশীলে! এস্থলে মহাভারতীয় একটী উপাখ্যান তোমাকে বলিতেছি। মহামতি ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন ;—"ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাকে অনাগতবিধাতা, যে ব্যক্তি সহসা কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে, আপনার বুদ্ধি দ্বারা অচিরাৎ তৎসাধনে সমর্থ হয়, তাঁহাকে প্রত্যুৎপন্নমতি এবং

যে ব্যক্তি কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে, তাহা সম্পাদনে সত্বর না হইয়া, অদ্য না হয় কল্য করিব, এই বলিয়া আলস্যে কালযাপন করে, তাহাকে দীর্ঘসূত্রী বলে। এই জগতে অনাগতবিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি এই দুই ব্যক্তিই সুখলাভে সমর্থ হন; কিন্তু দীর্ঘসূত্রীকে অবিলম্বে বিনষ্ট হইতে হয়। এক্ষণে আমি এইস্থলে একটি উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন এক মৎস্য-সঙ্কুল স্বল্পসলিল জলাশয়ে তিনটি শকুল মৎস্য বাস করিত। তন্মধ্যে একটি অনাগতবিধাতা, একটি প্রত্যুৎপন্নমতি ও একটি দীর্ঘসূত্রী। একদা মৎস্যজীবিগণ মৎস্য ধরিবার অভিলাষে চতুর্দ্দিক হইতে সেই ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল নিঃসারিত করিতে লাগিল। তখন দীর্ঘদর্শী শকুল মৎস্য জলাশয়কে ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে দেখিয়া স্বীয় মিত্রদ্বয়কে কহিল, দেখ, এক্ষণে এই জলাশয়ে জলজন্তুর বিপৎকাল সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব চল, আমরা আমাদের নির্গমনের পথ রুদ্ধ না হইতে হইতেই অচিরাৎ অন্য জলাশয়ে প্রস্থান করি। যে ব্যক্তি নীতিপ্রভাবে অনুপস্থিত বিপদের প্রতিবিধান করে, তাহাকে কোন কালেই বিপদাপন্ন হইতে হয় না। অতএব চল, বিপদ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা পলায়ন করি। তখন দীর্ঘসূত্রী কহিল, মিত্র! তুমি যাহা বলিলে, তাহা যথার্থ বটে; কিন্তু আমার মতে কোন কার্য্যেই ত্বরান্বিত হওয়া উচিত নহে। ঐ সময় প্রত্যুৎপন্নমতি অনাগতবিধাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভাই! আমি ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কোন কার্য্য করি না; কিন্তু কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে পারি। দীর্ঘসূত্রী ও প্রত্যুৎপন্নমতি এই কথা কহিলে, অনাগতবিধাতা তাহাদিগের তৎকালে পলায়নের মত নাই বুঝিতে পারিয়া, স্বয়ং অবিলম্বে স্রোতদ্বারা এক গভীর জলাশয়ে প্রস্থান করিল।”

“কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে সমস্ত জল নিঃসৃত হইলে,

মৎস্যজীবী ধীবরগণ বিবিধ উপায় দ্বারা মৎস্য ধরিতে লাগিল। ঐ সময় দীর্ঘসূত্রী ও প্রত্যুৎপন্নমতি অন্যান্য মৎস্যের ন্যায় অবরুদ্ধ হইল। অনন্তর ধীবরগণ রজ্জু দ্বারা মৎস্যদিগকে গ্রথিত করিতে থাকিলে, প্রত্যুৎপন্নমতি, সেই গ্রথিত মৎস্যগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গ্রন্থনরজ্জু দংশনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল। তখন মৎস্যজীবী, সমুদায় মৎস্য গ্রথিত হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া, তাহাদিগকে প্রভূত জলে প্রক্ষালন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ অবসরে প্রত্যুৎপন্নমতি সেই গ্রন্থণরজ্জু পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপস্থিত বিপদ হইতে বিমুক্ত হইল। কিন্তু হীনবুদ্ধি দীর্ঘসূত্রী পলায়নের কোনও উপায় স্থির করিতে না পারিয়া, বিচেতন ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া প্রিয়জীবন পরিত্যাগ করিল।”

৫। **কর্ত্তব্যজ্ঞানে কার্য্য করিবে।** মনুষ্য সুখের দাস; যে কার্য্যে সুখ নাই, মনুষ্যেরা তাহা সহজে করিতে চায় না। কিন্তু সময় সময় এমন অনেক কার্য্য আমাদিগকে করিতে হয়, যাহা আপাততঃ সুখকর নহে; অথচ কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা তাহা করিয়া থাকি। একারণ কার্য্যসম্পাদনে কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। এইটি আমার কর্ত্তব্য কার্য্য, এই জ্ঞান থাকিলে, তাহা সুখজনকই হউক আর দুঃখদায়কই হউক, সহজসাধ্যই হউক, আর কষ্টকরই হউক, কর্ত্তব্যজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া, তৎ সম্পাদনে নিযুক্ত হইতে হয়। এ সংসারে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী এবং ধন্য, যিনি পরমুখাপেক্ষী না হইয়া, আপনার কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ।

বৎসে! সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে গৃহিণীর কর্ত্তব্যকার্য্যের অবধি নাই। গৃহের প্রত্যেক কার্য্যই তাহার করণীয়। কর্ত্তব্যের বোঝা মস্তকে ধারণ করিয়াই আমাদিগকে সংসারে প্রবেশ করিতে হয়; তাই বলি, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে পারিবে, তাহা সুখকরই হউক, আর

দুঃখদায়কই হউক, রোগীর ঔষধসেবনের ন্যায় তৎসম্পাদনে প্রাণপণে যত্ন করিবে।

৬। **কার্য্যসাধনে সহিষ্ণুতাদি গুণের আবশ্যক।** ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা এবং অধ্যবসায়াদি গুণের অভাবে কোন গুরুতর কার্য্যই সুসম্পাদিত হইতে পারে না। কর্ত্তব্যজ্ঞানে যে কার্য্য সম্পাদন করিতে নিযুক্ত হইবে, শত বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও তাহা হইতে বিরত হইও না। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন," ইহাই প্রকৃত অধ্যবসায়ী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোকের কথা। সময় সময় এমন অনেক কার্য্যও উপস্থিত হইতে পারে; যাহা সম্পাদনে পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হইতে হয়; তদ্রূপ স্থলে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা এবং অধ্যবসায় গুণের একান্ত প্রয়োজন। কথায় বলে;—"যে সয় সেই রয়।" বস্তুতঃ অধ্যবসায় থাকিলে, সংসারে অত্যল্প কার্য্যই আমাদিগকে অসমর্থ হইতে হয়।

কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন;—"ব্যবসা বাণিজ্য বা অপর কোন যে কার্য্য হউক, সময়নিষ্ঠা, পরিণামদর্শিতা এবং অধ্যবসায় এই তিনগুণের অভাবে কেহই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। আবার এই কয়েকটি গুণ থাকিলে শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, মনুষ্য সকল বিঘ্নবাধা অতিক্রমে সমর্থ হয়।" (১)

৭। **কার্য্যে স্বাধীনতা চাই।** মনে কর, তুমি এমন কোন কার্য্য করিতে অন্য দ্বারা বাধ্য হইলে, যে কার্য্যের সহিত তোমার কিছু মাত্র সহানুভূতি নাই—যাহা তোমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। বল দেখি,

(১) "At all events (in profession or trade) there are three principles from which no man diverge with impunity." The three P's—Punctuality Prudence and Perseverance sooner or later overcome all difficulties."

তদ্রূপ কার্য্য তুমি মনোযোগের সহিত এবং সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পার কি না? তুমি ত বয়োধিকা, ভাল মন্দ বুঝিতে পার; তোমার এই ক্ষুদ্র বালকটী দ্বারা, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কোন কার্য্য করাইতে চেষ্টা করিয়া দেখ, সে কি করে? প্রথমতঃ সে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধকার্য্য না করিতেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, পরে যদিও তোমার শাসনভয়ে তৎসম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়, তবুও ইহা নিশ্চয় যে, সেই কার্য্য কখনই তাহা দ্বারা সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে না। ইহা সে বালকের দোষ নহে, প্রকৃতির নিয়ম। অতএব ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কোন কার্য্যই কর না কেন, আপনার ইচ্ছার সহিত মিলাইয়া লইতে চেষ্টা করিবে। মতবিরুদ্ধ কার্য্য না করাই স্বাধীনচেতা লোকের ধর্ম্ম; কিন্তু তোমাদিগের বিবেচনা শক্তি এত অধিক নয় যে, সকল সময় ভাল মন্দ বিচার করিয়া, স্বাধীন ভাবে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পার। তাই বলি, অবস্থানুসারে স্বামীর কিম্বা অপরাপর অভিভাবকের মতানুসারে কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইও না। যাহার মতানুসারে বা আদেশানুযায়ী কার্য্য করিবে, তাহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকিলে, তৎসম্পাদনে কোন কষ্টই বোধ হইবে না; এজন্যই শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন;—"স্বামীর আদিষ্টকার্য্যে দাসীর ন্যায় তৎপরা হইবে।"

৮। **পরিশ্রমই সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল।** পরমেশ্বর আমাদিগের শরীর ও মন এরূপভাবে গঠন করিয়াছেন যে, চালনা দ্বারাই তাহার উন্নতি সাধিত হয়। পক্ষান্তরে পরিশ্রম বিমুখ হইলে, শরীর নানারোগের আধার হইয়া ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। পরিশ্রম দ্বারা কেবলমাত্র শারীরিক বল-বীর্য্য বর্দ্ধিত হয় এমন নহে, পরিশ্রমী ব্যক্তি দীর্ঘায়ু হয় এবং জরা ও মৃত্যু তাহাকে সহসা আক্রমণ করিতে পারে না।

পরিশ্রম দ্বিবিধ—শারীরিক ও মানসিক। হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের

চালনা শারীরিক পরিশ্রম, আর কোন বিষয় চিন্তা ও ধারণা করিতে মনের যে চালনা হয়, তাহাই মানসিক পরিশ্রম। প্রধানতঃ শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা শরীরের এবং মানসিক পরিশ্রম দ্বারা মনের শক্তি বৰ্দ্ধিত হয়। এতদুভয় শক্তির বিকাশ না হইলে, মনুষ্য স্বকৰ্ত্তব্য সাধনে কখন সমর্থ হইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদিগের মধ্যে এরূপ অল্প লোকই আছেন, যাহারা উক্ত উভয় শক্তির সমভাবে বিকাশ জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করেন।

আজ কাল নববধূদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছেন, যাঁহারা দুই চারি খান নাটক ও নভেল পড়িয়া বা বেশবিন্যাস করিয়া গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়াইতেই ভালবাসেন। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরিশ্রম করিয়া কোন কার্য্য করিতে লজ্জা ও অপমান বোধ করেন। তাই সাংসারিক কার্য্যকর্ম্মের, এমন কি, সন্তানপালনের ভার পর্য্যন্ত দাস দাসীর উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। আর এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়, যাহারা সাংসারিক কার্য্যে কলুর বলদের মত দিবারাত্রি কেবল শারীরিক পরিশ্রমেই রত থাকেন; সুতরাং শারীরিক কষ্ট-চিন্তা ভিন্ন অপর কোনও চিন্তা তাহাদের মনে স্থান পায় না। এককথায় বলিতে গেলে, ইহারা উভয়েই গৃহিণী নামের অযোগ্য। আজকাল বধূদিগের মধ্যে মোহ, বেদনা, শিরঃপীড়া এবং অজীর্ণাদি রোগের যে আধিক্য দেখা যায়, আমার বিশ্বাস, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব অথবা অত্যধিক পরিশ্রম এতদুভয়ই তাহার কারণ। অতএব আশা করি, তুমি শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ পরিশ্রম দ্বারা স্বকৰ্ত্তব্য সাধনে সতত যত্নবতী থাকিবে। তোমার গৃহে যেন লক্ষ্মী ও সরস্বতীর একত্রসমাবেশ দেখিতে পাই।

৯। **সময় অমূল্য ধন।** অপরাপর দ্রব্যের ন্যায় সময় মূল্য দ্বারা ক্রয় করা যায় না এবং সময়ের গতিরোধ করিবারও মনুষ্যের

কোন ক্ষমতা নাই। বিধাতার বিধান অনুসারে সময় আসিতেছে ও যাইতেছে। অতএব এরূপ অমূল্য সময় কখনও বৃথায় যাইতে দেওয়া উচিত নহে। আর একটী কথা—সংসারে সকলের অবস্থা সমান নহে; কেহ ধনী-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া পৈত্রিক ধনের অধিকারী হয়, আবার কেহ বা দরিদ্রের কুটিরে জন্মগ্রহণ করতঃ পৈত্রিক ঋণজালে জড়িত হইয়া আজীবন নানা কষ্টভোগে বাধ্য হয়। কিন্তু সময়রূপ অমূল্য ধনে সকলেরই সমান অধিকার। সকলেই এই ধনে ধনী হইয়া; ইহার যথোচিত সদ্ব্যবহার করতঃ স্ব স্ব অবস্থা উন্নত করিতে সমর্থ।

যে কার্য্য দ্বারা কোন ফললাভ হয় না, তদ্রূপ অনুৎপাদক কার্য্যে সময় ব্যয় করিলে, তাহা বৃথা ব্যয়িত হইল, বুঝিতে হইবে। অনেক সময়ে দেখা যায়, তোমরা সমবয়স্কাগণে একত্রিত হইলে, এত অধিক হাসি গল্পের স্রোত বহিতে থাকে যে, সেই স্রোতে পড়িয়া অনেকে স্ব স্ব কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পাদনেও ভুলিয়া যায়; এমন কি, তখন একপ্রহর সময় একদণ্ড বলিয়াও অনেকের জ্ঞান থাকে না। আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ সমবয়স্কাগণে একত্রিত হইয়া হাসি গল্পের কথা বলিলাম, তাই বলিয়া তুমি মনে করিও না যে, সমবয়স্কাগণে অবসরমতে সৎপ্রসঙ্গ দ্বারা যে বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ সম্ভোগ করে, আমি তাহার বিরোধী বা তাহা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি। তবে অবশ্যই তাহাতে মত্ত হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করা বা হাসি গল্পে অধিক সময় ব্যয় করা কখনই উচিত নহে।

১০। **নিষ্কর্ম্মা সময় মহানর্থের মূল।** নিষ্কর্ম্মা হইয়া অলস ভাবে বসিয়া থাকিলে, কেবল যে, শরীরই রোগগ্রস্থ এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহা নহে; তদ্দ্বারা মনেরও অধোগতি হয়। তুমি নিশ্চয় জানিবে, নিষ্কর্ম্মা অলস ব্যক্তিরাই অধিক দুষ্কর্ম্মান্বিত ও কুচিন্তারত। খৃষ্টানদিগের ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত আছে;—"সয়তান নিষ্কর্ম্মাদিগের

হস্ত খুঁজিয়া বেড়ায়।" একথার তাৎপর্য্য এই যে, দুর্ব্বুদ্ধি, অলস নিষ্কর্ম্মা-দিগের মনোমধ্যেই উদয় হয়। আর একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন, ;—"মনুষ্যের পক্ষে নিষ্কর্ম্মা সময়ের ন্যায় মহানিষ্টকারী আর কিছুই নাই। মনুষ্যের মন প্রস্তরের জাঁতার ন্যায়, যদি তুমি উহার মধ্যে গমাদি শস্য নিক্ষেপ কর, জাঁতা ময়দা প্রদান করিবে, অন্যথা ঘর্ষিত হইয়া আপনা-আপনিই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্য মনের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা।"

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন ঘোষ তৎপ্রণীত "প্রভাত-চিন্তা" পুস্তকে লিখিয়াছেন ;—"জীবনের লক্ষ্যভ্রংশ যদি পাপ, জীবনের কর্ত্তব্য বিষয়ে আলস্য ক্ষমার অযোগ্য অসহনীয় মহাপাপ ; জীবনের লক্ষ্যভ্রংশ কোনস্থলে অজ্ঞানকৃত এবং অনেকস্থলে অনিচ্ছাকৃত অপরাধ। আলস্য সর্ব্বতোভাবে এবং সকলস্থলেই ইচ্ছাকৃত অধঃপাত। উহার আরম্ভ যেমনই কেন প্ররোচক হউক না, অবসান যারপর নাই ভয়ঙ্কর। ফলতঃ আলস্য উপেক্ষা কি পরিহাসের কথা নহে। চিন্তাশূন্য মূঢ় মূর্খেরা আলস্যকে দুঃখের বিরাম বলিয়া মনে করিতে পারে, তরলমতি যুবজনেরা আলস্যকে আমোদ মনে করিয়া ভ্রমে পড়িতে পারে ; কিন্তু বিজ্ঞানের নিষ্ঠুর চক্ষে আলস্য অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণাজনক কলঙ্ক ও লজ্জাজনক দুষ্কৃতি আর নাই। আলস্যের নাম অকার্য্য। উহা মানব জীবনরূপ কল্পতরুর কোঠরস্থ বহ্নি। আলস্য আর অকর্ম্মণ্য জীবন এক কথা। কিন্তু যাহাকে অকর্ম্মণ্য জীবন বল, তাহারই অপর অর্থ আত্মদ্রোহ, সমাজদ্রোহ ও বিশ্বদ্রোহ। অতএব যে অলস সে এই ত্রিবিধ অপরাধেই দণ্ডার্হ ও নিগ্রহভাজন।"

ইংলণ্ডের কোন ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন ;—"আলস্যপরতন্ত্র হইয়া, শরীর কার্য্যশূন্য এবং মন চিন্তাশূন্য রাখিলে, অহিতকারী ভোগ-বিলাস বাসনা দ্বারা অন্তঃকরণ আক্রান্ত হয়। অলস সুস্থকায় ব্যক্তি কখনও বিশুদ্ধচরিত্র থাকিতে পারে না। শারীরিক পরিশ্রম অতীব উপকারী এবং পাপাসক্তি নিবারণের অমোঘ ঔষধ।"

ফ্রান্স দেশীয় কোন বিখ্যাত ডাক্তার বলিয়াছেন ;—"পরিশ্রম না করিয়া সংসারে যত লোক মরে, অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া তাহার সহস্রাংশের একাংশ লোকও অসময়ে মরে কি না সন্দেহ ; অথচ লোকে অনেক সময় না বুঝিয়া বলে যে, অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া জীবন ক্ষয় হইল।" তাই সাধারণ কথায় বলে ;—"বসিয়া থাকা অপেক্ষা বেগার দেওয়াও ভাল।" অতএব কদাচ নিষ্কর্ম্মা হইয়া অলসভাবে বসিয়া থাকিও না। সতত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে কোনরূপ দুশ্চিন্তা দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না।

১১। **গৃহকার্য্য গৃহিণীরই স্বকর্ত্তব্য।** গৃহের সমস্ত কার্য্যের জন্যই গৃহিণী দায়ী ; অতএব তাহার যে সকল কার্য্য তুমি নিজে সম্পাদন করিতে পার, অন্য দ্বারা তাহা করাইতে চেষ্টা করিও না। কর্ত্তব্যকার্য্য স্বহস্তে করিতে মানাপমান জ্ঞান করা উচিত নহে। কারণ, সৎ এবং সাধু কার্য্যমাত্রই আমাদের করণীয়।

এই কার্য্য ছোট, সুতরাং ছোটলোকে করিবে, অথবা এই কার্য্য করিলে লোকে আমাকে ছোটলোক জ্ঞান করিবে, গৃহিণীগণের এরূপ মনে করা উচিত নহে। কারণ, গৃহের যাবদীয় কার্য্যই তাহার করণীয়। তবে তিনি একাকিনী সমস্ত কার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ হইলে, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদনের জন্য অথবা গৃহ-কার্য্যে তাহার সাহায্যের জন্য, দাস দাসী নিযুক্ত করিতে পারেন ; কিন্তু নিযুক্ত লোকেরা যে তাহার প্রতিনিধি স্বরূপে কার্য্য করিতেছে, একথা স্মরণ থাকা উচিত। গৃহকার্য্যে ছোট বড় জ্ঞান হওয়াতেই, আজ কাল অনেকে সাধারণ সাধারণ গৃহকার্য্যগুলিও স্বহস্তে সম্পন্ন করিতে অপমান বোধ করেন। বস্তুতঃ, স্বহস্তে গৃহপরিষ্কার এবং গোময় দ্বারা গৃহপ্রাঙ্গণ পরিলেপন করিলেই ছোটলোকের কাজ করা হইল, আর সুকোমল শয্যায় বসিয়া উলের চেইন বা মোজা কম্‌ফেটার বুনিলেই

বড়লোকের কাজ করা হইল, এইরূপ জ্ঞানই অবনতির মূল। অতএব সময় ও সাধ্যায়ত্ত হইলে, ছোটবড় জ্ঞান না করিয়া, গৃহের যে কোন কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইও না।

পরিশ্রমী ব্যক্তিমাত্রেই যে সম্মানিত, এ বিষয়ে তোমাকে একটী কথা বলিতেছি। তুমি অবশ্যই নেপোলিয়ান বোনাপার্টির নাম শুনিয়াছ, এবং কোন কোন পুস্তকেও তাঁহার বিষয় পড়িয়া থাকিবে। একদা তিনি কোন রমণীব সহিত রাস্তায় বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে, কয়েক জন মজুর মোট মাথায় করিয়া সেই পথে যাইতেছিল। রমণী তাহাদের এইরূপ ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে রাস্তা হইতে সরিয়া যাইতে আদেশ করিলে, মহাত্মা নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন ;—"ভদ্রে! এই মোট বাহকদিগকে সম্মান করা উচিত; কারণ, ইহারাও পরিশ্রম করিয়া সংসারেরই উপকার করিতেছে। সুতরাং কার্য্য দ্বারা কাহাকেও ছোটজ্ঞানে ঘৃণা করা উচিত নহে।" বস্তুতঃ, বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, নিষ্কর্ম্মা রাজরাণী অপেক্ষা সতত কর্ম্মে নিযুক্তা দাসীগণও অধিক সম্মানের পাত্রী। পৃথিবী একটী বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র এবং যাবদীয় জীব জন্তু তথায় কর্ম্ম করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। চীনরাজ্যের এক সম্রাট বলিয়াছেন ;—"রাজ্যমধ্যে যদি কোন একটী লোকও বিনাকার্য্যে বসিয়া খায়, তবে তাহার পরিবর্ত্তে অপর কোন একজন অবশ্যই অনাহারে থাকিতে বাধ্য হইবে।"

সুশীলে! এই নীরস বিষয়ে তোমাকে এতাধিক কিছু না বলিয়া, বিখ্যাত ও কৃতকর্ম্মা মহাত্মাগণের কতিপয় উপদেশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া, এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। আশা করি, তুমি এগুলি বীজমন্ত্র জ্ঞানে গ্রহণ করিয়া, তদনুসারে কার্য্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

সময় ও শ্রম সম্বন্ধে মহাজন-পদাবলী।

(১) "যে ব্যক্তি বিলম্বে শয্যাত্যাগ করে, সে সমস্ত দিবস ব্যস্ততার সহিত কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, অথচ রাত্রেও তাহা সুসম্পাদিত হয় না।"

(২) সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগের অভ্যাস করা উচিত। কারণ, তদ্দারা লোকে স্বাস্থ্য, ধন ও জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়।"

(৩) "যিনি প্রাতঃকালের সময় নষ্ট করেন, তিনি দিবসের মধ্যে একটী রন্ধ্র করিয়া দেন, যাহার মধ্যদিয়া পক্ষবিশিষ্ট ঘণ্টা সকল দ্রুতবেগে পলাইয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।"

(৪) "তুমি যদি তোমার জীবনকে ভালবাস, তবে সময় নষ্ট করিও না ; কারণ, জীবন সময় দ্বারাই গঠিত।"

(৫) "যাহারা নিজে নিজের সাহায্য করে, ঈশ্বরও তাহাদিগকেই সাহায্য করেন।"

(৬) "শ্রম অপেক্ষা আলস্যই মরিচার ন্যায় জীবনকে শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় করে, ব্যবহৃত চাবি যেরূপ সতত উজ্জ্বল থাকে, পরিশ্রমী ব্যক্তির জীবনও তদ্রূপ হয়।"

(৭) "সকালে শয়ন করিলে এবং সকালে নিদ্রা হইতে উঠিলে, মনুষ্যেরা স্বাস্থ্য, সম্পত্তি এবং জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়।"

(৮) "আলস্য সকল কার্য্যকেই কঠিন করে ; কিন্তু পরিশ্রম তাহা সহজ করিয়া দেয়।"

(৯) "অদ্য যাহা করিতে পার, কল্যকার জন্য তাহা রাখিও না ; কারণ, কল্য তোমার আয়ত্তাধীন নহে।"

(১০) "পরিশ্রমই বাস্তবিক জীবন ; কারণ, ইহার অভাবে কেহই জীবন ধারণ করিতে পারে না।"

(১১) "মনুষ্যজাতি যে কোন মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, পরিশ্রমই তাহার মূল।"

(১২) "নিষ্কর্ম্মা সময়ের ন্যায় মহানিষ্টকারী আর কিছুই নাই।

(১৩) "আলস্য শরীর ও মনের শক্তিনাশক বিষস্বরূপ—সকল দোষের আকর এবং সয়তানপ্রদত্ত সপ্ত মহাপাপের একটী প্রধান পাপ।"

(১৪) "আগামী কল্যকার জন্য কোন কার্য্য রাখিও না কারণ, কল্যকার সূর্য্যোদয় যে তুমি দেখিবে তাহার বিশ্বাস কি ?"

(১৫) "পরিশ্রমী ব্যক্তিকে ইচ্ছা করিতে হয় না, সুখ স্বচ্ছন্দতা আপনা হইতেই তাহার নিকটে আইসে ; পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি স্বরূপ।"

(১৬) "সম্পদের পথ বাজারের পথের ন্যায় সোজা ও সর্ব্বজনপরিচিত। ইহা দুইটী ক্ষুদ্র কথার উপর নির্ভর করে—"পরিশ্রম" ও "মিতব্যয়"।

(১৭) "এক সময়ে একাধিক কার্য্যে হাত না দিয়া, ক্রমে এক একটি কারিয়া কার্য্য সম্পাদন করিবে।

(১৮) "যে কার্য্য নিজে করিতে পার, তাহার ভার কখনও অন্যের উপরে দিবে না।"

তৃতীয় উপদেশ।

পতিরপ্রতি কর্ত্তব্য।

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূয়তে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥"—মনু।

"The utmost blessing that God can confer on a man is the possession of a good and pious Wife with whom he may live in peace and tranquillity—to whom he may confide his whole possessions even his life and welfare"—*Luther*.

"স্ত্রী গৃহের গৃহিণী, তৃষ্ণায় তৃপ্তিদায়িনী, সুখালাপে পরিতোষিণী, মর্য্যাদাপালনে কুটুম্বিনী, সেবায় আজ্ঞাকারিণী, বিষয়কর্ম্মে মন্ত্রিণী, সৎকর্ম্মে সহকারিণী, বিপদতরঙ্গে তরণী, শোকব্যথায় সন্তাপহারিণী, রোগশয্যায় স্বাস্থ্যরক্ষিণী, দেবগৃহে শুভার্থিনী এব সমস্তজীবনপথে সঙ্গিনী॥"—নারীনীতি।

সুশীলে! মনু বলিয়াছেন, "কন্যা যাবৎ পতিমর্য্যাদা এবং পতি-সেবা অজ্ঞাত থাকিবে,—যেকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্ম শাসন না জানিবে, পিতা তাবৎ কাল কন্যা সম্প্রদান করিবেন না।" ইহা হইতে সহজেই বোঝা যাইতেছে যে, বিবাহের পূর্ব্বেই কন্যাকে তাহার কর্ত্তব্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া পিতা মাতার অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ কাল যেরূপ অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ হইতেছে, তাহাতে বিবাহের পূর্ব্বে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর নহে। পাঁচ বৎসরের অধিক হইতে চলিল, তোমার বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু আজ পর্য্যন্তও

"পতির প্রতি কর্ত্তব্য" বিষয়ে তোমাকে কোন কথা বলিতে পারি নাই। শাস্ত্রানুসারে নারীর পতিই ধর্ম্ম এবং পতির সেবাই তাহার প্রধান কর্ম্ম।

বৃহৎপরাশর-সংহিতায় লিখিত আছে ;—"জীবনে মরণে পতিই স্ত্রীর প্রভু। পতি ভিন্ন স্ত্রীর অন্য দেবতা নাই। অতএব স্ত্রী পতিকেই প্রভুভাবে অর্চ্চনা করিবে।" (১) আবার ব্যাসদেব বলেন ;— "যে স্ত্রী পতিকে দেবতাজ্ঞানে তাঁহার পরিচর্য্যা করেন, তিনি ইহলোকে যশস্বিনী ও কল্যাণভাগিনী হন এবং মৃত্যুর পরেও তিনি পতির সহিত একলোকে বাস করেন।" মহাভারতে লিখিত আছে ;—সাধ্বী স্ত্রী পতিকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিবেন এবং সেই ভাবে পতির সেবা পরিচর্য্যা করিবেন। পতিব্রতা এবং পতিপরায়ণা স্ত্রীই পুণ্যবতী। পতিই স্ত্রীর দেবতা, বন্ধু এবং একমাত্র গতি।"(২)

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে লিখিত আছে ; "শরীর, মন এবং বাক্য দ্বারা যিনি সর্ব্বদা পতিকে সন্তুষ্ট করেন, তিনি ব্রহ্মপদলাভে সমর্থ হন।" (৩)

১। **গৃহস্থাশ্রমের প্রথম দৃশ্য বিবাহ।** প্রেমের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি দাম্পত্য প্রণয়ে ; এই উপায়ে দুইটী আত্মা—দুইটী হৃদয়

---

(১) জীবন্ বাপি মৃতো বাপি পতিরেব প্রভুঃ স্ত্রিয়াং।
নান্যচ্চ দেবতা তাসাং তমেব প্রভুমর্চ্চয়েৎ॥"
বৃহৎ পরাশর-সংহিতা।

(২) "দেববৎ সততং সাধ্বী ভর্ত্তারমনুপশ্যতি।
শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাং চ দেবতুল্যাং প্রকুর্ব্বতি॥
পতিব্রতা পতিপ্রাণা সা নারী ধর্ম্মভাগিনী।
পতির্হি দেবো নারীনাং পতির্বন্ধুঃ পতির্গতিঃ॥"—মহাভারত।

(৩) কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বদা প্রিয়কর্ম্মভিঃ।
যা প্রীতয়তি ভর্ত্তারং সৈব ব্রহ্মপদং লভেৎ॥"

এক হইয়া একটী পূর্ণমনুষ্য গঠিত হয়। ইহাই জীবাত্মার প্রথম যোগ ; স্বার্থপর মনুষ্যকে নিস্বার্থ বা পরার্থপর করিবার প্রথম ও প্রধান উপায়। সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ, সমাজ এই দাম্পত্য প্রণয়ের অদৃশ্য বন্ধনেই বদ্ধ রহিয়াছে। প্রকৃত দাম্পত্যপ্রণয় স্বর্গীয় সামগ্রী—দেবতাদিগেরও বাঞ্ছিত। নিস্বার্থ ভালবাসা ইহার জীবন, পরার্থপরতা ইহার স্বভাব।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে লিখিত আছে ;—প্রজাপতি (ব্রহ্মা) স্বয়ং দ্বিধা বিভক্ত হইয়া, একাংশে পতি আর অপরাংশ দ্বারা পত্নীর সৃষ্টি করিয়াছেন।” (১) আবার ব্যাসদেব তাহার সংহিতায় লিখিয়াছেন ;— “পুরুষ যে পর্য্যন্ত জায়া অর্থাৎ স্ত্রী লাভ না করে, তাবৎ কাল অর্দ্ধ থাকে।” (২) অতএব বিবাহের মূল দুই অর্দ্ধাংশের মিলন দ্বারা একটী পূর্ণ মনুষ্যের গঠন। কি মহৎ ভাব! বিবাহ অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের মিলনের কি উচ্চ আদর্শ! ব্রহ্মা স্বয়ং দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পুনর্মিলন। সুতরাং হিন্দুর বিবাহ একটা চুক্তি বা অঙ্গীকার নহে, প্রজাপতির বিধান।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার বিশ্বকোষে লিখিয়াছেন ;—“বিবাহ এক মহাযজ্ঞ, স্বার্থই ইহার আহুতি, নিষ্কাম ধর্ম্মলাভই এই যজ্ঞের চরম ফল। পবিত্রতম মন্ত্রময় যজ্ঞই হিন্দু বিবাহের একমাত্র পদ্ধতি ; যজ্ঞের অনলে এই বিবাহের আরম্ভ, কিন্তু শ্মশানের অনলেও এই বিবাহ-বন্ধন বিনষ্ট করিতে পারে না। কেননা, শাস্ত্রের অনুশাসন এই যে, স্বামীর মৃত্যু হইলে সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পতিলোক গমনের সাধনায় কালাতিপাত করিবেন। সুতরাং হিন্দুর

(১) “স ইমমেবাত্মানং দ্বৈধাপয়েৎ।
ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্॥”
বৃহদারণ্যকোপনিষদ্।

(২) যাবন্ন বিন্দতে জায়াং
তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।”—ব্যাস-সংহিতা।

বিবাহ স্ত্রীপুরুষের সংযোগের একটী সামাজিক রীতি নহে, ইন্দ্রিয় বিলাসের সামাজিক বিধিনির্দ্দিষ্ট নির্দ্দোষ উপায় নহে, অথবা গার্হস্থ্যধর্ম্মের নিমিত্ত স্ত্রীপুরুষের একটী সামাজিক বন্ধন বা Contract নহে, ইহা একটী কঠোর যজ্ঞ এবং হিন্দু-জীবনের একটী মহাব্রত। এতদ্বারা স্বামী নবোঢ়া পত্নীকে বিবাহ সংস্কারের সময়ে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার সমক্ষে প্রসন্ন-গম্ভীর নিনাদে বলিয়া দিতেছেন, 'প্রিয়তমে! তোমাকে কেবল আমার সেবা বা সুখের নিমিত্ত গ্রহণ করিতেছি না, তুমি আমার পিতার সেবা করিবে, আমার মাতার সেবা করিবে, আমার ভগিনী ও ভ্রাতাদিগের সেবা করিবে।" (১)

সুশীলে! আমাদের উভয়েরই যথাবিধি বিবাহ হইয়াছে; সুতরাং আমরাও একদিন, বিবাহরূপ যজ্ঞের অংশভাগিনী ছিলাম। কিন্তু তৎকালে সেই বিবাহ-মন্ত্র দ্বারা আমাদিগের নিকট গার্হস্থ্যজীবনের যে সকল উচ্চ আদর্শ উপস্থিত করা হইয়াছিল, আমরা তাহা কিছুমাত্র জানিতে ও বুঝিতে পারি নাই। বাহিরের আড়ম্বর বা আমোদ আহ্লাদই বিবাহের কার্য্য বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু তৎপরে ক্রমে জানিতে এবং বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা বালকবালিকার আমোদ প্রমোদ বা ধুলাখেলা নহে, মানবের জীবনব্রত—এক মহাযজ্ঞ। তাই বিবাহের মন্ত্রাদি হইতে, বিবাহ বন্ধনের দায়ীত্ব এবং গুরুত্ব সম্বন্ধে আজ তোমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

বিবাহের মন্ত্রের এক স্থানে আছে;—"যেমন এই ধ্রুবলোক চিরস্থায়ী, এই পৃথিবী চিরস্থায়িনী, এই পরিদৃশ্যমান চরাচর চিরস্থায়ী এবং এই পর্ব্বতমালা চিরস্থায়ী, তদ্রূপ এই স্ত্রীও পতিগৃহে চিরস্থায়িনী হউন।" (২)

(১) বিশ্বকোষ—পতিধর্ম্ম-বিবাহ।

(২) ওঁ ধ্রুবা দ্যৌঃ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ।
ধ্রুবা সপর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্"

আর একস্থলে পতি পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ;—"হে বধূ! এই গৃহে তোমার মতি স্থির হউক, এই গৃহে তুমি সানন্দে কালযাপন কর, আমাতে তোমার মতি স্থির হউক, আত্মীয়গণের সহিত তোমার মিলন হউক, আমাতে তোমার আসক্তি হউক, আমার সহিত তুমি সানন্দে কালযাপন কর।" (১)

বৎসে! অনেক দিন হয় আমাদের বিবাহ হইয়াছে ; সুতরাং এইক্ষণে সেই গত কথায় বিস্তৃত সমালোচনা করিতে গেলে, তোমার বিরক্তির কারণ হইতে পারে, এই বিবেচনায় বিবাহের মন্ত্রাদি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আর কয়েকটি কথা বলিয়াই এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

পাণিগ্রহণ কালে বর কন্যার হস্তধারণ করিয়া যে মন্ত্র উচ্চারণ করে তাহার মর্ম্মার্থ এই যে ;—"হে কন্যে! ভগঃ, অর্য্যমা, সবিতা এবং পুরন্ধ্রী প্রভৃতি দেবতারা তোমাকে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনার্থে আমায় সমর্পণ করিয়াছেন ; তুমি আমার সহিত আমরণ জীবিত থাকিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম আচরণ করিবে ; আমি এই সৌভাগ্যের নিমিত্ত তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি।"(২)

হে কন্যে! তোমার দৃষ্টিতে যেন কাহারও অমঙ্গল না হয়, তুমি যেন পতিঘাতিনী না হও, তুমি পশুদিগের সুখকারিণী হও; সহৃদয়া তেজস্বিনী পুত্রপ্রসবিনী, জীবিতপুত্রশালিনী, পঞ্চমহাযজ্ঞানুকুলা এবং সকলের সুখদায়িনী হও।"

হে কন্যে! আমার কার্য্যে তোমার মন থাকুক, তোমার চিত্ত আমার

(১) "ইহ ধৃতিরিহ স্বধৃতিরিহ রতিরিহ রমস্ব।
মযি ধৃতির্ময়ি স্বধৃতির্ময়ি রমোময়ি রমস্ব।"

(২) ওঁ গৃভ্নামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথা সঃ।
ভগোঽর্য্যমা সবিতা পুরন্ধ্রীর্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ॥—বিবাহমন্ত্র।

চিত্তের অনুরূপ কর অর্থাৎ আমাদের উভয়ের হৃদয়ের ঐক্য হউক। তুমি অনন্যমনা হইয়া আমার বাক্যের অনুসরণ কর। বৃহস্পতি তোমাকে আমার আনন্দ বর্দ্ধনার্থে নিযুক্ত করুন।" (১)

সপ্তপদী গমনকালে বর কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া যে সাতটী মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই ;—"প্রথম পাদনিক্ষেপ জন্য বিষ্ণু তোমার অভিলাষ পূর্ণ করুন। দ্বিতীয় পাদনিক্ষেপ জন্য বিষ্ণু তোমাকে বলশালিনী করুন। তৃতীয় পাদনিক্ষেপ হেতু বিষ্ণু তোমাকে ব্রত ও যজ্ঞানুষ্ঠানে নিযুক্ত করুন। চতুর্থ পাদনিক্ষেপ জন্য বিষ্ণু তোমাকে উৎকৃষ্ট সৌখ্য প্রাপ্তির উপায় বিধান করুন। পঞ্চম পাদনিক্ষেপ জন্য বিষ্ণু তোমাকে পশুশালিনী করুন। ষষ্ঠ পাদনিক্ষেপ হেতু বিষ্ণু তোমাকে ধনশালিনী করুন এবং সপ্ত পাদনিক্ষেপ হেতু বিষ্ণু তোমাকে উৎকৃষ্ট ঋত্বিক প্রদান করুন।"

তৎপরে বর কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলেন ;—"হে কন্যে! তুমি আমার সখী হও, আমার সহচারিণী হও এবং আমাকেও তোমার সখা কর। অন্যকর্ত্তৃক যেন আমাদের সখ্য ছিন্ন বা বিনষ্ট না হয়। সুলক্ষণা, সাধ্বী স্ত্রীগণের সহিত তোমার বন্ধুত্ব হউক।"

গ্রন্থিবন্ধন সময়ে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহাতেও আদর্শ স্থানীয়া রমণীগণের কার্য্যের অনুকরণ জন্য তাঁহাদিগের নাম স্মরণ করাইবার ব্যবস্থা আছে। যথা ;—"ইন্দ্রের যেমন ইন্দ্রানী, অগ্নির যেমন স্বাহা, চন্দ্রের যেমন রোহিণী, নলরাজের যেমন দময়ন্তী, সূর্য্যের যেমন ভদ্রা, বশিষ্ঠের যেমন অরুন্ধতী এবং নারায়ণের যেনন লক্ষ্মী গুণবতী ও যথাযোগ্যা

---

(১) "ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তং অনুচিত্তং তেহস্তু।
মমবাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যম্।"

পত্নী। হে কন্যে! তুমি তদ্রূপ তোমার পতির উপযুক্তা পত্নী হও।" (১)

আবার গুরুজনেরা নববিবাহিতা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিবার কালে বলিয়া থাকেন ;—"ছায়া যেমন দেহের, জ্যোৎসনা যেমন চন্দ্রের, সৌদামিনী যেমন জলধরের অনুগমন করে। হে কন্যে! তুমিও তদ্রূপ নিয়ত তোমার পতির অনুগামিনী এবং জীবনেও মরণে তাহার সহচরী হও।"

সুশীলে! দাম্পত্য প্রণয়ের মূল ভালবাসা। কিন্তু "ভালবাসা," এটী বড় শক্ত কথা ; কারণ, ইহার ভিতরে স্বর্গ, আবার ইহার ভিতরেই নরক। নিস্বার্থ ভালবাসা কি? তুমি আমাকে ভালবাস, অতএব আমিও তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমার সুখের জন্য চেষ্টা কর, তাই আমিও তোমার সুখের জন্য যত্ন করি ; এ গুলি নিস্বার্থ ভালবাসার লক্ষ্মণ নহে। প্রকৃত প্রণয়ের মূলে "অতএব", "যেহেতু" প্রভৃতি থাকিতে পারে না। তুমি আমাকে কেন ভালবাসিতেছ, তাহা তুমি বুঝিতেছ না, অথচ না ভালবাসিয়া থাকিতে পার না ; তুমি আমার নিকটে থাকিলে সুখী হও, অথচ বুঝিতেছ না কেন সুখ হইতেছে ; এইরূপ ভাবই প্রকৃত ভালবাসার লক্ষ্মণ।

হর-পার্ব্বতী, রাম-সীতা, নল-দময়ন্তী এবং সাবিত্রী-সত্যবান প্রভৃতির ভালবাসা দাম্পত্য প্রণয়ের উৎকৃষ্ট আদর্শ। পার্ব্বতী দক্ষালয়ে পতিনিন্দায় প্রাণত্যাগ করিয়া, সীতা রাজকন্যা ও রাজকুল-বধূ হইয়াও পতিসহ বনে গমন করিয়া, দময়ন্তী পতির অনুসরণে বনবাসিনী হইয়া এবং সাবিত্রী সত্যবানের মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া, দাম্পত্য প্রণয়ের যে অপূর্ব্ব আদর্শ

(১) ওঁ যথেন্দ্রানী মহেন্দ্রস্য স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ।
রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথা নলে।
যথা বৈবস্বতি ভদ্রা বশিষ্ঠে চাপ্যরুন্ধতী।
যথা নারায়ণে লক্ষ্মী তথা ত্বং ভব ভর্ত্তরি॥"—বিবাহ-মন্ত্র।

দেখাইয়াছেন, জগতে তাহা অতুলনীয়। এজন্য তাঁহারা মানবী হইয়াও দেবীরূপে পূজনীয়া।

একের দ্বারা অপরের শারীরিক ও মানসিক সুখবৃদ্ধি হয়, সাংসারিক অভাব মোচন হয়, অথবা কার্য্যকর্ম্মের সাহায্য হয়, তজ্জন্য যে ভালবাসা, তাহা স্বার্থমূলক ভালবাসা। কিন্তু সংসারে এরূপ ভালবাসাই অধিক, তাই ভালবাসার নামে বহুবিধ অনর্থ ঘটিতেছে—স্বামী স্ত্রীতে, পিতায় পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় এবং ভ্রাতায় ভগিনীতে মতান্তর ও বিবাদ বিসম্বাদ হইতেছে, ভালবাসার স্থান হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি অধিকার করিয়া লইতেছে, এবং মিত্রতা শত্রুতায় পরিণত হইতেছে।

দাম্পত্যপ্রেমেই প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমের বিকাশ, ইহাই জগতে প্রেম শিক্ষাদিবার প্রথম এবং প্রধান সোপান। প্রকৃত দাম্পত্য প্রেম আধ্যাত্মিক, শারীরিক বা সামাজিক নহে। শারীরিক সুখসাধন এবং অসার আমোদ-প্রমোদ সম্ভোগ যে প্রণয়ের লক্ষ্য, বা বাহ্যসৌন্দর্য্য স্পৃহা যাহার মূলে, তাহা অতি অসার এবং ক্ষণভঙ্গুর। উহা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ধ্বংস এবং মৃত্যুর সঙ্গেই বিলয় হয়। আধ্যাত্মিক প্রেমই যথার্থ প্রেম, সে প্রেমের ধ্বংস নাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রেমিক দম্পতির পবিত্রাত্মা অনন্তকাল সেই প্রেমসুধা সম্ভোগ করে। এই পবিত্র প্রেম নিত্য নবরসে দম্পতি-হৃদয়কে প্লাবিত করে। যে সকল নরনারী কেবল সামাজিক নিয়মে পতি-পত্নীভাবে আবদ্ধ হইয়া একত্র বাসকরে, তাহারা প্রকৃত দাম্পত্য-সুখ সম্ভোগে সমর্থ হয় না। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে যে ভালবাসা চলিয়া যায়, সে ভালবাসা পাশব, তাহা কেবল ইন্দ্রিয় সুখাসক্তি মাত্র। যৌবন অবস্থাতেই হউক, আর বৃদ্ধাবস্থাতেই হউক, কোন অবস্থাতেই প্রকৃত দাম্পত্য প্রেমের হ্রাস হয় না; বরং তাহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া প্রণয়ের গভীরতা জন্মায়।

প্রণয়ের প্রধান ধর্ম্ম দুই হৃদয়ের সম্মিলন ও একীকরণ। মনুষ্য মাত্রেই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র; সুতরাং সেই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র দুইটী জীবনের একীকরণ সহজ ব্যাপার নহে। দুইজনের একলক্ষ্য, একভাব, একধর্ম্ম, এবং বয়স ও অবস্থা সমান না হইলে, প্রকৃত মিলন সম্ভবপর নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পশুতে ও মনুষ্যে যত প্রভেদ, অনেকস্থলে স্ত্রী ও পুরুষে ততোধিক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সম্মান নাই, স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার নাই। স্ত্রীজাতি অধিকাংশ স্থলেই ক্রীতদাসীর ন্যায় ব্যবহৃত হইতেছেন; আর পুরুষেরা যদিচ্ছা উচ্ছৃঙ্খল ভাবে বিচরণ করিতেছেন। এইরূপ বৈষম্য বিদূরিত না হইলে প্রকৃত প্রণয় অসম্ভব।

বৎসে! পুরুষদিগের দোষেই যে আমরা উপরোক্তরূপে অসম্মানিত ও অনাদৃত হইতেছি এরূপ মনে করিও না। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবই আমাদিগের এইরূপ হীনাবস্থার কারণ।

২। **পতির ভালবাসাই নারীর সৌভাগ্য**—পতির প্রতি পত্নীর কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রাচীন আর্য্যগণের যেরূপ জ্ঞান ছিল এবং তাঁহারা এবিষয়ে যতদূর আলোচনা করিয়াছেন; বোধ হয়, পৃথিবীর অপর কোনও জাতি এযাবৎ ততদূর কল্পনা করিতেও সমর্থ হয়েন নাই। শাস্ত্রমতে—"পতির ভালবাসাই নারীর সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্য। যিনি সেই ভালবাসা হইতে বঞ্চিত, তিনি পরম দুর্ভাগিনী, তাহার মুখ দেখিলেও অধর্ম্ম হয়। পক্ষান্তরে যিনি পতির ভালবাসা লাভে সমর্থা, তিনিই পরম সৌভাগ্যশালিনী। তিনি যে যে স্থানে পাদবিক্ষেপ করেন, পৃথিবীর সেই সেই স্থান পাপমুক্ত হয়।"

মনু বলিয়াছেন;—"স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র যজ্ঞ, ব্রত বা উপবাস নাই, স্বামীর শুশ্রূষা করিলেই তাহার স্বর্গে প্রতিপত্তি হয়।"(১) আর একস্থলে লিখিত

(১) নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিং শুশ্রূয়তে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥—মনু।

আছে, "যে রমণী স্বামী জীবিত থাকিতে উপবাসাদি ব্রতাচরণ করে, সে স্বামীর আয়ু হরণ করে এবং নরকে গমন করে। গৃহবাস সুখের জন্য, সে সুখের পত্নীই মূল, সেইপত্নী বিজ্ঞা বিনয়বতী ও স্বামীর বশানুর্গা হওয়া একান্ত আবশ্যক। রমণী যদি সর্ব্বদা খিন্না হয়েন, অথবা যদি উভয়ের একমন না হয়, তদপেক্ষা দুঃখ আর নাই।"

সুশীলে! পতিই পত্নীর একমাত্র গতি ও অবলম্বন এবং পতির ভালবাসাই যে তাহার সুখ-সৌভাগ্যের মূল একথা শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা বুঝান অনাবশ্যক; কেননা, সংসারে পতির ভালবাসা পাইতে কেনা ইচ্ছা করে? কোন্ রমণী পতির ভালবাসারূপ সৌভাগ্য লাভে অনিচ্ছুক? অতএব কি উপায়ে বা কিরূপ ব্রতাচরণ করিলে, সেই সৌভাগ্যলাভ করা যায়, তাহাই আমাদিগের আলোচ্য বিষয়। যাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ, জীবনে জীবন এবং অভাবে জীবন্মৃত হইতে হয়, জীবনের সেই একমাত্র অবলম্বন ও আশ্রয় পতিরপ্রতি কর্ত্তব্যের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা বা সংখ্যা করা যায় না। তথাপি সাধারণ ভাবে এবিষয়ে তোমাকে কয়েকটী কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আশা করি, তুমি তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে, পতির ভালবাসায় কথনই, বঞ্চিত হইবে না।

৩। **পতির অর্চ্চনা।** পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শাস্ত্রানুসারে স্বামীর সেবা ভিন্ন স্ত্রীর অন্যব্রত নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে পতিকে দেবতাজ্ঞানে অর্চ্চনা অর্থাৎ পূজা করিবার নিম্নলিখিত মত বিধান আছে। যথা;—পতিকে নির্ম্মল পবিত্র জলে স্নান ও ধৌতবস্ত্র পরিধান করাইয়া, সানন্দচিত্তে তাঁহার পদপ্রক্ষালন করাইয়া দিবে। পরে তাঁহাকে আসনে বসাইয়া তাঁহার কপালে চন্দন, সর্ব্বাঙ্গে গন্ধদ্রব্যলেপন এবং গলদেশে পুষ্পমালা পরিধান করাইয়া, তৎপরে বিবিধ ভোগ্যবস্তু দ্বারা, "ওঁ নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় স্বাহা," এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভক্তিভরে পতির অর্চ্চনা করিবে।

পতির অর্চ্চনাকালে শাস্ত্রানুসারে নিম্নলিখিত স্তোত্র পাঠেরও ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, যথা ; —

"ওঁ নমঃ কান্তায় শান্তে চ শিবচন্দ্রস্বরূপিণে।
নমঃ শান্তায় দান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় চ।
নমো ব্রহ্মস্বরূপায় সতীপ্রাণপরায় চ।
নমস্যায় চ পূজ্যায় হৃদাধারায় তে নমঃ॥
পঞ্চপ্রাণাধিদেবায় চক্ষুষস্তারকায় চ॥
জ্ঞানাধারায় পত্নীনাং পরমানন্দরূপিণে॥
পতির্ব্রহ্মা পতির্বিষ্ণুঃ পতিরেব মহেশ্বরঃ।
পতিশ্চ নির্গুণাধারো ব্রহ্মরূপ নমোঽস্তু তে॥
ক্ষমস্ব ভগবন্ দোষং জ্ঞানাজ্ঞান কৃতাকৃতাৎ
পত্নীবন্ধো! দয়াসিন্ধো! দাসীদোষং ক্ষমস্ব চ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

"হে স্বামীন্, তুমি হরশিরস্থিত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও পবিত্র। তুমি শমদমাদি গুণালঙ্কৃত। তোমাকে সর্ব্ব দেবতারা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। তুমি ব্রহ্মস্বরূপ, তুমি সতীর প্রাণ হইতেও প্রিয়। তুমি নমস্য; তুমি পূজ্য এবং তুমি আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা। তুমি আমার পঞ্চপ্রাণের প্রাণ বা কর্ত্তা এবং চক্ষুর তারকাস্বরূপ। তুমি জ্ঞানময়, পত্নীর পরম আনন্দদায়ক। তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু এবং তুমিই মহেশ্বর। তুমি নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। হে ভগবন্ হে দয়াসিন্ধু, হে পত্নীবৎসল, তুমি আমার জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত দোষ মার্জ্জনা কর। আমি তোমার দাসী এই মনে করিয়া আমায় দোষ গ্রহণ করিও না।"

সুশীলে! পতিভক্তি এবং পতিসেবার ইহাই একমাত্র বিধি বিধান নহে। সাবিত্রীর ব্রতাচরণও হিন্দুরমণীগণের পতিসেবার অপর উজ্জ্বল

দৃষ্টান্ত। আবার মহাভারতেও আছে ; সাধ্বী স্ত্রী পতিকে সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় সেবা ও পরিচর্য্যা করিবেন।" (১)

৪। **পতির প্রিয়কার্য্য সাধন ও প্রীতি সম্পাদনে সতত যত্নবতী থাকিবে।** যে কার্য্য তাঁহার প্রিয়, যাহা সম্পাদিত হইলে তিনি সুখী ও সন্তুষ্ট হয়েন, সাধু ও সৎ হইলে, তৎসম্পাদনে যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইও না। স্বামী পরিশ্রান্ত হইয়া গৃহে আসিলে যাহাতে তোমার সহাস্যবদন, মধুরসম্ভাষণ এবং শ্রান্তি-দূরীকরণোপযোগী আয়োজন দেখিয়া, পরিশ্রমের ক্লেশ ভুলিয়া যাইতে পারেন, তাহা করিবে। তিনি কার্য্য উপলক্ষে গৃহ হইতে বাহির হইবার সময়ে, বিশেষতঃ কার্য্যস্থল হইতে গৃহাগতকালে, তুমি তাহার সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে সতত চেষ্টিত থাকিবে। কোনও কারণে তিনি অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হইয়া কোন অন্যায় কথা বলিলেও তখন নিরুত্তর থাকিবে। স্বহস্তে আহার্য্য প্রস্তুত ও প্রদান করিবে। অবস্থার অনধীন না হইলে, বিশুদ্ধ সঙ্গীত বা সৎপ্রসঙ্গ দ্বারা পতির শ্রান্তিদূর করতঃ সুখবর্দ্ধনে কুণ্ঠিত হইবে না।

একদা সত্যভামা দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ;—"আপনি কি কৌশলে বা মন্ত্রবলে স্বামী বশীভূত করিয়াছেন, আমাকে বলুন।" তদুত্তরে দ্রৌপদী বলিয়াছিলেন, "আমি কোন কৌশল বা মন্ত্রবলে স্বামী বশীভূত করি নাই। দ্রব্যগুণ বা মন্ত্রবলে স্বামী বশীভূত করা যায় না। আমি কাম ক্রোধ এবং অহঙ্কারাদি পরিহার পূর্ব্বক সততঃ পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের অন্যান্য স্ত্রীদিগের পরিচর্য্যা করি। অভিমান পরিহার পূর্ব্বক

(১) দেববৎ সততং সাধ্বী ভর্ত্তারমনুপশ্যতি।
শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাং চ দেবতুল্যং প্রকুর্ব্বতি॥—মহাভারত।

প্রণয় প্রকাশ করিয়া একমনে পতিগণের চিত্তানুবর্ত্তন করি। আমি প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জন, স্বহস্তে পাক, যথাসময়ে আহার্য্য প্রদান এবং সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি। দুষ্টাস্ত্রীর সহিত কখনও সহবাস করি না, তিরস্কার বাক্য মুখেও আনি না, সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্যশূন্য হইয়া কালযাপন করি। পরিহাস সময় ব্যতীত হাস্য করি না, দ্বারে বা অপরিষ্কৃত স্থানে কিম্বা গৃহোপবনে বাস করি না। অতিহাস্য ও অতিরোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্যে নিরত হইয়া নিরন্তর ভর্ত্তৃগণের সেবা করা ভিন্ন, এক মুহূর্ত্ত সময়ও সুখী থাকি না। উপদেশানুসারে অলঙ্কৃত ও প্রযত হইয়া স্বামীর হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকি।”

৫। যে সয় সে রয়। বলিতে গেলে, উগ্রতা পুরুষের ধর্ম্ম; সুতরাং নারী-হৃদয়ের কোমলতা দ্বারা সেই উগ্রতার সমতা বা হ্রাস করিতে হয়। স্বামী কোন কারণে রুক্ষ বা কর্কশ ব্যবহার করিলে, কিম্বা রাগত হইয়া তিরস্কার করিলে, তৎপ্রতিবিধানার্থে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ না করিয়া, নীরবে ও বিনীতভাবে তাহা সহ্য করিবে। সহিষ্ণুতা নারী-হৃদয়ের একটী প্রধান গুণ। পৃথিবীর সহ্যগুণ থাকাতে যেমন যাবদীয় পদার্থ পৃথিবীকে অবলম্বন করিয়া আছে, তেমন নারী-হৃদয়ের সহ্যগুণ আছে বলিয়াই স্বামী এবং পুত্রকন্যাদি পরিবারবর্গ তাহাকে অবলম্বন করিয়া বাস করে। যে রমণী এই গুণে বঞ্চিতা, তিনি স্বামীর সৌভাগ্যলাভে নিশ্চয়ই অসমর্থা। মহাভারতে আছে;—“পতি রাগান্বিত হইয়া কটু কথা কহিলেও যে রমণী সহাস্যবদনে তাহা সহ্য করিতে পারেন, তিনিই পতিব্রতা। (১)

এবিষয়ে একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। কোন পরিবারে সতত

(১) পরুষাণ্যাপি চোক্তা যা দৃষ্টা ক্রুদ্ধেণ চক্ষুষা।
সুপ্রসন্নমুখী ভর্ত্তুর্যানারী সা পতিব্রতা॥—মহাভারত।

কলহ-বিবাদ হইত। স্বামী গৃহে আসিলেই স্ত্রীকে নানা প্রকারে তিরস্কার ও অপমান করিতেন, স্ত্রীও তাহার প্রত্যুত্তর প্রদানে ত্রুটি করিতেন না; সুতরাং মুহূর্ত্তের জন্যও সেই গৃহে দম্পতি-কলহের বিরাম হইত না। গৃহিণী বিবাদে পরাস্ত ও অনন্যোপায় হইয়া, পরিশেষে স্বামীকে মন্ত্রবলে বশীভূত করিবার অভিপ্রায়ে এক ওঝায় নিকট ইহার প্রতিকারের উপায় প্রার্থনা করিলেন। কারণ, রমণীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ওঝার মন্ত্রে তাহার স্বামী বশীভূত হইবেন। তিনিও রমণীর এই বিশ্বাস স্থিরতর রাখিবার জন্যই একপাত্র জল মন্ত্রপূত করিয়া দিয়া বলিলেন;—"তোমার স্বামী গৃহে আসিবামাত্রই ইহার কতক জল মুখে রাখিবে এবং তিনি বিশ্রামসুখ সম্ভোগ না করা কাল পর্য্যন্ত মুখের জল কখনও ফেলিবে না। ক্রমাগত এক সপ্তাহ কাল এই নিয়ম অনুসারে চলিলে, স্বামী নিশ্চয়ই বশীভূত হইবেন।" এই কৌশলে রমণী এক সপ্তাহ কাল স্বামীর সকল কথা নীরবে সহ্য করিতে বাধ্য হইলেন। পক্ষান্তরে, স্ত্রীর এতদ্রূপ সহ্যগুণ দেখিয়া, সেই কর্কশ স্বভাব স্বামীরও স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল। বলিতে কি, অচিরকালমধ্যে তাহাদের অশান্তিপূর্ণ গৃহে শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। তাই কথায় বলে, "যে সয় সেই রয়।"

বাইবেলে আছে,—"যিনি আপনাকে জয় করিতে পারেন, তিনি দিগ্‌বিজয়ী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর।" বস্তুতঃ; আত্মসংযমের তুল্য গুণ আর নাই। এরূপও দেখা যায়, একমাত্র স্ত্রীর সহিষ্ণুতা এবং ভালবাসার গুণে নিতান্ত দুর্ব্বৃত্ত এবং ঘোরঅত্যাচারী স্বামীও বশীভূত এবং চরিত্রবান সাধু হয়। যে স্ত্রী অত্যাচারী স্বামীর উৎপীড়ন সহ্য করিয়া, প্রেম ও সেবা দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত এবং দুষ্ক্রিয়া হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত পতিপরায়ণা ও আদর্শস্থানীয়া গৃহিণী।

৬। **স্ত্রীর নামান্তর ভার্য্যা।** সুশীলে! প্রাচীন শাস্ত্রকরেরা

ভার্য্যার কর্ত্তব্য কার্য্যের দায়ীত্ব এবং গুরুত্ব বিবেচনায়, সংসারে নারীজাতির যেরূপ উচ্চস্থান নির্দ্দেশ এবং তাহাদিগের প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদিগের বর্ত্তমান হীনাবস্থার তুলনা করিলে অবাক্ হইতে হয়।

মহাভারতে লিখিত আছে ;—"ভার্য্যাই মনুষ্যের অর্দ্ধাংশ এবং শ্রেষ্ঠতম সখা। ভার্য্যা ধর্ম্মার্থকাম ত্রিবর্গসাধন ও মুক্তির মূল। যাহার ভার্য্যা আছে, সেই ব্যক্তিই ক্রিয়াশীল, সৌভাগ্যশালী এবং লক্ষ্মীযুক্ত। বস্তুতঃ, ভার্য্যাই গৃহের মূলাধার। ভার্য্যাহীন গৃহ আর বন সমান ; কারণ, গৃহে গৃহিণী থাকিলেই তাহাকে গৃহ বলে, আর তাহার অভাবে গৃহ প্রকৃত গৃহ বলিয়া উক্ত হয় না। ভার্য্যাহীন ব্যক্তি দৈব এবং পিতৃ কার্য্যাদিতেও অনধিকারী অর্থাৎ অশুচি। এমন কি, ভার্য্যাহীনব্যক্তি কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহার ফলভোগী হয় না।" (১)

গারুড় নীতিসার নামক প্রাচীন গ্রন্থে আছে ;—"গৃহকার্য্যেনিপুণ, প্রিয়বাদিনী, পতিপ্রাণা এবং পতিপরায়ণা স্ত্রীই প্রকৃত ভার্য্যা। সতত ধর্ম্মকর্ম্মে নিযুক্তা, জ্ঞানার্থিনী, প্রিয়বাদিনী, পতির প্রমোদকারিণী, পিতৃ ও দৈবকার্য্যেতৎপরা এবং সকল সৌভাগ্যবৃদ্ধিকারিণী ভার্য্যা যাহার

(১) অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥
ভার্য্যাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ সভার্য্যা গৃহমোধিনঃ।
ভার্য্যাবন্তঃ প্রমোদন্তে ভার্যাবন্তঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ॥
ভার্য্যাশূন্যা বনসমাঃ সভার্য্যাশ্চ গৃহাঃ সদা।
গৃহিণী চ গৃহং প্রোক্তং ন গৃহং গৃহমুচ্যতে॥
অশুচিঃ স্ত্রীবিহীনশ্চ দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি।
যদহ্নাং কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ॥" মহাভারত।

আছে, তিনি দেবেন্দ্র, মানুষ নহেন! আর স্বামীর অনুগামিনী, গুণবতী এবং অন্নে সন্তুষ্টা ভার্য্যাই প্রকৃত লক্ষ্মীস্বরূপিণী।" (১)

মহাভারতে আছে;—যিনি গৃহকার্য্যে নিপুণা, পুত্রবতী এবং যাহার হৃদয় বাক্য ও কর্ম্মানুষ্ঠানাদি বিশুদ্ধ এবং যিনি পতির আদেশ অনুসারে চলেন, তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা নামের যোগ্যা।" (২)

৭। স্ত্রীর আর এক নাম সহধর্ম্মিণী। দক্ষসংহিতায় লিখিত আছে;—"যিনি নির্দ্দোষী ও পতিসহ সমধর্ম্মচারিণী, তিনিই ধর্ম্মপত্নী হইবার যোগ্যা।" স্বামীর ধর্ম্মে ধর্ম্ম-লাভ এবং অধর্ম্মে পাপ সঞ্চয় হয়। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের পাপপুণ্যের ভাগী। অতএব স্বামীকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে উৎসাহিত ও সাহায্য করা এবং পাপ-পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা স্ত্রীর একটী প্রধান কর্ত্তব্য। স্বামীকে সৎকার্য্যে উত্তেজিত করিতে স্ত্রীর অদ্বিতীয় ক্ষমতা। যে স্ত্রী তাহা না করিয়া, কেবল স্বামীকে

---

(১) সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্যা যা প্রিয়ংবদা।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা॥
সততং ধর্ম্মবহুলা সততঞ্চ পতিপ্রিয়া।
সততং প্রিয়বক্ত্রীচ সততং ঋতুকামিনী॥
পিতৃদৈব-ক্রিয়াযুক্তা সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।
যস্যেদৃশী ভবেদ্ভার্য্যা দেবেন্দ্রো ন স মানুষঃ॥
যস্য ভার্য্যা গুণজ্ঞা চ ভর্ত্তারমনুগামিনী।
অল্পাল্পেন তু সন্তুষ্টা সা প্রিয়া ন প্রিয়া প্রিয়া॥"

গারুড় নীতিসার।

(২) "সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
মনোবাক্‌কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পত্যুরাদেশবর্ত্তিনী॥

মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

আত্ম-সুখে রত দেখিতে ভালবাসেন, তিনি সহধর্ম্মিণী নামের অযোগ্যা। মানব-হৃদয়ের গৌরব পরার্থপরতায়। যে হৃদয় পরের দুঃখে বিগলিত না হয়, পরের জন্য আপনার সুখ বিসর্জ্জন করিতে অসমর্থ, সে হৃদয় নীচ; তাহাতে ও পশু-হৃদয়ে কোনও প্রভেদ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় শিক্ষার অভাবে স্বার্থপরতার দোষে, নারীর কোমল হৃদয়ও পাষাণময় হইয়া পড়ে। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবই তাহার প্রধান কারণ। তাহারা স্বয়ং পরের দুঃখদূরীকরণে ও সুখবর্দ্ধনে চেষ্টা করিবেন দূরের কথা, অনেক সৎকর্ম্মান্বিত সাধুপুরুষের সদানুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকেন।

বিবাহের পূর্ব্বে যে সকল পুরুষ পরের দুঃখ বিমোচনে—স্বদেশের হিতসাধনে প্রাণপণ যত্ন করিতেন, বিবাহের পরে তাহাদিগের সে সমুদায় সৎগুণ, অনেকস্থলেই, ক্রমে লয়প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। স্বার্থান্ধ স্ত্রীরা স্বামীর সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে পারিলেই যেন সুখী হয়েন। সুশীলে! এরূপ নীচমনা পুণ্যপথেরকণ্টক-স্বরূপ স্ত্রীর নরকেও স্থান হইবে কি না সন্দেহ। অতএব, যাহাতে তোমার সহযোগে স্বামীর সৎপ্রবৃত্তি সমূহ লয়প্রাপ্ত না হইয়া বরং অধিকতর বিকশিত হইতে পারে, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহারই চেষ্টা করিবে। পক্ষান্তরে, সৎ দৃষ্টান্ত এবং ভালবাসা দ্বারা স্বামীকে পাপ-পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবে। সেই গৃহই স্বর্গ, যে গৃহে স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্ম-পথের সহায় ও সহচর।

৮। **সৎগুণই-নারী-হৃদয়ের অলঙ্কার।** আজ কাল অলঙ্কার প্রিয়তা রমণীগণের একটী বিশেষ রোগের মধ্যে দাড়াইয়াছে। বস্ত্রালঙ্কারে সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হয় সত্য; কিন্তু সে সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? আমার বিবেচনায়, পতির সন্তোষ সাধনই রমণীর বসন-ভূষণ পরিধানের প্রধানতম উদ্দেশ্য। এই জন্যই আর্য্যা রমণীগণ স্বামীর আদেশানুসারে বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিতেন; কিন্তু স্বামী দূরদেশগামী হইলেই

সর্ব্বালঙ্কার পরিত্যাগ করিতেন। স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে সুন্দর দেখিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক এবং সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই, একে অন্যকে নানা প্রকারে সাজাইতে চেষ্টা করে। অতএব প্রকৃত প্রণয়ের অভাব না হইলে, কেহই সাধ্যানুসারে স্ব স্ব স্ত্রীকে বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিত করিতে ক্রটী করেন না; এমতাবস্থায় বস্ত্রালঙ্কারের জন্য স্বামীকে বাধ্য করিতে চেষ্টা করা, এমন কি, তজ্জন্য অনুরোধ করাও নিতান্ত অসঙ্গত ও অধর্ম্ম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ কাল পতির সন্তোষ সাধনই বস্ত্রালঙ্কার পরিধানের উদ্দেশ্য নহে; অন্যের নিকট বড় হইবার ইচ্ছা, অর্থাৎ নিজের ধন সম্পত্তির গর্ব্ব করাই ইহার প্রধানতম উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই, কোন কোন স্থানে এরূপও দেখা যায় যে, রমণীরা কুটুম্বিনী সমাজে যাইবার সময় গহনার বাক্সটী পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া যাইতেও লজ্জিত হন্ না। যে সকল গহনা দুই কি ততোধিক প্রকারের আছে, কিম্বা যে গুলি পরিধানের স্থানাভাব, তাহা অপরকে দেখান আবশ্যক, কাজেই সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। এজন্যই, বোধ হয়, কোন বঙ্গীয় কবি বলিয়াছেন; "অহঙ্কারের 'হ' স্থানে 'ল' করিয়া অলঙ্কার শব্দ রচিত হইয়াছে।"

আজকাল স্বামীর গলা টিপিয়া, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব গণের সাহায্য বা পুত্রকন্যা গণের লেখাপড়ার খরচ বন্ধ করিয়াও অনেকে বস্ত্রালঙ্কারের জন্য অর্থ সংগ্রহে কুণ্ঠিত হয়েন না। এরূপও দেখা যায়, অলঙ্কারের ভয়ে দুর্ভাগ্য স্বামী দীর্ঘকাল বিদেশে বাস করিতে বাধ্য হয়েন। সুধু এই কারণেই স্ত্রীর সহাস্যবদন দর্শন অনেক হতভাগ্য স্বামীর অদৃষ্টে ঘটে না। বলিতে লজ্জা হয়, অল্প দিন হইল, একটী যুবক, স্ত্রীর আদেশানুসারে অলঙ্কার প্রদানে অসমর্থ হইয়া, তিরস্কারের অসহ্য যাতনায় আত্মহত্যা দ্বারা অলঙ্কার প্রিয়-স্ত্রীর কঠোর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। "ভারত-সংস্কার" সংবাদপত্র হইতে সে ঘটনাটী তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি;—

"কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের এক ভদ্রবংশীয় যুবক মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে কেরাণীগিরি কর্ম্ম করিতেন। সংসারে তাহার পাঁচ ছয় জন পোষ্য ছিল; অথচ এই চাকুরি ভিন্ন তাহার অন্য প্রকারে এক কপর্দ্দকও আয়ের সংস্থান ছিল না; সুতরাং তিনি একবেলা মাত্র আহার করিয়া, মাসিক পাঁচ ছয় টাকায়, অতি কষ্টে আপনার খরচ চালাইয়া, অবশিষ্ট টাকা দ্বারা কষ্ট ক্লেশে সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। বৎসরান্তে পূজায় মাত্র বার দিনের ছুটী পাইয়া, সেই ছুটী উপলক্ষে পুত্র কন্যাগণের জন্য সামান্য রকমের কিছু বস্ত্রাদি লইয়া বাড়ী গিয়াছিলেন। কিন্তু স্ত্রী অনেক দিন যাবৎ যে একখানি অলঙ্কারের ফরমাইজ দিয়া আসিতেছিলেন, অর্থাভাব নিবন্ধন হতভাগ্য স্বামী তাহা ক্রয় করিতে পারেন নাই, এই তাহার অপরাধ! গৃহিণী এ অন্যায় সহ্য করিতে না পারিয়া, যা নয় তা বলিয়া, স্বামীকে তিরস্কার করেন। "স্ত্রীকে খাওয়াইতে পরাইতে অক্ষম মূর্খ স্বামী থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল।" স্ত্রী যত কটু কথা স্বামীর প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে উপরোক্ত কথাটীই যুবকের হৃদয় ভেদ করিল; তিনি এই নিদারুণ বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া আত্ম-হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।" (১)

আহা! অনুচিত অলঙ্কারপ্রিয়তা এতদ্রূপে কত স্বামীর অকাল মৃত্যুর এবং অশান্তির কারণ হইতেছে, কে তাহা গণনা করে? সুশীলে! নারী-হৃদয়ের সৎগুণই তাহার অলঙ্কার এবং পতিই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ। অতএব তুমি কদাচ স্বামীর নিকট বস্ত্রালঙ্কারের জন্য আব্দার করিও না। তাহার সাধ্যায়ত্ত হইলে, তিনি নিজেই তাহা প্রদান করিবেন। যে স্ত্রী সর্ব্বদা ইহা দাও, উহা দাও, এই বলিয়া স্বামীকে বিরক্ত করে, সে স্ত্রী কখনই স্বামীর প্রকৃত প্রণয় লাভে সমর্থ হয় না।

৯। **দুই হৃদয়ের সম্মিলনই প্রণয়ের মূল।** বিবাহের

সময় যে সকল মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহাতেও "তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক এবং আমাদের উভয়ের হৃদয় একত্রে মিলিয়া ঈশ্বরের হউক।" এইরূপ কথা বলা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সংসারে হৃদয়ের প্রকৃত বিনিময় অতি বিরল। স্ত্রী যদি স্বামীর নিকট অকপট হৃদয়ে মনের সকল ভাব প্রকাশ করিতে না পারেন, হৃদয়ের কপাট সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত না রাখেন, আপনার অপেক্ষাও স্বামীকে অধিকতর বিশ্বাসের পাত্র জ্ঞানে অতি গোপনীয় কথা বলিতে না পারেন, তবে তুমি নিশ্চয় জানিবে, তদ্রূপ স্বামী এবং স্ত্রীতে কখনই প্রকৃত প্রণয় জন্মে নাই। প্রকৃত ভালবাসার কাছে লজ্জা, ভয়, বা আশঙ্কা ইহার কিছুই থাকিতে পারে না।

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে একটী আপনভাব আছে, তাহা অন্যত্র সম্ভবে না। এই গূঢ় মহৎভাবের প্রকৃত মর্ম্ম প্রেমিক-দম্পতি ভিন্ন অপরের বুঝিবারও ক্ষমতা হয় না। এই আপনভাবই পরস্পরের প্রতি নির্ভর করিতে শিক্ষা দেয়। এই আপনভাব জন্মিলে, কেহ কাহারও নিকট কোন কথা আর গোপন রাখিতে পারে না। অধিকন্তু, একে অপরের পরামর্শ লইয়াই কার্য্য করিতে ভালবাসে। ইহাই অভিন্নাত্মার লক্ষণ।

নারী-হৃদয়ে সরলতা গুণের অভাব হইলে, তাহার অপর শত প্রকার সৎগুণও স্বামীর ভালবাসা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। পণ্ডিতেরা কপট হৃদয়া স্ত্রীকে "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অতএব স্বামীর নিকট কদাচ কোন কথা গোপন রাখিও না। কোন গুরুতর অপরাধের কার্য্য করিয়াও যদি সরল হৃদয়ে তাহা স্বামীকে জানাইয়া, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবে তিনি অবশ্যই তোমাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু কোন কারণে তোমার সরলতায় স্বামীর একবার সন্দেহ জন্মিলে, তাহার বিষময় ফল তোমাকে আজীবন ভোগ করিতে হইবে।

অতএব, যাহাতে কোনও কারণে তোমার সরলতায় স্বামীর সন্দেহ বা অবিশ্বাস জন্মিতে না পারে, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা করিবে।

১০। সুখ-শান্তি অবস্থার অধীন নহে। সংসারে সকলের অবস্থা সমান নহে এবং জীবনের সকল সময় কাহারও এক ভাবে যায় না। জীবন সুখ-দুঃখে জড়িত। সুতরাং স্ব স্ব অবস্থায় সন্তোষ না থাকিলে, এ সংসারে, অমিশ্র সুখের আশা করা বৃথা। স্বামীর বিপদে সাহস, শোকে সান্ত্বনা এবং দুঃখে সহানুভূতি প্রদান করা প্রত্যেক স্ত্রীর কর্ত্তব্য কার্য্য। মনু বলিয়াছেন ;—"দৈবদোষে ভর্ত্তা দরিদ্র কিম্বা ব্যাধিগ্রস্থ হইলে, যে স্ত্রী তাহাকে অবজ্ঞা করে, সে পুনঃ পুনঃ কুক্কুরী, শূকরী ও গৃধিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করে।" যে পুরুষ ঘোরবিপদস্থ হইয়াও স্ত্রীর সৎসাহস এবং সহানুভূতি লাভ করিতে পারেন, তাঁহার বিপদ অধিক দিন থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ, যিনি বিপদে সহায় ও সহচর, তিনিই প্রকৃত বন্ধু।

রাম বনগমনে আদিষ্ট হইলে, সীতা অক্ষুব্ধচিত্তে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। রাম বনবাস ক্লেশের কথা বলিয়া, সীতাকে প্রতি-নিবৃত্ত হইতে বলিলে, সীতা বলিয়াছিলেন ;—"নাথ! আমি যদি বিপদ কালে তোমার সঙ্গিনী হইতে না পারি, তবে আমার এ সুখ-সেব্য জীবনের প্রয়োজন কি? আর আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে না থাকিলে, যখন তুমি বনভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, তখন কে তোমার পরিচর্য্যা করিবে এবং কেইবা তোমায় ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল আনিয়া দিবে?" আবার দেখ, সীতা বনবাসিনী হইয়াও অসুখে ছিলেন না। তিনি পঞ্চবটী বনে সরমার নিকট তাহার বনবাস বৃত্তান্তের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, গৃহে থাকিয়া তদ্রূপ সুখভোগ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে?

ধন-সম্পত্তিই সুখের মূল নহে ; বরং তদভাবে অনেকস্থলে প্রণয়ের

আধিক্য এবং গাঢ়তা জন্মিয়া থাকে। এবিষয়ে একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। কোন ধনী বণিকের পুত্র, পিতার প্রভূত ধন-সম্পত্তি পাইয়া, পরম সুখ-সচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। কিন্তু দৈব দুর্ঘটনায়, ব্যবসায় তাহার বিস্তর ক্ষতি হওয়াতে, তিনি দেউলিয়া হইতে বাধ্য হয়েন। এরূপ অবস্থায় ব্যয় সংক্ষেপ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াও, নববিবাহিতা পত্নীর প্রণয়ের হ্রাস হইতে পারে, এই আশঙ্কায়, সহসা অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন করিতে সাহসী হইলেন না। অথচ এইরূপ অন্তঃসারশূন্য অবস্থায় পূর্ব্ববৎ ব্যয়ভার বহন করিতে থাকিলে, ভাবীবিপদের আশঙ্কা আছে, এই চিন্তায় তাহার শরীর ক্রমে শুষ্ক ও মুখ মলিন হইয়া পড়িল।

অল্পকাল মধ্যেই তাহার প্রিয়তমা পত্নী স্বামীর এতাদৃশ বিষণ্ণতার কারণ জানিতে এবং বুঝিতে পারিয়া, স্মিত মুখে বলিলেন ;—"নাথ ! আমি তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তনের বিষয় জানিতে পাইয়া কিছুমাত্র দুঃখিত বা ভীত হই নাই ; তবে আমাদের প্রণয়ের মূলে তোমার এতাধিক সংকীর্ণতা দেখিয়া অতীব দুঃখিত হইয়াছি। অবস্থার এতদ্রূপ পরিবর্ত্তনের বিষয় তুমি আমাকে যথাসময়ে জানাইলে, আমি ইতিপূর্ব্বেই সংসারের যথোচিত বন্দোবস্ত করিতে পারিতাম।" যাহা হউক, রমণী অনতিবিলম্বে স্বামীর অতিপ্রিয় একটী বাদ্যযন্ত্রভিন্ন সংসারের সমস্ত মূল্যবান দ্রব্যই বিক্রয় করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে দাসদাসীদিগকেও বিদায় করিয়া দিয়া, অম্লান-বদনে, সংসারের তাবৎ কার্য্য স্বহস্তে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। নিঃস্ব ব্যক্তিদিগের পক্ষে সহরে বাস করা ব্যয়াধিক্য বিবেচনায়, তিনি সহরের মূল্যবান বাসভবনও বিক্রয় করিয়া, পল্লীগ্রামে গমন করতঃ, তথায় পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। বলা অধিক, এতদ্রূপ পরিবর্ত্তনে তাহাদের প্রণয়ের গাঢ়তা জন্মিল, সংসারে সুখ-শান্তি স্থিরতর হইল। অতএব

স্বামীর অবস্থা পরিবর্ত্তনে অথবা অপরের সঙ্গে তুলনায় নিজদের অবস্থা হীনতর জ্ঞানে কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করিও না; বরং যাহাতে তিনি সকল অবস্থাতেই সুখী হইতে পারেন, সতত সেই চেষ্টা করিবে। কারণ, সুখ-শান্তি অবস্থার অধীন নহে। মনুসংহিতায় লিখিত আছে;—"সন্তোষই সুখের মূল, আর অসন্তোষই দুঃখের নিদান। অতএব অল্পে সন্তুষ্ট থাকিয়া সদা সুখী হইতে এবং স্বামীকে সুখী করিতে সতত চেষ্টা করিবে।" (১)

১১। **অভিমান অপ্রণয় ও অনর্থের মূল।** এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছেন, যাহাদের অভিমানের বড়ই বাড়াবাড়ি দেখা যায়। তাঁহারা কথায় কথায় নিজকে অপমানিত মনে করিয়া অধীর হয়েন। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা স্বামীকে খেলার পুতুলের ন্যায় দেখিতে ভাল-বাসেন। মৌখিক আদরে তাহারা বড়ই সন্তোষ। পান থেকে চুন খষিলেই তাঁহারা প্রণয়ের অভাব দেখিতে পান; সামান্য কারণেই চক্ষের জলে বসনাঞ্চল ভিজাইয়া এবং কথায় কথায় অভিমান করিয়া আদর বাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করেন। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাই পতির সর্ব্বগ্রাস করিতে প্রয়াস পান। স্বামীর ধন মান, বিদ্যা ও বুদ্ধি যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই যেন তাহাদের এক চেটিয়া, তাহাতে অন্য কাহারও কোন অধিকার নাই, ইহাই তাহাদের ধারণা।

অভিমান প্রণয়ের মহাশত্রু। অবিশ্বাস হইতেই অনেক স্থলে অভিমান জন্মে। অভিমান হইতেই যে প্রণয় এবং সুখ-শান্তি বিনষ্ট হয়, কৃষ্ণকান্তের উইলের নায়িকাই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; ভ্রমর যদি অভিমানিনী না হইতেন, তবে তাহার এতদ্রূপ সর্ব্বনাশ সাধিত হইত না। বস্তুতঃ,

(১) "সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ॥"—মনুসংহিতা।

এইশ্রেণীস্থ তরলমতি রমণীগণের হৃদয়ে প্রণয়ের গভীরতা থাকিতে পারে না। কারণ, প্রকৃত দাম্পত্য প্রণয়ের গভীরতা এত অধিক যে, বাহিরে তাহার চিহ্ন লক্ষ্য করাও কঠিন। গভীর প্রণয় দুই হৃদয়ের মধ্যদিয়া অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবাহিত হয়। উক্তরূপ অভিমানিনী স্ত্রীরা স্বামীর আমোদ প্রমোদের সঙ্গিনী হইতে পারিলেও, প্রকৃত শ্রদ্ধা এবং প্রণয়-পাত্রী হইবার যোগ্যা নহে।

সুশীলে! এই শ্রেণীস্থ রমণীগণের দোষেই আমরা পুরুষের আমোদ প্রমোদের সামগ্রী ও ক্রীড়ার পুত্তলি সাজিয়াছি এবং স্ত্রীজাতির সম্মানের হ্রাস হইতেছে। অতএব, কদাচ প্রণয়ের গভীরতা ভুলিয়া, তরল মতিত্বের পরিচয় দিও না। স্বামী কেবল মাত্র তোমার এক চেটিয়া, অন্য কাহারও কেহ নহেন, এইরূপ ভাব কদাচ কল্পনাও করিও না। কারণ, এইরূপ স্বার্থ-ভাবই সংসারে অপ্রণয় এবং অনেক অনর্থের মূল।

১২। **সতীত্বের গৌরব ও দৈবশক্তি**। সুশীলে! কথায় কথায় অনেক কথা বলিয়াছি, অথচ একটী গুরুতর বিষয় তোমাকে এখনও কিছু বলিতে পারি নাই, সেটী নারীর সতীত্ব—রমণীর জীবনসর্ব্বস্ব এবং অতি আদরের ধন। ইহা অপার্থিব, তাই জগতে সতীর পূজা হয়। বিশেষতঃ ভারতে পাতিব্রত্যধর্ম্মের যেরূপ আদর এবং গৌরব জগতে অন্য কোথাও তাহার তুলনা মিলে না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে;—"পৃথিবীতে যত তীর্থস্থান আছে, সতীর পাদদেশেও তত তীর্থ আছে। সর্ব্বদেবতার তেজ, মুনীদিগের যোগবল এবং সর্ব্বদাতার দানফল সতী নারীতে বিরাজিত রহিয়াছে। এমন কি, সেই পতিব্রতা নারীর পতি পর্য্যন্তও তাঁহার গুণে বা পুণ্যবলে সর্ব্বপাতক হইতে বিমুক্ত হয়। স্বয়ং নারায়ণ, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা এবং মুনি-ঋষিগণ পতিব্রতাকে ভয় করেন। এই পৃথিবী সতীর পদ-ধূলি দ্বারা পবিত্র হয়।

মনুষ্যেরা পতিব্রতাকে নমস্কার করিয়া সর্ব্বপাতক হইতে মুক্তিলাভ করে।" (১)

বৎসে! সতী, সাবিত্রী এবং দময়ন্তী প্রভৃতির জীবনই সতীত্বের গৌরব এবং দৈবশক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সতীর অপমানেই যে দক্ষযজ্ঞের ভীষণ কাণ্ড এবং দক্ষের শোচনীয় পরিণাম হইয়াছিল, আমাদের দেশে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাহা অবগত আছেন। সাবিত্রীর সতীত্বের তেজে যমকেও ভীত এবং দৈবশক্তির নিকট পরাজিত হইয়া মৃতপতিকে সঞ্জীবীত করিয়া দিতে হইয়াছিল। কিন্তু জগতে যাহা যত মহৎ ও শ্রেষ্ঠ, তাহাই আবার তত বিপদাকীর্ণ ও দুর্ল্লভ। সুতারং সতীত্ব ধন রক্ষার্থে আমাদিগের বিশেষ সতর্কতা এবং সাবধানতার আবশ্যক।

বাল্যকালে চারুপাঠে পড়িয়াছিলাম;—"যৌবন বিষম কাল"। তখন ইহার শব্দার্থ মাত্রই বুঝিতাম, পরে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়া বুঝিয়াছি, বস্তুতঃই "যৌবন বিষম কাল।" অতএব, সতত সতর্ক ও সশঙ্কিত ভাবে থাকিবে। মুহূর্ত্তের জন্যও পাপ-চিন্তা, পাপ-কল্পনা মনমধ্যে পোষণ করিবে না। তরঙ্গায়িত সাগর-বক্ষস্থ তরণীরন্যায় এই জীবন-তরির হাল সতত

(১) পতিঃ পতিব্রতানাঞ্চ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সতীপাদেষু তান্যপি॥
তেজশ্চ সর্ব্বদেবানাং মুনীনাঞ্চ সতীষু চ।
দানে ফলং যদ্দাতৄণাং তৎ সর্ব্বং তাসু সন্ততং॥
স্বয়ং নারায়ণঃ শম্ভুর্ব্বিধাতা জগতামপি।
সুরাঃ সর্ব্বে সুমুনয়ঃ ভীতাস্তাভ্যাশ্চ সন্ততং॥
সতীনাং পাদরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
পতিব্রতাং নমস্কৃত্য মুচ্যতে পাতকান্নরঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

ঠিক রাখিয়া চলিতে হয়। অগ্রে স্থান নির্ব্বাচন না করিয়া, পদনিক্ষেপ করিলে; এই প্রলোভনময় সংসারে আত্মরক্ষা করিয়া চলা বড়ই কঠিন। তাই প্রাচীন শাস্ত্রকরেরা স্ত্রীজাতির অনেক কঠোর নিয়ম পালনের আদেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রানুসারে, "স্বামী বিদেশে থাকিলে, ক্রীড়া ও বিবাহাদি উৎসব দশন, অন্যত্র গমন, অঙ্গরাগ করণ, বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কার পরিধান এবং হাস্য পরিহাসাদি করা স্ত্রীর পক্ষে নিষিদ্ধ"। (১) মনুর মতেও, "পতির অগোচরে উপহার প্রেরণ, ক্রীড়াকৌতুকচ্ছলে পরপুরুষের অঙ্গ স্পর্শন, একান্তে একাসনে বহুক্ষণ উপবেশন অথবা শারীরিক কোন প্রকার সেবা করণও ব্যভিচার।" মনু আর একস্থানে বলিয়াছেন; "স্নানান্তে ভর্ত্তৃবদন মাত্র দর্শন করিবে, আর কাহারও মুখ দেখিবে না। স্বামী যদি নিকটে না থাকেন; তবে মনে মনে তাঁহাকেই ধ্যান করিবে। রজকী, হৈতুকী বা আশ্রমত্যাগিনীর সহিত সাধ্বী কথনও বন্ধুতা করেন না। যে স্বামীর দ্বেষ করে, তাহার মুখ দেখিতেও নাই।"

অসৎ পুস্তক পাঠ, কুসংসর্গে বাস এবং অসৎ বিষয়ের আলোচনা প্রভৃতি পাপ-বুদ্ধির উত্তেজক। অতএব, সতত তাহা হইতে দূরে থাকিবে। আজ কাল যৎসামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াই অনেকে বিদ্যাসুন্দরাদি কুরুচি ও কুভাব-উত্তেজক নাটক নভেলাদি পড়িতেই অধিক ভালবাসেন। এভিন্ন, তোমরা সমবয়স্কাগণ একত্রিত হইলে, এমন কুৎসিত ভাষা নাই যাহা তোমাদের মুখ হইতে বাহির হইতে না পারে। বিবাহের বাসর-গৃহে এবং দ্বিতীয় বিবাহের উৎসবে যেরূপ কুৎসিত আমোদ প্রমোদের স্রোত

(১) "ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনং।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥
যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

বহিতে থাকে, তাহা যথাযথ বর্ণনা করিতেও মস্তক অবনত হয়। তখন কুলবধূরা আর বধূ থাকেন না, যুবতীরা স্ত্রীস্বভাবসুলভ লজ্জার আবরণ ছিন্ন করিয়া ফেলিতেও সঙ্কুচিত হন না। এমন কুৎসিত ও কুরুচিপূর্ণ ভাব নাই, যাহা তখন তাহারা প্রকাশ করিতে না পারেন।

মহর্ষি মনু সতীত্ব-ধন রক্ষণের অন্তরায় স্বরূপ প্রধানতঃ ছয়টী দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ;—(১) পানদোষ, (২) কুসংসর্গ, (৩) পতি-বিরহ, (৪) অটন অর্থাৎ অকারণে নানাস্থানে ভ্রমণ, (৫) অকাল-নিদ্রা, এবং (৬) পরগৃহে বাস।

অতএব যদি সতীলক্ষ্মী হইতে চাও, যদি আপনার কুল-মান রক্ষা করিতে চাও, তবে কখনও কোন কুৎসিত আমোদ প্রমোদে যোগদান করিও না। আমরা অবলা, পুরুষের আশ্রয় ভিন্ন বাস করা আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য নহে ; সুতরাং আত্ম-রক্ষা করিয়া চলিতে আমাদিগের কত যে সতর্কতা ও সাবধানতার আবশ্যক, তাহা কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না।

১৩। **মিষ্ট কথায় জগৎ তুষ্ট।** সাধারণ কথায় বলে, "মিষ্ট কথায় জগৎ তুষ্ট।" বস্তুতঃ, বিনাব্যয়ে ও বিনাক্লেশে অপরকে সুখী করিবার পক্ষে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ এক অদ্বিতীয় উপায়। সুতরাং যে স্ত্রী মিষ্ট বাক্য দ্বারা স্বামীকে সুখী করিতে না পারেন, তিনি পরমদুর্ভাগিনী। মহাভারতে লিখিত আছে ;—"ডাকিলে যে স্ত্রী ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তর প্রদান করে, সে স্ত্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করিলে কুকুরী আর বনে জন্মগ্রহণ করিলে শৃগালী হয়।" মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিত আছে ; "পতিব্রতা নারী পতির প্রতি ক্রূরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিবে না, দুর্ব্বাক্য বলিবে না এবং মনে মনে অপ্রিয় আচরণ করিবে না।"

যে পুরুষ সমস্ত দিবস অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পরে গৃহে যাইয়া ভার্য্যার সহাস্যবদন দর্শনে এবং সুমিষ্ট বচন শ্রবণে বঞ্চিত, তাহার ন্যায় হতভাগ্য আর দ্বিতীয় নাই। জগতে তাহার দুঃখ-রাশি রাখিবার স্থান আর থাকে না। এজন্যই পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন ;—"ভার্য্যা যদি অপ্রিয়বাদিনী হয়, তবে সে পুরুষের বন-গমনই শ্রেয় ; কারণ তাহার পক্ষে গৃহ আর বন উভয়ই সমান।' (১) অতএব, সুমিষ্ট বচন দ্বারা স্বামীকে সুখী করিতে কদাচ কুণ্ঠিত হইও না। তিনি যাহাতে তোমার মিষ্ট আলাপনে বাহিরের সকল কষ্ট-ক্লেশ ভূলিয়া যাইতে পারেন, তচ্চেষ্টায় সতত যত্নবতী থাকিবে।

১৪। কৌশল গুণসমূহকে কার্য্যে পরিণত করায় শাস্ত্রে আছে ;—"গৃহস্থাশ্রম সুখের জন্য এবং পত্নীই সেই সুখের মূল।" সুতরাং পতিকে সুখী করা পত্নীর একটী প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু কি প্রকারে স্বামীর সন্তোষ সাধন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে জ্ঞান না থাকাতে অনেকে ইচ্ছা সত্ত্বেও স্বামীর প্রীতি সম্পাদনে অসমর্থ হয়েন। ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতেই কৌশলের প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ, এই গুণের অভাবে যে গৃহিণী পতিকে সুখী করিতে না পারেন, তাহার গৃহ অসুখ ও অশান্তির আলয় হয়। বলিতে কি, পতিকে সুখী করিতে না জানার দোষেই অনেক স্থলে পুরুষেরা স্বেচ্ছাচারী ও দুশ্চরিত্র হয়। গৃহে আশানুরূপ সুখ শান্তির অভাব বশতই, অধিকাংশ স্থলে, পুরুষেরা উচ্ছৃঙ্খল ভাবে বাহিরে বাহিরে ঘুড়িয়া বেড়ায় এবং সুখের আশায় পাপ-প্রলোভনে পড়িয়া স্ব স্ব

---

(১) মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্॥

চরিত্র কলুষিত করিতে বাধ্য হয়। পত্নী পরমাসুন্দরী, বিদ্যা ও বিনয়বতী হইয়াও যে অনেক স্থলে পতিকে সুখী করিতে পারেন না, তাহার কারণ কি? আমাদের বিশ্বাস, কি উপায়ে পতিকে সুখী করিতে হয়, কিরূপে তাঁহার সন্তোষ সাধন করিয়া ভালবাসা আকর্ষণ করিতে হয় এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিলে সেই সুখ স্থায়ী হয়, এসকল বিষয়ে কৌশল না জানাই তাহার কারণ। কেবল বিদ্যা এবং বুদ্ধি থাকিলেই এসংসারে কৃতী এবং সৌভাগ্যশালী হইতে পারে না। ইহার সঙ্গে সঙ্গে কৌশলী হওয়াও আবশ্যক।

কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন ;—"কেবল গুণ থাকিলে কোন ফল হয় না, গুণ কার্য্যে পরিণত করিতে কৌশলের প্রয়োজন। কৌশল মনের স্থিরতা রক্ষা করে এবং কার্য্যে সত্বরতা ও নিপুণতা শিক্ষা দেয়। জীবনে কার্য্য-কলাপের মধ্যে কৌশল যাহা সম্পন্ন করে, গুণ তাহার দশাংশের একাংশও করিতে পারে না।" অতএব সকল বিষয়েই কৌশলী হওয়া আবশ্যক। কোন্ সময়ে এবং কোন্ কার্য্যে কিরূপ কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা কেহ কাহাকেও বলিয়া দিতে পারে না। কৌশলী ব্যক্তি নিজেই সময় ও অবস্থানুসারে উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন করিয়া লয়।

অপর একপণ্ডিত গুণ এবং কৌশলের পরস্পর তুলনা করিয়া বলিয়াছেন ;—"গুণ ক্ষমতা বিশেষ, কিন্তু কৌশল নিপুণতা ; গুণী জানে কি করা উচিত, কিন্তু কৌশলী জানে তাহা কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে হয়, গুণের দ্বারা লোক সম্মান লাভের যোগ্য হয়, কিন্তু কৌশল দ্বারা সে সম্মান লাভ হয় ; গুণী, অনেক স্থলে, অবহেলা পূর্ব্বক সুযোগ পরিত্যাগ করে, কিন্তু কৌশলী সুযোগ সাহায্যে আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে ত্রুটি করে না।"

শাস্ত্রে আছে ;—"স্বামী নিদ্রিত হইলে পর যিনি নিদ্রা যান এবং জাগ্রত হইবার পূর্ব্বেই যিনি জাগরিত হন, স্বামী ভোজন করিলে পরে যিনি ভোজন করেন, স্বামী নীরব থাকিলে যিনি কথা বলেন, স্বামী দাঁড়াইলেই যিনি দাঁড়াইয়া উঠেন এবং স্বামীর প্রতি সতত নয়ন ও মন স্থির রাখিয়া যিনি তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করেন, তিনি দেবতাদিগেরও পূজ্য হন্। ইনিই আমার মাতাপিতা বন্ধু এবং ইনিই আমার পরম দেবতা, এই ভাবিয়া যিনি পতি সেবা করেন, তিনি মৃত্যুকেও জয় করেন।" (১)

১৫। পতির সুখ সন্তোষার্থে কি কি করিতে হইবে—

পতির সুখ-সন্তোষার্থে কখন্ কি করিতে হইবে এবং কি উপায় অবলম্বন করিয়া চলিলে সেই সুখ ও সৌভাগ্য বজায় থাকিতে পারে, এসকল বিষয় সবিস্তর বলিয়া দেওয়া সম্ভবপর না হইলেও, এস্থলে তোমাকে কয়েকটা সাধারণ কথা বলিয়া দিতেছি ; আশা করি তুমি এগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে।

(ক) পতির প্রিয় দ্রব্য-সামগ্রী যত্নের সহিত রক্ষা করিবে এবং তাঁহার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যতদূর সম্ভব স্বহস্তে প্রদান করিবে। তাঁহার দৈনিক প্রয়োজনীয় যে কিছু, তিনি চাহিবার পূর্ব্বেই তাহা যথাস্থানে রক্ষা করিবে।

---

(১) "প্রসুপ্তে যা প্রস্বপিতি বিবুদ্ধে জাগ্রতি স্বয়ং।
ভুঙ্‌ক্তে তু ভোজিতে বিপ্র সা মৃত্যুং জয়তি ধ্রুবং॥
মৌনে মৌনবতী ভবেৎ স্থিতে তিষ্ঠতি যা স্বয়ং।
একদৃষ্টিরেকমনা ভর্ত্তুর্ব্বচনকারিণী॥
দেবানামপি সা সাধ্বী পূজ্যা পরমশোভনা।
এষ মাতা পিতা বন্ধুরেষ মে দৈবতং পরং॥
এবং শুশ্রূষতে যা তু সা মাং বিজয়তে সদা।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

(খ) স্বয়ং অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া স্বামীকে ভোজন করাইবে। অবস্থানুসারে স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত ও পরিবেশন করা সম্ভবপর না হইলেও আহারের সময় সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া স্বামীকে ভোজন করাইবে।

(গ) শয়ন-গৃহ এবং শয্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবার ভার অন্যের উপর না দিয়া নিজে তাহা সম্পন্ন করিবে। শয়ন-গৃহ যাহাতে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুদৃশ্য হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। পতির রুচি অনুসারে দ্রব্যাদি সে গৃহে রক্ষা করিবে।

(ঘ) সাংসারিক কোন কিছুর অভাব হইলে, যখন তখন তাহা জানাইয়া পতির বিরক্তি উৎপাদন করিবে না। সময় ও অবস্থা বিবেচনায় ঐ সকল বিষয় তাঁহাকে জানাইবে।

(ঙ) পতি কোন কারণে তোমার প্রতি রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইয়া ন্যায় কি অন্যায়রূপে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে, কিম্বা রাগত হইয়া কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করিলেও, তখন তাহা অম্লান বদনে সহ্য করিবে। রাগের সময় রাগ করিলে, এমন কি তাহা অন্যায় বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও কোন ফল দর্শে না, বরং অনেক স্থলে বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। যখন তিনি সুস্থ ও শান্ত থাকেন তখন বিনীতভাবে ও মিষ্টবাক্যে, তাঁহার অন্যায় বুঝাইতে চেষ্টা করিবে। কদাচ উদ্ধত হইবে না। লজ্জাশীলতা এবং নম্রতা নারী হৃদয়ের ঈশ্বর-দত্ত মহৎ গুণ।

(চ) এক জাতীয় ক্রোধপরায়ণ স্ত্রীলোক আছেন যাঁহারা প্রায় সর্ব্বদাই বকিয়া থাকেন। তাহা কখন স্বগত, কখনও বা পারস্পরিক। শেষোক্ত প্রকারের বকুনী অপর পক্ষ নীরব হইলে, ক্রমে নিবৃত্তি হয়; কিন্তু প্রথোমোক্ত স্বগত বকুনীর বিরাম বিশ্রাম নাই। সেই বকুনীর জ্বালায় সংসার শুদ্ধ লোক সর্ব্বদা অস্থির থাকে। এইরূপ বদ্‌মেজাজের স্ত্রীলোক হইতে পতি কখনও শান্তি সুখের আশা করিতে পারেন না।

অতএব যাহাতে রসনাকে বশে রাখিয়া সর্ব্বদা নীরবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে এবং পতির সুখশান্তি বৃদ্ধি করিতে পার সেই চেষ্টা করিবে।

(ছ) পতির সহিত রহস্যালাপ করিয়া তাঁহার সন্তোষ-সাধন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহারও সময় অসময় আছে। যখন তিনি কোন গভীর বিষয়ে নিবিষ্ট থাকেন, তখন অগভীর রহস্য কথা বলিতে গেলে, বিপরীত ফল হয়, ইহাতে তিনি মনে মনে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া অধিকাংশ সময়ই তদ্রূপ স্ত্রীর নিকট হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করেন। বিশেষতঃ এরূপ তরলমতি রমণীরা পতির শ্রদ্ধা আকর্ষণে কখনই সমর্থা হয়েন না।

(জ) বৃথা অভিমান করিয়া বা যৎসামান্য কারণে কাঁদিতে কাঁদিতে বসনাঞ্চল ভিজাইয়া পতির ভালবাসা বা দয়া আকর্ষণের চেষ্টা করা নির্ব্বোধের কার্য্য। প্রায় সর্ব্বত্রই ইহাতে বিপরীত ফল হয়।

(ঝ) সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে চেষ্টা করিবে। কেবল নিজে ফুলবাবু সাজিয়া থাকিলে চলিবে না; গৃহের প্রত্যেক দ্রব্যসামগ্রী এবং পুত্র কন্যাগণকে সতত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। কেবল বাহির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলেও চলিবে না। ভিতরে সরলতা ও প্রফুল্লতার অভাব হইলে তাহা শিমুল ফুলের ন্যায় অনাদৃত ও পদদলিত হয়। কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন;—"প্রফুল্ল চিত্ততা একটী সুমহৎ ধর্ম্ম। প্রফুল্ল ব্যক্তি ভাগ্যবান—তিনি ধন্য! তিনি অনায়াসে লোককে সুখী করেন। তাঁহার নিকটে থাকিলে দুঃখিজনও দুখ ভুলিয়া যায়। তাঁহার মধুর হাসি অন্ধকারেও আলো আনয়ন করে।"

সুশীলে! "পারিবারিক জীবন" নামক গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীযুক্তা প্রসন্নতারা গুপ্তা মহোদয়া পতির সুখ সন্তোষার্থ স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য বিষয়ে যে সদুপদেশ দিয়াছেন এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তোমাকে উপহার দিতেছি; আশা করি তুমি এগুলি পতিপ্রাণা রমণীর হৃদয়ের

জীবনগত কথা এই বিশ্বাসে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তদনুসারে কার্য্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিবে। তিনি লিখিয়াছেন ;— স্বামীকে প্রীত করা স্ত্রীর মনের এক প্রকার স্বাভাবিক অবস্থা। যাহাকে সকল প্রকার আশা ভরসা ও সুখশান্তির স্থল বলিয়া মনে করা যায় তাহার প্রতি ভালবাসা আপনা হইতেই উদয় হয়। যাহাকে প্রীতি করা যায়, তাহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে অবশ্যই ইচ্ছা হয়। যে স্ত্রী স্বামীকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসেন তাহাকে এ বিষয় যুক্তি তর্ক দ্বারা বুঝাইয়া দিতে হয় না। স্বামীকে প্রেম করা যেমন উচিত, তাঁহার শরীর ও মনের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতিও তেমন মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। সুখাদ্য পুষ্টিকর দ্রব্য যেমন শরীরের পুষ্টিকারক, মিষ্ট বাক্য ও প্রিয় ব্যবহারও তেমন মনের সুখশান্তি বর্দ্ধক। পতির শরীর ও মনের রক্ষণাবেক্ষণের ভার স্ত্রীর প্রতি, ইহাই স্ত্রীর সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। রোগে সেবা, শোকে শান্ত্বনা স্ত্রী যেমন করিতে পারে, অন্যে তেমন পারে না। স্বামীর আহারের সামগ্রী ও ব্যবহার্য্য জিনিষের প্রতি স্ত্রীর যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রতিদিন যাহাতে পতির আহারের সুবন্দোবস্ত হয়, সে বিষয়ে মনোযোগ করা উচিত। রন্ধনকার্য্য পাচক পাচিকা দ্বারা সম্পাদিত হইলেও নিজে পতির মুখপ্রিয় কোন কোন ব্যঞ্জন কিম্বা মিষ্টদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া যত্নপূর্ব্বক আহার করান উচিত। আহারের সময় মিষ্টদ্রব্য অপেক্ষা মিষ্টালাপ অধিকতর প্রীতিকর। সে জন্য প্রিয় বাক্যদ্বারা আহারের সময় পতির মনোরঞ্জন করা উচিত। ইহা দ্বারা উভয়েরই মনের সুখ ও শান্তি লাভ হয়। কর্ম্মস্থল হইতে পতি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে প্রসন্ন বদনে স্বামীর সহিত বাক্যালাপ করিয়া শ্রান্তি দূর করা উচিত। সে সময়ে সংসারের নানা প্রকার অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা এবং বিবাদ বিসম্বাদের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করা অন্যায়। স্বামী যখন সুখ দুঃখের একমাত্র সাথী

তখন তাঁহাকে মনের কষ্ট জানান অত্যন্ত স্বাভাবিক; কিন্তু বুদ্ধিমতী স্ত্রীদিগের সে জন্য সময় খুঁজিয়া লওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা স্বামী বিরক্ত হইয়া একটী অপ্রিয় ও কটু বাক্য প্রয়োগ করিলে সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে পরস্পরের মধ্যে কলহ হওয়া অসম্ভব নহে। অতএব সময় বুঝিয়া কার্য্য করিলে সকলদিক বজায় থাকে। স্বামীর বিশ্রাম গৃহে তাঁহার আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সাজাইয়া রাখা ও কোন বিষয়ের অভাব ও কষ্ট না হয় নিজেই হউক বা চাকরদ্বারাই হউক, সে সমস্ত সুশৃঙ্খলরূপে বন্দোবস্ত করিয়া রাখা উচিত।"

১৬। **বিবাহ ও সুখ**—পতির প্রতি কর্ত্তব্য বিষয়ে তোমাকে অনেক কথা বলা হইলেও শ্রদ্ধেয় খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দত্ত, এম, এ, মহাশয়ের লিখিত "বিবাহ ও সুখ" নামক প্রবন্ধ হইতে ঋষিবাক্যতুল্য কতিপয় সদুপদেশ তোমাকে না বলিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। তিনি লিখিয়াছেন;—

"১ম। **ক্রোধ**—ক্রোধের মত প্রণয়ের শত্রু আর নাই। শুধু দুর্জ্জয় রাগের কথা বলিতেছি না। সামান্য রাগ (Irritability), সহজে বিরক্ত হওয়া, অভিমান—এ সকলই অনুরাগের প্রবল বিনাশক। যিনি রাগ করিতে জানেন না, মান করিতে জানেন না, বিরক্ত হইতে জানেন না, তাঁহার এই স্বর্গীয় গুণ অনেক দোষসত্ত্বেও প্রণয়ীর ভালবাসা বজায় রাখিবে। যিনি রাগ সংযমন করিতে পারেন না, সে পুরুষ সহজে চটিয়া উঠেন, যে নারী সহজে রাগ করেন বা যাঁহার সহজে অভিমান হয়, আমার পরামর্শ এই—তিনি বিবাহ করিবেন না, যদি বিবাহ করেন, বেশী সুখের প্রত্যাশা রাখিবেন না। এ কথা যে কতদূর অভ্রান্ত তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না! যিনি অতিরিক্ত কলহপ্রিয়, তাঁহার বিবাহ করার প্রয়োজন নাই।"

“২য়। **কোন বিষয়ে হঠাৎ সিদ্ধান্ত (Hastily judge) করা**—স্ত্রী কোন কাজ করিলে স্বামী সহসা যেন তাঁহার দোষ স্থির করিয়া বসিয়া না থাকেন, স্বামী কোন কাজ করিলে স্ত্রী সহসা যেন তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া না রাখেন। এ দোষটী মহৎ দোষ। ইহা ছাড়িতে না পারিলে ভালবাসা স্থায়ী রাখিবার আশা নাই। যাঁহারা বিবেচনায় খাট, তাঁহাদের এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক ;—কিন্তু তাঁহারাই অধিকতর এ দোষে দোষী হন।”

“৩য়। **অশ্রদ্ধেয় গুণ**—মিথ্যাবাদী, ঈর্ষাপরায়ণ, স্বার্থপর, এবং কুৎসাপ্রিয় স্ত্রীর আচরণে স্বামী সুখী হইতে পারেন না, এমন স্বামীর আচরণে স্ত্রীও সুখী হইতে পারেন না। যাহাতে ক্ষুদ্রতা বা নীচাশয়তা ও অশ্রদ্ধা জন্মায়, যিনি ভালবাসা চাহেন, তাঁহার উহা ত্যাগ করা আবশ্যক।”

৪র্থ। **তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অভাব**।—যাঁহার বুদ্ধির জোর নাই, তিনি গভীর ভালবাসা উদ্রিক্ত করিতে পারিলেও রক্ষা করিতে পারিবেন না। শত শত বার অন্যের পরামর্শের উপর নির্ভর না করিয়া, নিজের বুদ্ধির অনুযায়ী কাজ চালাইতে হয়। যদি ভ্রমে পড়, ক্রমে প্রণয়ীর অশ্রদ্ধাভাজন হইবে। বিদ্যোপার্জ্জনের সময়ে যাঁহারা বুদ্ধি মার্জ্জিত করিবার উপায় অবহেলা করেন, তাঁহাদের যেন মনে থাকে, তাঁহারা আপন সুখের পথে কণ্টক রোপণ করিতেছেন।”

“৫ম। **সন্দিগ্ধচিত্ততা**—বিশ্বাস বন্ধুত্বের প্রাণ। যিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতে না পারেন, তিনি বিবাহ করিতে পারেন বটে, কিন্তু সুখের আশা যেন না করেন। আমার পরিচিত কোন উকীল একদিন কথায় কথায় প্রকাশ করিলেন, তিনি মাকে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেন না! আমার মনে হইল, “ভাই, তোমার ভাগ্যে সুখ নাই।”

"৬ষ্ঠ। **আলস্য**—যদি আলস্যকে বড় ভালবাস, গাঢ় দাম্পত্যসুখের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। পরিশ্রমশীলতা একটী মহৎ ধর্ম্ম। যদি শ্রদ্ধাভাজন হইতে চাও, অলসতা ছাড়। পরিশ্রমেই সুখ। অসৎকাজ ভিন্ন অপর কাজকে ঘৃণা করিতে নাই। সামান্য কাজও আবশ্যক হইলে করিতে প্রস্তুত হইও। যিনি মনে করেন, দাস দাসীর অধিস্বামিনী হইয়া পায়ের উপর পা তুলিয়া গল্প করাই সার সুখ, তিনি সেই 'সার সুখ' পাইতে পারেন—অপর সুখ পাইবেন না। অলসকে কে না ঘৃণা করে? সকলেরই জীবনের একটা সৎ উদ্দেশ্য থাকা উচিত। এমন একটা কাজ হাতে থাকা বাঞ্ছনীয়, যাহা শীঘ্র শেষ হয় না এবং দৈনিক কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়াই যাহাতে লিপ্ত হইতে পারা যায়। এমন কাজ থাকিলে জীবন ভার-বহ বা শূন্য বোধ হয় না।"

"৭ম। **প্রকৃত সুখ**—যিনি প্রকৃত দাম্পত্য-সুখের অভিলাষ করেন, তিনি যেন ভোগবিলাসিতাকে জীবনের সার স্থির না করেন। যে ধন-ঐশ্বর্য্য বিবাহ করে, সে ধন-ঐশ্বর্য্য পায়, সুখ পায় না। যে বস্ত্রালঙ্কার একমাত্র প্রার্থনীয় মনে করে, সে বস্ত্রালঙ্কার পাইতে পারে—স্বর্গীয় সুখ পাইবে না।"

১৭। **মহাভারতীয় উপাখ্যান**;—সুশীলে! মহাভারত হইতে গৃহধর্ম্ম এবং পতির প্রতি কর্ত্তব্য বিষয়ে তুইটি আখ্যান তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমাদের দেশীয় লেখা পড়াজানা ব্যক্তি মাত্রকেই বিশেষতঃ, স্ত্রীলোকদিগকে "রামায়ণ" এবং "মহাভারত" পাঠ করিতে খুব দেখা যায়; কিন্তু তুঃখের বিষয় তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই বাঙ্গালা কাশীদাসের মহাভারত এবং কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ করিয়া তুধের সাধ ঘোলে মিটাইতেছেন।

আজ কাল সংস্কৃত মহাভারত এবং রামায়ণের বঙ্গানুবাদ বিস্তর হইয়াছে এবং তাহা সুলভ মূল্যেও পাওয়া যায়। অতএব সকলেরই তাহা পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাভারত এবং রামায়ণরূপ মহানিধিতে নানা অমূল্য জ্ঞানরত্ন নিহিত আছে; তাহা সযতনে সংগ্রহ করিতে হয়। তোতা পাখীর ন্যায় কেবল কণ্ঠস্থ করিলে কোন ফল হয় না।

আমি তোমাকে যে দুইটি আখ্যানের বিষয় বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহার প্রথমটি বনপর্ব্বে "দ্রৌপদীর সত্যভামার প্রতি ভর্ত্তৃচিত্ত আকর্ষণের উপায় কথন;" এবং দ্বিতীয়টি অনুশাসন পর্ব্বে "সুমনা ও শাণ্ডিলীর সংবাদ কথন;"—ছল সতী স্ত্রীদিগের সমুদাচার বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উপদেশ।

(১) এরূপ কথিত আছে, একদা সত্যভামা দ্রৌপদী সন্নিধানে গমন করিলে উভয়ে নানা প্রকার কথোপকথনের পর, সত্যভামা দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন;—"হে দ্রৌপদি! তুমি কিরূপ ব্যবহার দ্বারা লোকপালসদৃশ, বীর্য্যসম্পন্ন, অতিশয় দৃঢ়কায় যুবা পাণ্ডবদিগকে বশীভূত করিয়া রাখ? হে শোভনে! তাহারা কি প্রকারে তোমার বশবর্ত্তী হন এবং কি নিমিত্তই বা তোমার প্রতি কখন কোপ প্রকাশ করেন না? হে প্রিয়দর্শনে! পাণ্ডবেরা সকলেই সর্ব্বদা তোমার বশংবদ ও মুখাপেক্ষ হইয়া থাকেন, ইহার কারণ কি, তুমি আমাকে যথার্থ করিয়া বল। তোমার কি কোন ব্রতচর্য্যা, তপস্যা, সঙ্গমাদি-সময়ে মন্ত্রসংযুক্ত ঔষধ-সমস্ত, বিদ্যা-বীর্য্য, মূল-বীর্য্য, জপ, হোম অথবা অন্য প্রকার ঔষধ-সমুদয় আছে? হে পাঞ্চালি! হে কৃষ্ণে! যাহাতে কৃষ্ণ আমার নিয়ত বশানুগামী হইতে পারেন, তুমি তাদৃশ সৌভাগ্যপ্রদ যশস্কর পদার্থটি আমার নিকটে অদ্য ব্যক্ত কর।"

"যশস্বিনী সত্যভামা এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, পতিব্রতা মহাভাগা

দ্রৌপদী তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, সত্যভামে! তুমি জানিয়া শুনিয়াও আমাকে অসাধ্বী স্ত্রীদিগের আচরণ জিজ্ঞাসা করিতেছ; যেপথ অসাধুদিগের আচরিত, তদ্বিষয়ে উত্তর করা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? ইহাতে অনুপ্রশ্ন বা সংশয় করা তোমার উপযুক্ত হয় না; যেহেতু তুমি অতিশয় বুদ্ধিমতী, বিশেষত কৃষ্ণের প্রেয়সী মহিষী। ভর্ত্তা ভার্য্যাকে মন্ত্রমূলপরায়ণা বলিয়া যখনি জানিতে পারেন, তখনি গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় তাহা হইতে উদ্বিগ্ন থাকেন। উদ্বিগ্ন ব্যক্তির কিরূপে শান্তি হয় এবং অশান্ত ব্যক্তিরই বা কি প্রকারে সুখ হইতে পারে? ফলত মন্ত্র দ্বারা স্বামী কখন পত্নীর বশবর্ত্তী হন না; তবে শত্রুদিগের প্রেরিত পরম দারুণ রোগসমুদায়ের কথা শ্রুত হওয়া যায় বটে; যেহেতু হিংসার্থী স্ত্রীজনেরা মূল-প্রবাদে বিষ প্রদান করিয়া থাকে। তাহাতে যে সমস্ত চূর্ণ প্রদত্ত হয়; পুরুষ জিহ্বা বা ত্বক্ দ্বারা তৎসমুদয় সেবন করিলে নিঃসন্দেহ ত্বরায় বিনষ্ট হইতে পারে। অনেকানেক স্ত্রীলোক পুরুষদিগকে জলোদর রোগযুক্ত, কুষ্ঠী. পলিত, পুংস্ত্ব-বিহীন, জড়, অন্ধ ও বধির করিয়া ফেলিয়াছে। সেই পাপানুগামী পাপাত্মা নারীগণ স্বামীদিগকে এইরূপে বশংবদ করিয়া থাকে; পরন্তু ভর্ত্তার কোন প্রকার অনিষ্ট করা ভার্য্যার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। হে যশস্বিনি সত্যভামে! মহাত্মা পাণ্ডবগণের প্রতি আমি যেরূপ আচরণ করি, সেই সমস্ত সত্য ব্যবহার আমার নিকটে শ্রবণ কর। আমি সর্ব্বদা অহঙ্কার ও কাম-ক্রোধ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক প্রযত্ন-পরায়ণ হইয়া পাণ্ডবদিগের নিয়ত পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। ঈর্ষার প্রতিহার এবং আত্মাতে চিত্ত-সন্নিবেশ পূর্ব্বক দর্পরহিত হইয়া শুশ্রূষা করত পতিগণের চিত্ত রক্ষা করি।"

"কি দেব, কি মনুষ্য, কি গন্ধর্ব্ব, কি যুবা, কি সুন্দর অলঙ্কৃত, কি ধনবান্, কি রূপবান্, অন্য পুরুষ কদাচ আমার অভিমত নহে। পতি

অস্নাত, অভুক্ত বা অসুপ্ত থাকিতে আমি কদাপি স্নান, ভোজন বা শয়ন করি না। এমন কি, পরিচারকেরাও অভুক্ত অথবা অসুপ্ত থাকিতে আমি ভোজন বা শয়ন করি না। স্বামী ক্ষেত্র, বন বা গ্রাম হইতে গৃহে আগমন করিলে আমি তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক আসন ও উদক দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করি; গৃহ, গৃহোপকরণ ও ভোজন দ্রব্য-সমস্ত সুন্দর পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ করিয়া রাখি; সংযত হইয়া ধান্যাদি রক্ষা করি; তিরস্কৃত বাক্যের সম্ভাষণ এবং দুঃশীল স্ত্রীদিগের অনুসেবন করি না; নিয়ত অনুকূলচারিণী ও আলস্য-শূন্যা থাকি; পরিহাসের স্থল ব্যতিরেকে হাস্য, দ্বারদেশে সর্ব্বদা অবস্থিতি, মলমূত্রাদি পরিত্যাগের প্রদেশে ও গৃহসন্নিহিত উপবনাদি স্থলে বহুক্ষণ অবস্থান এবং অতিহাস্য, অতিরোষ ও ক্রোধাস্পদ বিষয়-সমুদয় পরিবর্জ্জন করি। হে সত্যে! আমি সর্ব্বদাই স্বামিগণের সেবাকার্য্যে রত থাকি; ভর্ত্তার বিচ্ছেদ কোন প্রকারেই আমার ইষ্ট নহে। কুটুম্বের কোন কার্য্য সাধনার্থে ভর্ত্তা যখন প্রবাসে গমন করেন, তখন আমি পুষ্প ও অনুলেপন পরিবর্জ্জন-পূর্ব্বক ব্রতচারিণী হই। অপিচ আমার ভর্ত্তা যে যে দ্রব্য ভক্ষণ, পান বা সেবন না করেন, তৎসমুদায়ই আমি পরিবর্জ্জন করি। হে বরাঙ্গনে! আমি সুন্দর অলঙ্কৃতা ও উপদেশানুসারে নিয়মিতা হইয়া সর্ব্ব প্রযত্নে ভর্ত্তার প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে তৎপর থাকি। পূর্ব্বে আমার শ্বশ্রূ আমাকে কুটুম্বগণের প্রতি যে সকল ধর্ম্মাচরণের কথা বলিয়া দিয়াছেন তাহা এবং ভিক্ষা, বলি, শ্রাদ্ধ, পর্ব্বাহে স্থালীপাক, মান্য লোকদিগের পূজা ও সমাদর-প্রভৃতি অন্য যে সকল ধর্ম্ম আমার বিদিত আছে, আমি অতীন্দ্রিত হইয়া দিবারাত্র তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান করি। অধিক আর কি বলিব, আমি সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে বিনয় ও নিয়ম-সমুদায় আশ্রয় করত, মৃদু-স্বভাব, সচ্চরিত্র, সত্যশীল, সত্যধর্ম্মানুরক্ষী পতিদিগকে ক্রোধাপরীত আশীবিষ-সদৃশ

স্নান করত পরিচর্য্যা করিয়া থাকি ; যেহেতু আমার বিবেচনায় পতিকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হয়, তাহাই স্ত্রীলোকদিগের সনাতন ধর্ম্ম। পতিই তাহাদিগের দেবতা, পতিই তাহাদিগের গতি ; পতি-ভিন্ন নারীগণের আর অন্য গতি নাই ; অতএব পতির অপ্রিয়াচরণ করা কোন্ রমণীর উচিত হইতে পারে ? হে সুভগে ! আমি পতিগণকে অতিক্রম করিয়া অশন, ভূষণ বা শয়ন করি না এবং শ্বশ্রূকেও কখন নিন্দা করি না ; সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সংযমিত হইয়া চলি। আমার সাবধানতা, নিয়ত উদ্যমশীলতা ও গুরুশুশ্রূষা দ্বারাই ভর্ত্তৃগণ আমার বশতাপন্ন হইয়াছেন। এই বীর-প্রসবিনী সত্যবাদিনী, পৃথানন্দিনী, পৃথিবীসমা আর্য্যা কুন্তীকে আমি স্বয়ং ভোজন, পান ও আচ্ছাদনদ্বারা নিত্য কাল পরিচর্য্যা করিয়া থাকি ; বসন, ভূষণ বা ভোজন দ্বারা কদাচ ইহাঁকে অতিক্রম করি না এবং বচন দ্বারাও কখন নিন্দা করি না।”

“অগ্রে যুধিষ্ঠিরের ভবনে প্রত্যহ যে অষ্ট সহস্র ব্রাহ্মণ সুবর্ণময় পাত্রে ভোজন করিতেন ; যুধিষ্ঠির যে অষ্টাশীতিসহস্র গৃহমেধী স্নাতক বিপ্রদিগের প্রত্যেকের প্রতি ত্রিশ জন দাসী নিযুক্ত করিয়া ভরণ পোষণ করিতেন ; তদ্ভিন্ন অপর যে দশ সহস্র ঊর্দ্ধরেতা যতিগণের সুসংস্কৃত অন্ন রুক্মপাত্র দ্বারা আহৃত হইত ; সেই সমুদয় ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণকে আমি প্রথমোদ্ধৃত ভোজন, পান ও আচ্ছাদন দ্বারা যথাযোগ্য পূজা করিতাম। অপিচ সমস্ত অন্তঃপুরবর্গের এবং গোপাল ও মেষপাল পর্য্যন্ত যাবতীয় ভৃত্যগণের কৃতাকৃত কর্ম্ম আমার বিদিত ছিল। হে যশস্বিনি, কল্যাণি ! আমি একাকিনী রাজার সমুদয় সমৃদ্ধি, আয় ও ব্যয় বৃত্তান্ত অবগত হইতাম। হে বরাননে ! ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা আমার উপরেই যাবতীয় পোষ্যবর্গের ভার সমর্পণ করিয়া উপাসনায় রত হইতে পারিতেন। আমিও দুরাত্মাদিগের দুর্ব্বহনীয় সেই সমর্পিত ভার প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত সুখ

পরিত্যাগপূর্ব্বক দিনযামিনী তাহার প্রতি সংসক্ত থাকিতাম। আমার পতিগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন, আমি একাকিনী, বরুণের নিধিপূর্ণ অক্ষয্য জলনিধির ন্যায় তাঁহাদিগের কোষাগার পর্য্যবেক্ষণ করিতাম। দিবানিশি ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করত কুরুনন্দনগণের আরাধনায় তৎপর থাকায় আমার দিন রাত্রি তুল্য জ্ঞান হইত। আমি চিরকাল সকলের অগ্রে জাগরিত হইতাম এবং শেষে শয়ন করিতাম। হে সত্যভামে! ইহাই আমার বশীকরণ; ভর্ত্তাকে বশীভূত করিবার এই মহৎ সাধন আমার বিদিত আছে। আমি অসাধু স্ত্রীদিগের ন্যায় অসদাচরণ করি না এবং করিতেও অভিলাষ রাখি না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, সত্যভামা কৃষ্ণার সম্ভাষিত সেই ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন ধর্ম্মচারিণী পাঞ্চালীকে সমুচিত সৎকারপূর্ব্বক কহিলেন, পাঞ্চালি! আমি অপরাধিনী হইয়াছি; হে যাজ্ঞসেনি! আমাকে ক্ষমা কর। দেখ, সখীদিগের উপহাসযুক্ত বাক্য এইরূপ যদৃচ্ছাক্রমেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।”

“দ্রৌপদী কহিলেন, সখি! সম্প্রতি ভর্ত্তার চিত্ত আকর্ষণ করিবার এই একটি কুহকপরিশূন্য পথ তোমাকে বলিয়া দিব, ইহাতে যথাবৎ বর্ত্তমানা থাকিলে তুমি সপত্নী কামিনীগণ হইতে ভর্ত্তাকে বলপূর্ব্বক হরিয়া লইতে পারিবে। হে সত্যভামে! পতি যেমন দেবতা, দেবাদি সমুদয় লোকমধ্যে এতাদৃশী দেবতা আর কুত্রাপি নাই; যেহেতু তাঁহার প্রসাদে সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তু লব্ধ হইতে পারে এবং তিনি কুপিত হইলে সকলই বিনষ্ট করিতে পারেন। তাঁহা হইতে সন্তান সন্ততি, বিবিধ ভোগ, সুদৃশ্য শয্যা, আসন, বস্ত্র, মাল্য ও গন্ধদ্রব্য সমস্ত এবং মহতী কীর্ত্তি ও স্বর্গলোক লব্ধ হইয়া থাকে। দেখ, সংসারে অনায়াসে কখন সুখ লভ্য হয় না; সাধ্বী স্ত্রী দুঃখদ্বারা সুখ সমস্ত লাভ করেন; অতএব তুমি সৌহৃদ্য, প্রেম ও বেশভূষা দ্বারা কৃষ্ণকে প্রত্যহ আরাধনা

কর। অপিচ সুচারু আসন, উৎকৃষ্ট মাল্য, বিবিধ গন্ধ দ্রব্য ও আনুকূল্য তৎপরতাদ্বারা "আমি ইহাঁর প্রীতিভাজন," ইহা জ্ঞান করিয়া যাহাতে তিনি তোমাতেই সংসক্ত থাকেন, তাহার বিধান কর। ভর্ত্তা দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে তাঁহার স্বর শ্রবণ করিয়াই প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক দণ্ডায়মানা থাক, পরে তাঁহাকে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া ত্বরান্বিতা হইয়া আসন ও পাদ্য দ্বারা পতি পূজা কর। কোন কার্য্যের নিমিত্ত তিনি দাসীকে সমাবেশ করিলেও তুমি স্বয়ং উত্থিত হইয়া তাহা সম্পন্ন করিবে। হে সত্যভামে! কৃষ্ণ তোমার এইরূপ ভাব জানিতে পারুন যে, সত্যভামা আমাকে সর্ব্বতোভাবে ভজনা করে। তোমার পতি তোমার নিকটে যে কথা বলেন, তাহা গুহ্য না হইলেও গোপন করিয়া রাখিবে; কেননা তোমার কোন সপত্নী যদি কৃষ্ণকে তাহা বলিয়া দেয়, তাহা হইলে তোমার প্রতি তাঁহার বিরাগ জন্মিতে পারে। যাহারা তোমার ভর্ত্তার প্রীতিপাত্র, অনুরক্ত ও হিতকারী তাহাদিগকে তুমি বিবিধ উপায়ে ভোজন করাইবে, আর যে সকল ব্যক্তি তাঁহার দ্বেষ্য, বিপক্ষ ও অহিতকারী এবং যাহারা কুহকানুষ্ঠানে উদ্যত, তাহাদিগের সহিত নিত্যই বিচ্ছেদ রাখিবে। পুরুষদিগের নিকটে মত্ততা ও অনবধানতা পরিত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় সংযত করিয়া রাখিবে। মহাকুল-সমুৎপন্না, পাপ-পরিশূন্যা, পতিপরায়ণা অঙ্গনাগণের সঙ্গেই তোমার যেন সখ্য হয়; অতিশয় কোপনস্বভাব মত্ত, বহুভোজী, চোর, দ্বেষ-পরতন্ত্র ও চপল স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। এইরূপ ব্যবহারই যশস্কর, সৌভাগ্যপ্রদ, শত্রু-নিপাতন ও স্বর্গসাধন; অতএব তুমি মহামূল্য মাল্য, আভরণ, অঙ্গরাগ ও পবিত্র গন্ধবতী হইয়া ভর্ত্তাকে আরাধনা কর।"

(২) সুমনা ও শাণ্ডিলীর সংবাদ কথন;—"যুধিষ্ঠির

বলিলেন, হে পিতামহ! আমি আপনার নিকট সতী স্ত্রীগণের সমুদাচার শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, অতএব আপনি আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন। ভীষ্ম কহিলেন, সুমনা নামে কেকয় রাজতনয়া দেবলোকে সর্ব্বজ্ঞা শাণ্ডিলীকে এবিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর পাইয়াছিলেন, আমি তাহাই তোমাকে বলিতেছি ;—হে কল্যাণি! তুমি কিরূপ চরিত্র এবং কি প্রকার আচার দ্বারা দেবলোকে আগমন করিয়াছ? তুমি অল্প তপস্যা, দান ও নিয়ম দ্বারা এই লোকে আগমন কর নাই, অতএব তুমি আমার নিকট যথার্থ কথা বল। চারুহাসিনী শাণ্ডিলী সুমনা কর্ত্তৃক মধুর ভাবে এইরূপ জিজ্ঞাসিতা হইয়া তাঁহাকে নিভৃত ভাবে এই কথা বলিলেন। আমি কাষায়বসনা অথবা বল্কলধারিণী নহি। আমি মুণ্ডা অথবা জটিলা হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হই নাই, আমি অপ্রমত্তা থাকিয়া কদাচ পতিকে অহিত ও পরুষ বাক্য বলি নাই। দেবতাগণ পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণের পূজনে সতত সাবধান থাকিতাম, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিতে নিয়ত নিযুক্ত রহিতাম। পৈশুন্য কার্য্যে কখন প্রবৃত্ত হইতাম না এবং ইহা আমার মনোমত নহে। দ্বারদেশে কখনও অবস্থান করিতাম না এবং বহুক্ষণ কাহারও সহিত আলাপ করিতাম না। কোন অসৎকর্ম্ম বা হাস্য অথবা কার্য্য দ্বারা অহিত কিম্বা রহস্য অথবা অরহস্য কোন বিষয়েই সর্ব্বথা প্রবৃত্ত হইতাম না। পতি কার্য্যার্থ নির্গত হইয়া পরে গৃহে আগমন করিলে, তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইয়া সমাহিত হইয়া পূজা করিতাম, পতি যে অন্ন উৎকৃষ্ট না জানিতেন এবং যাহার অভিনন্দন না করিতেন তাদৃশ ভক্ষ্য বা লেহ্য বস্তু আমি পরিত্যাগ করিতাম। কুটুম্বের জন্য যাহা কিছু আনীত হইত এবং যে কিছু কর্ত্তব্য থাকিত, প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া স্বয়ং তৎসমুদয় নির্ব্বাহ করিতাম এবং অন্যদ্বারা নির্ব্বাহ করাইতাম, কোন কার্য্যবশতঃ যদি আমার পতি

প্রবাসে যাইতেন, তবে আমি তৎকালে মঙ্গল সূত্র ধারণ করত সংযত হইয়া থাকিতাম, পতি বিদেশে গমন করিলে, আমি অঞ্জন রোচনা, স্নান মাল্যধারণ. অনুলেপন ও প্রসাদন অভিনন্দন করিতাম না। পতি সুখে শয়ান থাকিলে আমি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আন্তরিক কার্য্য থাকিলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতাম না, তন্নিবন্ধন আমার মন সন্তুষ্ট থাকিত। কুটুম্বের নিমিত্ত স্বামীকে সতত আয়াসযুক্ত করিতাম না। গোপনীয় বিষয় সমুদয় গোপন করিয়া রাখিতাম এবং সতত হর্ষযুক্ত থাকিতাম। যে নারী সমাহিতা হইয়া এই ধর্ম্ম পদ্ধতি পালন করেন, তিনি রমণীগণের মধ্যে অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে বসতি করিয়া থাকেন।”

চতুর্থ উপদেশ।

পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য।

"CHARITY BIGINS AT HOME"

ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্।
নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাদ্ যত্নেন তৎ ভরেৎ॥"

মনুসংহিতা।

মানুষ একাকী থাকিতে ভালবাসে না এবং তাহা স্বাভাবিকও নহে। তাই পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া একত্র বাস করে। একে অন্যের সাহায্য না করিলে, পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য না করিলে, গ্রাম ও নগরাদি সন্নিবেশিত হইত না; মনুষ্যেরা বন্য পশুপক্ষীর ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইত। তদবস্থায় মনুষ্যের অস্তিত্ব থাকা সম্ভবপর হইলেও মানব-সমাজ সংগঠিত হইতে পারিত না। সুতরাং পরিবার-বন্ধনই মানব-সমাজগঠনের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি।

সুশীলে! আমি তোমাকে প্রথমেই বলিয়াছি, গৃহ একটী রাজ্য বিশেষ এবং গৃহিনী সেই রাজ্যের রাজ্ঞী। রাজা কি রাজ্ঞী যেমন একাকী

রাজ্য চালাইতে পারেন না; আমাত্যবর্গের পরামর্শ এবং অপরাপর ভৃত্যগণের সাহায্য গ্রহণে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে হয়, প্রত্যেক সংসার সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা জানিবে। আমাত্যবর্গের প্রতি বিশ্বাস না থাকিলে এবং অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের উপর নির্ভর করিতে না পারিলে, রাজকার্য্য যেমন সুচারুরূপে চলিতে পারে না, পরিবারবর্গের প্রতি গৃহিণীর বিশ্বাস ও নির্ভর না থাকিলেও গৃহ-কার্য্য তদ্রূপ সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে না।

যে গৃহে পরিবারস্থ আত্মীয় বন্ধুবান্ধব এবং দাসদাসীগণের প্রতি গৃহিণীর স্নেহমমতা নাই, পরিবারবর্গের সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টি নাই, কাহার প্রতি কাহারও বিশ্বাস নাই; সে গৃহে অচিরাৎ গৃহ-বিবাদ উপস্থিত হইয়া "ভাই ভাই ঠাই ঠাই" হইয়া পড়ে।

পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন যে সংসার চলিতে পারে না, তাহা যুক্তি তর্ক দ্বারা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। মনে কর, আজ তোমার স্বামী বা পরিবারস্থ আত্মীয়েরা তোমাকে পরিত্যাগ করিলেন, দাসদাসীরা আর তোমার কোনও সাহায্য করিতে রাজি নহে, পাড়াপ্রতিবাসীরা তোমার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছেন; তুমি অর্থ ব্যয় করিতে সমর্থ হইলেও লোকে তোমার সহিত কোন কিছুর বিনিময় করিতে প্রস্তুত নয়; এমতাবস্থায় তুমি একাকিনী থাকিতে পার কি?

পারিবারিক সুখ ভালবাসায়—ভালবাসিয়া এবং ভালবাসা পাইয়া। গৃহস্থাশ্রম সেই ভালবাসার লীলা-ভূমি; ইহা পিতা মাতা প্রভৃতির হৃদয়ে স্নেহরূপে, পুত্র কন্যাগণের হৃদয়ে ভক্তিরূপে এবং স্বামী স্ত্রীর হৃদয়ে প্রণয়রূপে বিরাজ করিয়া পারিবারিক সুখ বিধান করিতেছে। যাহার ভালবাসিবার বা ভালবাসা পাইবার লোক নাই, জগতে তাহার ন্যায় হতভাগ্য জীব আর নাই। যে গৃহে পরিবারস্থ লোকেরা স্নেহ

মমতায় আবদ্ধ থাকিয়া পরস্পরের সুখবর্দ্ধনে নিয়ত সচেষ্ট, সেই পরিবারই প্রকৃত সুখী এবং আদর্শপরিবার।

প্রণয়াভাবে ভাই ভাই ঠাই ঠাই হইয়া, কত সুখী পরিবারের সুখ-শান্তি যে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইতেছে, সংসারে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সুশীলে! অধিকাংশ স্থলে গৃহিণীরাই এই বিষম অনর্থের মূল; আমাদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অগৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? বিবাহের পূর্ব্বে যাহাদিগের একপ্রাণ-একমন ছিল, যাহারা একে অন্যের দুঃখদূরীকরণে এবং সুখবিধানে প্রাণপণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। বস্তুতঃ "মার পেটের ভাই, কোথা গেলে পাই," এই কথা সরলান্তঃকরণে বিশ্বাস করিত; তাহারাই বিবাহিত হইলে, স্ত্রীর কুমন্ত্রণায় এবং মায়া-জালে পড়িয়া, সকল বন্ধন ছিন্ন করতঃ একে অন্যের শত্রুরূপে পরিণত হয়, এবং তাহাদের স্নেহ মমতার স্থান দ্বেষ হিংসায় অধিকার করে।

স্বার্থপরতা, নীচাশয়তা, অহঙ্কার, অবিশ্বাস এবং অভিমান প্রভৃতি পারিবারিক প্রণয়ের অন্তরায়। পরিবার মধ্যে যাহার স্বামী উপার্জ্জনক্ষম তিনি অহঙ্কারে চক্ষে দেখেন না; আর যাহার স্বামী উপার্জ্জন করিতে অক্ষম, তিনি অভিমানের মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা পারিবারিক অশান্তি উপস্থিত করেন—পান থেকে চুণ খসিলেই তিনি আপনাকে অপমানিত ও অনাদৃত মনে করেন। এতদুভয়ের মধ্যে প্রণয় ও একতা কখনও আশা করা যাইতে পারে না।

হৃদয়হীন অর্থনীতিজ্ঞেরা বলিতে পারেন, সম্মিলিত পরিবার দরিদ্রতার কারণ এবং ব্যক্তিগত সুখের প্রতিবন্ধক; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, কেবলমাত্র স্বামী এবং পুত্র কন্যাগণ লইয়া পৃথক থাকাও নিরাপদ এবং সুখদায়ক নহে। সম্মিলিত পরিবার কোন অবস্থাতেই যে ব্যক্তিগত সুখের প্রতিবন্ধক হয় না, আমি তাহা বলিতে চাই

না; তবে নিয়মবদ্ধ হইয়া চলিলে, অপরের সুখদুঃখের সহিত নিজের সুখদুঃখ মিশাইয়া দিলেই যদি ব্যক্তিগত সুখ ও স্বাধীনতার হ্রাস হয়, তবে আমাদিগকে সমাজ এবং স্ব স্ব পরিবার হইতেই সর্ব্বাগ্রে বিদায় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

স্থল বিশেষে একান্নবর্ত্তী প্রথা মনুষ্যকে অলসতা শিক্ষা দেয় এবং ইহা কতক পরিমাণে স্বাবলম্বনেরও বিরোধী। এইরূপ কতকগুলি কারণেই অধিকাংশ পাশ্চাত্য জাতি ইহার পক্ষপাতী নহে। বিবাহিত হইলেই তাহারা পিতামাতা প্রভৃতি পরিবারবর্গ হইতে পৃথক হইয়া যায়। স্বাধীনচিত্ত ব্যক্তি মাত্রেই পরভাগ্যোপজীবিকা অর্থাৎ অন্যের অন্নে প্রতিপালিত হওয়া আত্মসম্মানের হানীজনক বিবেচনা করেন। বস্তুতঃ, একজনে গায়ের রক্ত জল করিয়া উপার্জ্জন করিবে, আর দশজনে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া বসিরা অন্নধ্বংস করিবে, ইহা বিধাতারও অভিপ্রেত নহে। সুতরাং পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্যানুসারে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করতঃ সংসারের উন্নতিসাধনে চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আবার একান্নবর্ত্তী পরিবারের গৃহকর্ত্তা বা গৃহকর্ত্রীর দিগ দিয়া দেখিতে গেলে, প্রত্যেক পরিবারের সুখ স্নুবিধার্থে এতদ্রূপে ত্যাগস্বীকার গৃহিণীর কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মসঙ্গতও বটে।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে লিখিত আছে;—কণ্ঠগত প্রাণ হইলেও পিতামাতা স্ত্রীপুত্র, সহোদর এবং অতিথিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থ একাকী উদরপূর্ত্তি করিবে না। একথার পরেই লিখিত আছে;—"এই প্রকারে ক্রমে ভ্রাতাদিগকে ভাগিনেয়, ভ্রাতুষ্পুত্র, জ্ঞাতি, মিত্র ও ভৃত্যাদিগকেও গৃহী পালনপূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিবে। এভিন্ন, স্বধর্ম্মনিরত একগ্রামবাসী, অতিথি এবং উদাসীনদিগকেও পালন করিবে। গৃহস্থ যদি ঐশ্বর্য্য থাকিতেও এই প্রকার আচরণ না করে, তবে সে লোকগর্হিত পাপী

হয় এবং তাহাকে পশুর সমান জ্ঞান করা উচিত।” (১) বস্তুতঃ আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ বা ধর্ম্মপ্রধান দেশে প্রাচীন ঋষিদিগের ব্যবস্থাই গ্রহণীয় এবং সমাজের কল্যাণকর। এমন কি, কর্ত্তব্যের আধিক্য বা গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য মহর্ষি মনু বলিয়াছেন ;—“বৃদ্ধ পিতামাতা, স্বাধ্বীস্ত্রী এবং শিশুসন্তানদিগকে প্রতিপালন জন্য যদি শত অপকার্য্যও করিতে হয় তাহাও গৃহীর কর্ত্তব্য। কারণ পরিবারবর্গের ভরণপোষণই স্বর্গ-প্রাপ্তির প্রশস্ত সোপান। যিনি তাহা না করেন ; তাহার নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। (২)

সংসারে সকলের অবস্থা সমান নহে ;—কেহ মূর্খ, কেহ জ্ঞানী, কেহ দুর্ব্বল, কেহ সবল ও কার্য্যক্ষম, আবার কেহ কেহ বা নানা কারণে কার্য্যসাধনে অক্ষম ও অযোগ্য। সুতরাং পরিবারবর্গের প্রত্যেকের অবস্থাই যে সমান হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। কেহ উপার্জ্জনশীল, কেহ নানা কারণে ধনোপার্জ্জনে অক্ষম। যে গৃহিণী ইহা বিবেচনা

---

(১) এবং ক্রমেণ ভ্রাতৃংশ্চ স্বস্ৃ-ভ্রাতৃসুতানপি।
জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েদ্ গৃহী॥
ততঃ স্বধর্ম্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ
অভ্যাগতানুদাসীনান্ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ॥
যদ্যেবং নাচরেৎ দেবি গৃহস্থো বিভবে সতি।
পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগর্হিতঃ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

(২) বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ স্বাধ্বী ভার্য্যাসুতঃ শিশুঃ।
অপকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥
ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্।
নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাৎ যত্নেন তং ভরেৎ॥”

মনুসংহিতা।

করিয়া, আপনার অবস্থার সহিত অপরের অবস্থার বিনিময় কল্পনা করতঃ সকল বিষয় বিচার ও বিবেচনা করিয়া চলিতে পারেন, তাহার গৃহে অসুখ এবং অশান্তির অভাব হয় না।

সুশীলে! মনুষ্য-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিবে, কেহ ক্ষণরাগী ও অসহিষ্ণু—অল্পেই অসন্তুষ্ট, বিরক্ত এবং অধীর হন; আবার কেহ বা স্বভাবতই ধীর ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সহজে চটেন না বা সামান্য কারণে অধীর হন না। সুতরাং পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাব ও প্রকৃতি ভালরূপে জানিয়া, তদনুসারে তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। "তুমি অন্য হইতে যেরূপ ব্যবহার পাইতে চাও, অন্যের প্রতিও তদ্রূপ ব্যবহার কর," যিনি এই উপদেশের সারমর্ম্ম বুঝিয়া সর্ব্বদা এই সাম্যভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন, তাহার সহিত অপরের সহজে বিবাদ বিসম্বাদ হইতে পারে না; কারণ উপরোক্ত মহৎভাব তাহাকে সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল করে। তুমি কার্য্যক্ষম ও উপার্জ্জনশীল পুরুষের স্ত্রী এবং তোমাদের সংসারের গৃহিণী, সুতরাং তুমি ইচ্ছা করিলে, ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া, সকলকে যা নয় তা বলিতে পার, পরিবারস্থ লোকদিগের উপর অন্যায়রূপে আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব করিতে পার। আশ্রিত লোকদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন এবং ঘৃণাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে পার; অক্ষম ব্যক্তিদিগকে বিড়াল কুকুরের ন্যায় ব্যবহার করিতে পার; কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তুমি যাহাদিগের প্রতি এতাদৃশ কঠোর ও অমানুষিক ব্যবহার কর, তাহারা যদি তোমার অবস্থাপন্ন হইতেন এবং তুমি তাহাদিগের কাঁহারও অবস্থায় পতিত হইতে, তাহা হইলে উপরোক্ত ব্যবহার তোমার নিকট কিরূপ অসহ্য ও যন্ত্রণাদায়ক হইত। অতএব কখন কাহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হইয়া তাহার প্রতি কঠোর ও কর্কশ

ব্যবহার করিবার সময়ে যদি উপরোক্ত মহৎ ভাবটী মনে রাখিতে পার, তাহা হইলে, আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, তুমি কখনও অন্যকে ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। অন্যের দোষ এবং অপরাধ ক্ষমা করিতে, ইহার ন্যায় দ্বিতীয় উপায় আর নাই।

পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, এরূপ গণনা অনুদার লঘুচিত্ত ব্যক্তিদিগেরই কার্য্য; উদারচরিত্র ব্যক্তির নিকট এ সংসারে সকলেই কুটুম্ব অর্থাৎ আত্মীয়।" (১)। সুশীলে! জগৎবাসী সমস্ত লোকের কথা ছাড়িয়া দাও, আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার মধ্যেই যাহারা আত্মপর গণনা করিতে থাকেন, তাহাদিগের চিত্ত যে কত লঘু এবং নীচাধম নীচ, তাহা আর কি বলিব! মনুষ্যের মনুষ্যত্ব কিসে? মানুষ পশুপক্ষ্যাদি অপর জন্তু হইতে কি গুণে শ্রেষ্ঠ এবং মহৎ? মনুষ্যেরা পশুপক্ষীর ন্যায় কেবলমাত্র আত্মসুখে রত নহে। মনুষ্য অন্যের সুখ সুবিধার জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে পারে, তাই আপনার মুখের গ্রাস অন্যের মুখে তুলিয়া দেয়। মনুষ্যেরা পশুপক্ষীর ন্যায় কেবলমাত্র স্ব স্ব সন্তান প্রতিপালন এবং তাহাদের অভাবমোচন করিয়াই সুখী হয় না; অন্যের সন্তানের দুঃখ দেখিলেও তাহাদের প্রাণ কাঁদে এবং তাহা দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা এবং যত্ন করে। ইহাই মনুষ্যের মহত্ব এবং এইসকল গুণেই মনুষ্য অপর জীবজন্তু হইতে শ্রেষ্ঠ। মানুষ অন্যকে সুখী করিয়া নিজে সুখানুভব করে। অতএব সংসারে থাকিয়া যদি সুখী হইতে চাও, তবে হৃদয়ের সংকীর্ণতা দূর কর, পরের সুখে সুখী হইতে শিক্ষা কর; সংসার সুখ ও শান্তিময় হইবে।

পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসই পারিবারিক বন্ধন এবং একতার প্রধান

(১) অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা লঘুচেতসাং।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

অন্তরায়। একে অন্যকে বিশ্বাস করাই স্বাভাবিক, যে গৃহে সেই স্বাভাবিক ভাবের অভাব, সেই গৃহেই ভালবাসারও অভাব ঘটে। অবিশ্বাসের ভাব মনুষ্যকে যেরূপ অনাত্মীয় এবং দূরস্থিত করে, অন্য কিছুতেই তদ্রূপ করিতে পারে না। যে গৃহে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস নাই, তথায় শান্তি-সুখের আশা করা বৃথা। বুদ্ধিমতী গৃহিণীগণের এরূপ অবিশ্বাসের অন্ধকারময় গৃহে বিশ্বাসের আলো জ্বালিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন ;—"বস্তু সমূহের উজ্জ্বল দিক দর্শন করিবার ক্ষমতা, বৎসরে লক্ষাধিক মুদ্রালাভ অপেক্ষাও অধিক লাভজনক।" বস্তুতঃ, যিনি লোকের গুণ দেখিতে জানেন, দোষ উপেক্ষা করিয়া গুণ-ভাগ গ্রহণ করিতে পারেন, তদ্রূপ গুণগ্রাহী ব্যক্তির সহিত কাহারও অপ্রণয় হইবার সম্ভাবনা নাই। অমিশ্রদোষ বা অমিশ্রগুণ কোন মনুষ্যেই সম্ভবে না ; মনুষ্য দোষ গুণে বিমিশ্রিত। যাহার গুণের ভাগ যে পরিমাণে অধিক, তিনি তদনুসারে লোক-সমাজে সাধু এবং সম্মানিত হন। উদারচিত্ত সদাশয় ব্যক্তিরা অপরের দোষ উপেক্ষা করিয়া গুণ-গ্রহণ করতঃ সংসারে শান্তিসুখ আনয়ন করেন। অন্যের দোষানুসন্ধান এবং দোষকীর্ত্তনের কু অভ্যাসই, অনেক স্থলে, পরস্পরের মধ্যে অপ্রণয় এবং বিরোধের কারণ হয়। পরনিন্দা মহাপাপ।

পরিবারের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, সকলেরই তদ্বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মনুষ্যের বয়স এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্যেরও পরিবর্ত্তন হইতে থাকে ; কারণ, এক সময়ে যিনি কন্যা, সময়ান্তরে তিনিই আবার জননী, এক সময়ে যিনি পুত্রবধূ অন্য সময়ে তিনিই শ্বাশুড়ী, একের সহিত সম্পর্কে যিনি ভ্রাতৃবধূ অপরের সহিত সম্পর্কে তিনিই আবার ননদিনী। সময়, অবস্থা এবং

সম্বন্ধের বিভিন্নতানুসারে, এই প্রকারে একজনেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়।

সভ্যসমাজে পুরুষেরা আজীবন এক গৃহেই বাস করে; কিন্তু সামাজিক রীত্যনুসারে স্ত্রীলোকদিগকে প্রথমে পিতৃগৃহে, পরে বিবাহিতা হইলে শ্বশুর গৃহে যাইয়া বাস করিতে হয়। সুতরাং উক্তরূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের কর্ত্তব্যেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। পিতৃগৃহে পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং ভগিনী প্রভৃতির প্রতি যে সকল কর্ত্তব্য ছিল, শ্বশুরালয়ে তাহা পিতৃ-মাতৃস্থানীয় শ্বশুর শ্বাশুড়ীর প্রতি, ভ্রাতৃস্থানীয় দেবর ও ভাসুরদিগের প্রতি এবং ভগিনীস্থানীয়া দেবর-পত্নী ও ভাসুর-পত্নীগণের প্রতি পর্য্যবসিত হয়। অতএব শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে পিতা মাতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিবে।

বিবাহই পরিবার বন্ধনের প্রথম এবং প্রধান সোপান। সেই বিবাহ মন্ত্রের এক স্থলে আছে ;—"হে কন্যে! তুমি শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদিনী এবং দেবর প্রভৃতির নিকট বাসিনী হও, অর্থাৎ প্রিয়কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগের ভালবাসা আকর্ষণ কর।" (১)

মহাভারতে দ্রৌপদী সত্যভামার সংবাদ কথনে, দ্রৌপদী সত্যভামাকে বলিয়াছিলেন ;—"আমি শ্বশ্রূকে কখনও নিন্দা করি না ; সর্ব্বদা সর্ব্বতো-ভাবে সংযমিত হইয়া চলি। * * * গুরু শুশ্রূষা দ্বারাই ভর্ত্তৃগণ আমার বশতাপন্ন হইয়াছেন। এই বীরপ্রসবিনী, সত্যবাদিনী, পৃথানন্দিনী, পৃথিবীসমা আর্য্যা কুন্তীকে আমি স্বয়ং ভোজন, পান ও আচ্ছাদন দ্বারা নিত্যকাল পরিচর্য্যা করিয়া থাকি ; বসন, ভূষণ বা ভোজন দ্বারা কদাচ তাহাকে অতিক্রম করি না।

(১) ওঁ সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্রূংভব।
ননন্দারিচ সাম্রাজ্ঞী ভব সাম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥

আমাদের হিন্দু-পরিবারে শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের সহিত নববধূদিগের কথা বলিবার রীতি নাই। কাজেই কেহ এই নিয়মের অন্যথাচরণ করিলে, লোকসমাজে তাহাকে নির্লজ্জা বলিয়া নিন্দনীয় হইতে হয়। সুশীলে! আশা করি, তুমি এ কুরীতির অধীন হইয়া চলিবে না। শ্বশুরকে পিতা এবং শাশুড়ীকে মাতৃ সম্বোধনে অসঙ্কুচিত-চিত্তে তাহাদিগের নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিবে।

১। **শ্বশুর শাশুড়ী।**—সুশীলে! শ্বশুর শাশুড়ী তোমার গুরু এবং পরম হিতৈষী। যাহাতে তোমার ভাল হয়, সংসারের উন্নতি হয়, এবং পরিবারস্থ সকলে শান্তিসুখে থাকিতে পারে, ইহাই তাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা এবং সতত চেষ্টা। স্বামী-গৃহে শ্বশুর শাশুড়ী থাকিলে কোনও ভয় ভাবনা থাকে না; বড়গাছের আড়ালে থাকার ন্যায় নিরাপদ ও নিশ্চিন্তভাবে থাকা যায়। গৃহিণীর গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার শাশুড়ীর মাথায় রাখিয়া, তাঁহার আদেশ এবং উপদেশ মতে চলা অপেক্ষা সুখ ও সুবিধার বিষয় আর কি হইতে পারে? শাশুড়ী বর্ত্তমানে আপনাকে কখনও গৃহকর্ত্রী মনে করিয়া, তাঁহার বিনা অভিপ্রায়ে এবং বিনানুমতিতে সাংসারিক কোনও কার্য্য করিবে না।

বার্দ্ধক্যবশতঃ শাশুড়ী স্বয়ং সাংসারিক কার্য্যকর্ম্ম করিতে অসমর্থা হইলে, সর্ব্বদা তাঁহার আদেশ এবং উপদেশ লইয়া গৃহ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। কোনও বিষয়ে তাঁহার বুঝিবার ত্রুটি হইলে, বিনীতভাবে তাহা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে। তাঁহার সহিত কোন বিষয়ে মতভেদ হইলে, অনেকস্থলে কর্ত্তব্যের অনুরোধে, তাঁহারই মতের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। আজকাল তোমাদিগের মধ্যে অনেকে কিছু কিছু লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছেন; এ কারণ তোমাদের মধ্যে কাহারও বিশ্বাস থাকিতে পারে, প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা তোমাদের বুদ্ধি এবং বিবেচনাশক্তি

অধিক। কিন্তু একটুকু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, প্রাচীনা গৃহিণীরা গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনে কার্য্যগত যে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা লাভ করিতে তোমার ন্যায় নববধূদিগের বহু বিলম্ব আছে। কারণ কার্য্যগত শিক্ষার সহিত পুস্তকগত শিক্ষার কোন তুলনাই হইতে পারে না।

শ্বশুর শাশুড়ীকে গৃহদেবতার ন্যায় সেবা পরিচর্য্যা করিবে। কুপোষ্য-জ্ঞানে তাঁহাদিগকে কদাচ অযত্ন বা অনাদর করিবে না। তাঁহারা তোমার গুরুর গুরু; সুতরাং মহাগুরু। যিনি সতত ভক্তিপূর্ব্বক বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা ও পরিচর্য্যা করেন, ঈশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন।

"বৃদ্ধাবস্থায় লোক বালকের স্বভাব প্রাপ্ত হয়।" সামান্য কারণে অথবা বিনা কারণেও সময় সময় বৃদ্ধদিগকে রাগান্বিত হইতে দেখা যায়। সময় সময় নানা সুখসেব্য দ্রব্যভোগে তাঁহাদিগের অভিলাষ জন্মে। কথায় কথায় ভ্রম হয়, অল্পেই তাহারা আপনাদিগকে অনাদৃত এবং অপমানিত মনে করিয়া শোক প্রকাশ করেন। বুদ্ধিমতী গৃহিণীরা ইহা বিবেচনা করিয়া, শিশুদিগের ন্যায় বৃদ্ধদিগেরও সকল আব্দার অম্লান বদনে সহ্য করেন। লক্ষ্মীচরিতে লিখিত আছে;—"যে গৃহে বৃদ্ধ এবং শিশুরা সন্তুষ্ট থাকে, হে নারায়ণ! আমি সেই গৃহে সদা বাস করি!" তাই সাধারণ কথায় বলে, "অদন্তের হাসি, বড় ভালবাসি।"

বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীকে কুপোষ্যজ্ঞানে অনাদর এবং অযত্ন করা যেমন অধর্ম্ম, তেমনি পুত্রকন্যাগণেরও কুশিক্ষার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। এ বিষয়ে দেশপ্রচলিত একটী গল্প তোমাকে বলিতেছি;—কোন পরিবারে এক বৃদ্ধা অতি বার্দ্ধক্যহেতু সাংসারিক কার্য্য কর্ম্ম করিতে অসমর্থ হওয়াতে, পুত্রবধূর বিবেচনায় তিনি কুপোষ্য। কিন্তু কুপোষ্য হইলেও লোক-

নিন্দার ভয়ে, তাহাকে দিনান্তে এক মুঠো ভাত দিবার ব্যবস্থা ছিল। এবং তজ্জন্য একখানি সামান্য কাঠের বাসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। এক সময়ে যিনি সংসারের একমাত্র কর্ত্রী এবং সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন, আজ তিনি পুত্রবধূর দয়ার পাত্রী! বলা অধিক, বৃদ্ধা চলিতে অসক্তা হইলেও সেই কাঠের বাসনখানি, তাহার নিজেরই ধুইয়া রাখিতে হইত। একদিন আহারান্তে ঘরের বাহির হইবার সময় বৃদ্ধা আছাড় পড়াতে তাহার একমাত্র ভোজনপাত্র—সেই পুরাতন কাঠের বাসনখানি ভাঙ্গিয়া যায়; তদৃষ্টে গৃহস্থের এক অবোধ বালক বৃদ্ধাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে, গৃহিণী তাহাতে বাধা দিতে যাওয়ায়, বালক সরলমনে বলিল;—"দেখ্‌ছ না? বুড়ী আমাদের কাঠের বাসনখানা ভেঙ্গেছে, তুমি বুড় হলে আমার স্ত্রী তোমায় কিসে ভাত দেবে?" অবোধ বালকের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া গৃহিণীর চৈতন্যোদয় হইল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, চরমে এ দুর্গতি তাহাকেও ভোগ করিতে হইবে।

এক রাজ্যে যেমন একাধিক রাজা থাকিতে পারে না, তদ্রূপ এক গৃহে একাধিক গৃহিণী বা গৃহকর্ত্রী থাকাও সম্ভবপর নহে। সুতরাং শাশুড়ী বর্ত্তমানে তুমি নিজে কখনও কোন বিষয়ে কর্তৃত্ব বা আধিপত্য করিতে যাইও না। আদিষ্টা দাসীর ন্যায় সতত তাঁহার আদেশের অনুবর্ত্তিনী হইয়া, সংসারের তাবৎ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। যদি তুমি তাঁহার আদেশ পালনে, সুখ ও সন্তোষ-সাধনে এবং তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদনে প্রাণপণে চেষ্টা ও যত্ন করিতে পার, তবে তিনিও অবশ্যই তোমার সুখ সুবিধা এবং সর্ব্বপ্রকার অভাবমোচন জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা ও যত্ন করিতে কখন কুণ্ঠিত হইবেন না। সেই গৃহিণীই পরমসুখী এবং সৌভাগ্যশালিনী, যিনি, নিজের সুখ দুঃখের বিষয় উদাসীন থাকিয়া, পরিবারবর্গের সুখ সুবিধার জন্য সতত চিন্তিত এবং চেষ্টিত।

গৃহিণী সংসারের সকল ধন সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী না হইলেও তৎসমুদায়ের একমাত্র কর্ত্রী এবং রক্ষয়িত্রী ; সুতরাং তাঁহার বিনা অভিপ্রায়ে এবং বিনানুমতিতে কোন কিছু ব্যয় করিবার বা সাংসারিক কোন নূতন বন্দোবস্ত করিবার অধিকার অপরের নাই। অতএব কাহাকেও কোন দ্রব্যাদি দিতে ইচ্ছা হইলে কিম্বা নিজের কোনও কিছু প্রয়োজন হইলে, তাহা গৃহকর্ত্রীকে জানাইবে। সংসারের অবস্থানুসারে তাহা দেওয়া সঙ্গত এবং সম্ভবপর হইলে, তিনি অবশ্যই তাহা দিবেন। আর সংসারের অবস্থা বিবেচনায়, তিনি তাহা দিতে না পারিলেও, তাহাতে তোমার বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নহে।

স্বামীকে একচেটিয়া মনে করা কাহারও উচিত নহে ; কারণ স্বামীর উপর স্ত্রীর যে অধিকার আছে, পুত্রের উপর পিতা মাতার অধিকার তদপেক্ষায় কম নহে। যে গৃহিণী তাহা বিবেচনা না করিয়া, শ্বশুর শাশুড়ীকে, পুত্রের প্রতি তাঁহাদিগের ন্যায্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চান, তিনি পারিবারিক অশান্তি এবং গৃহবিবাদের কারণ উপস্থিত করেন। মনে কর, তোমার ছেলে যদি পুত্রবধূর কুমন্ত্রণায় তোমাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিতে চায়, কিম্বা তোমাকে ভরণপোষণ করিতে অস্বীকার করে, তবে তোমার প্রাণে কি বিষম কষ্টের উদয় হয়, একবার ভাবিয়া দেখ।

সুশীলে ! এ বিষয়ে একটা গল্প তোমাকে বলিতেছি। একদা নিমাই নামে এক গৃহস্থ চালে উঠিয়া ঘর ছাউনি করিতেছিল, অনেক সময় রৌদ্রের মধ্যে কাজ করাতে নিমাইর গা দিয়া ঘাম পড়িতেছিল, ইহা দেখিয়া, তাহার স্নেহময়ী জননীর প্রাণ কাঁদিল, তাই তিনি তখনকার জন্য নামিয়া আসিতে পুত্রকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। কিন্তু নিমাই মায়ের প্রাণ অর্থাৎ মাতৃস্নেহ বুঝিতে না পারিয়া অতি বিরক্তির

সহিত উত্তর করিল; "রৌদ্রে যে কিছু কষ্ট তা আমারই হইতেছে তাতে তোমার কি? আমার যখন ইচ্ছা হয় নামিয়া যাইব।" বৃদ্ধা জননী, নির্ব্বোধ পুত্রের কথার, কোনও প্রত্যুত্তর না করিয়া, নিমাইর একটী ছোট ছেলেকে রৌদ্রে রাখিয়া দিলেন। রৌদ্রোত্তাপে ছেলের গা দিয়া ঘাম পড়িতেছে, এবং মুখ চোক্ আরক্তিম হইয়াছে, ইহা দেখিয়া, নিমাই ছেলেকে ঘরে তুলিয়া লইবার জন্য সকলকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল। কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না; কারণ বৃদ্ধা পূর্ব্বেই সকলকে নিষেধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং ছেলেকে ঘরে তুলিয়া নিবার জন্য নিমাই নিজেই নীচে নামিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। তখন বৃদ্ধা পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; "বাবা! সন্তানের কষ্টে মা বাপের কি হয়, তাহা এখন বুঝিলে ত?" বস্তুতঃ! একে অন্যের মনের প্রকৃত ভাব এবং স্নেহ-মমতা বুঝিতে না পারাতেও সংসারে অনেক অনর্থ ঘটিয়া থাকে।

২। **ভাসুর ও দেবর এবং দেবর পত্নী প্রভৃতি**। সুশীলে! ভাসুর ও দেবরকে ভ্রাতা এবং ভাসুর ও দেবর-পত্নীদিগকে ভগিনী জ্ঞানে, তাহাদিগের সুখ দুঃখের সহিত নিজের সুখ দুঃখ মিশাইয়া সংসারের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। যাহাতে পরস্পরের মধ্যে কোন বিষয়ে মতান্তর এবং ভাবান্তর না ঘটে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে। ভাসুর-পত্নীকে বড় ভগিনীর ন্যায় ভক্তি এবং দেবর-পত্নীকে ছোট ভগিনীর ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিবে। ইহারা গৃহের ভূষণ স্বরূপ। অতএব যাহাতে তাঁহারা প্রসন্ন থাকেন, গৃহিণীর তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শাশুড়ীর অভাবে ভাসুর-পত্নীকেই সংসারের গৃহিণী বা গৃহকর্ত্রীর পদে বসাইয়া তাহার আদেশ এবং উপদেশ মতে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। শাশুড়ী গৃহিণী থাকিলে, তোমাকে যে ভাবে চলিতে এবং

সাংসারিক কার্য্য কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছি, ভাসুর-পত্নী গৃহকর্ত্রী হইলেও ঠিক সেই নিয়মে চলিবে। যদি কোনও কারণে তিনি ইচ্ছা-পূর্ব্বক গৃহিণীর কর্ত্তব্য ভার তোমার উপরে ন্যস্ত করেন, তবে তুমি যে তাহার প্রতিনিধিস্বরূপে কার্য্য করিতেছ এই ভাব যেন সর্ব্বদা তোমার মনে থাকে। সকল বিষয়ে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবে। বুদ্ধিমতী গৃহিণীরা ছোট বড় নির্ব্বিশেষে পরিবারস্থ সকলের সহিতই পরামর্শ করিয়া, সাংসারিক তাবৎ কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, এমন কি দাস দাসীগণের সহিত পরামর্শ কবিয়া কার্য্য করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হয়েন না। সকলে পরামর্শ করতঃ একমত হইয়া, কার্য্য করিলে সকল কার্য্যই নিরাপদে এবং নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হয়; পক্ষান্তরে কাহারও কোন অসন্তোষ বা বিরক্তির কারণ থাকে না। তাই কথায় বলে, "দশে মিশি করি কাজ, হারি জিতি নাই লাজ।"

পরিবারস্থ প্রত্যেকের সুখদুঃখ এবং অভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলা আবশ্যক। সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি এবং সমান ভাব না থাকিলে সংসারে একতা থাকিতে পারে না। একতাই সম্মিলিত পরিবারের জীবন। নিজের ছেলে মেয়েদিগকে যে ভাবে দেখ ও আদর যত্ন এবং শাসনাদি কর, পরিবারস্থ অন্যান্য ছেলে মেয়েদিগকেও সেইভাবে দেখিবে, এবং আদর, যত্ন ও শাসনাদি করিবে।

স্নেহ-মমতা দ্বারা, এবং সরলভাবে মিলিয়া মিশিয়া, দেবর-পত্নী-দিগকে আজ্ঞাবহ করিতে হইবে। তুমি বয়সে বড়, সম্পর্কে বড়, এবং সংসারের কর্ত্রী, সুতরাং তাহাদিগের সহিত সখ্যভাবে মিলিতে গেলে মান সম্ভ্রম থাকিবে না বা তাহারা গুরু বলিয়া মান্য করিবে না এই ভয় করিয়া চলিবে না। যদি তুমি নিজের মান ও নিজের গৌরব নিয়া, দূরে দূরে থাকিতে চাও, মন খুলিয়া তাহাদিগের সহিত না মিশ এবং

কথাবার্ত্তা না বল, তবে কিরূপে তাহাদিগের মন পাইবে? ভয় অপেক্ষা ভালবাসার শাসনই অধিক কার্য্যকারী হয়।

বয়োকনিষ্ঠাদিগের কাজের দোষ বা ক্রটী না ধরিয়া, তাহাদের গুণের পক্ষপাতী হইবে। কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহাদিগের কোনও দোষ বা ক্রটী দেখাইতে হইলেও অন্য লোকের সন্মুখে সে কথা না বলিয়া, একাকী শান্তভাবে এবং মিঠা কথায়, তাহা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে। অন্যের নিকট তাহাদের যত ইচ্ছা গুণকীর্ত্তন করিতে পার; কিন্তু কখনও কোন দোষের কথা বলিবে না। ঘরের দোষ বাহির করাতে, অনিষ্ট বই কোনও ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই।

নিজে না খাইয়া এবং না পরিয়াও নিজের ছেলে মেয়েদিগকে খাওয়াইতে এবং পরাইতে পারিলে যেমন সুখী হও, দেবর-পত্নী প্রভৃতির প্রতিও সেই ভাব থাকা চাই। বিশেষতঃ তাহাদিগের ছেলে মেয়েদিগকে নিজের পুত্রকন্যা নির্ব্বিশেষে ব্যবহার করিতে সতত সচেষ্ট এবং সাবধান হইবে।

স্ত্রীলোকদিগের প্রথম বয়সে বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হইবার বাসনা অধিকতর প্রবল থাকে; সুতরাং অবস্থার অনধীন না হইলে, এ সকল বিষয়ে তাহাদের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবে। আর অবস্থানুসারে প্রার্থীত বস্ত্রালঙ্কার দেওয়া সম্ভবপর না হইলে, তাহা তাহাদিগকে এরূপভাবে বুঝাইয়া বলিবে যে, তাহারা যেন বেশ বুঝিতে পারে যে, তুমি তাহাদের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিয়া আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছ এবং অবস্থায় কুলাইলে তাহা অবশ্যই দিতে।

সংসারের তাবৎ কার্য্যই গৃহিণীর স্বকর্ত্তব্য এবং তজ্জন্য তিনি দায়ী। তিনি একাকিনী সংসারের সমস্ত কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন না, তাই অন্যান্য সকলের সাহায্য লইতেছেন এরূপভাবে কাজের বিলি

বন্দোবস্ত করিলে, সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিবে। ছোট বড় সকলেরই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে। সেই স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া সকলকে নিয়মের অধীন করিয়া চালাইতে হইবে। ব্যক্তি বিবেচনায় কার্য্যবিভাগ করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

হিন্দু পরিবারে স্ত্রী পুরুষের একত্র আহারের রীতি নাই; কিন্তু পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের একসঙ্গে আহারের কোনও বাধা দেখা যায় না এবং পূর্ব্বাপর এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। অতএব দেবর-পত্নী, পুত্র-বধূ এবং ননদিনী প্রভৃতি বয়োকনিষ্ঠাদিগের সঙ্গে একত্র আহার করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইও না। এইরূপে একত্র আহার যেমন সুখদায়ক, তেমনি আহার সম্বন্ধে ইহাতে পারিবারিক কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ জন্মিতে দেয় না।

যদিও উপদেশের সময় বলা হয় যে, নিজের স্বামী, পুত্র এবং কন্যাগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবে ও তাহাদিগকে যে ভাবে দেখিবে, পরিবারস্থ অন্যান্য স্ত্রীদিগের স্বামী, পুত্র এবং কন্যার প্রতিও যেন ঠিক সেই ভাব থাকে; কিন্তু কার্য্যতঃ কেহই তদ্রূপ সমভাব রক্ষা করিতে পারেন না এবং তাহা স্বাভাবিক বলিয়াও আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। অতএব তোমার ভাসুর-পত্নী কিম্বা দেবর-পত্নী তাহার স্বামী কিম্বা পুত্র কন্যাদিগের সুখ-সুবিধার জন্য যে ভাবে খাটিতেছেন, তোমার স্বামী কিম্বা পুত্র কন্যাদিগের জন্য তিনি ঠিক সেই ভাবে খাটেন না, ইহা মনে করিয়া, তাহাদিগের প্রতি কখনও অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হইও না। কারণ এরূপ ব্যক্তিগত ভাব এবং বৈষম্য স্বাভাবিক। তুমি তোমার স্বামীর সুখের জন্য, পুত্র কন্যাগণের হিতের জন্য, যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পার; কিন্তু অন্য কাহারও জন্য ততোধিক ত্যাগস্বীকার করিতে পার না বলিয়াই কি তোমাকে অন্যের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে অসমর্থা বলিব?

৩। **ননদিনী প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্য।**—স্বামীর ভগিনী অর্থাৎ ননদিনীদিগকে নিজের ভগিনী জ্ঞানে, তদ্রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বয়োজ্যেষ্ঠাদিগকে বড় ভগিনীর ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে, সমবয়স্কাদিগকে সখির ন্যায় ভালবাসিতে আর বয়োকনিষ্ঠাদিগকে ছোট ভগিনীর ন্যায় স্নেহ-মমতা করিতে হইবে। সাধারণতঃ অবিবাহিত কাল পর্য্যন্তই ইহারা পিতৃগৃহে বাস করে, এজন্য ইহাদিগের সহিত আমাদের স্বার্থসম্বন্ধ ক্ষণস্থায়ী; সুতরাং বিরোধের সম্ভাবনা অধিক নহে। তবে দুর্ভাগ্য-বশতঃ, অনেক সময়, হতভাগিনী কুলীন-কন্যা এবং বাল-বিধবারাই পিত্রালয়ে আজীবন বাস করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ ভ্রাতার অন্নে প্রতিপালিতা ননদিনীদিগের সহিত, অনেক স্থলে, ভ্রাতৃ-বধূ গৃহিণীগণের অনৈক্য এবং অসদ্ভাব হয়। এই অসদ্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করিলে, উভয়ের মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে দোষ দৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু ননদিনীগণের দোষ বা গুণের সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়; সুতরাং এস্থলে আমি তোমাকে তদ্বিষয়ে কোনও কথা না বলিয়া, তাহাদিগের প্রতি গৃহিণীর কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি।

পিতামাতার উপর পুত্রের ন্যায় কন্যার সকল বিষয় অধিকার এবং দাবী দাওয়া থাকিলেও, আমাদিগের সামাজিক রীত্যনুসারে প্রধানতঃ পুত্রগণই পিতার ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়। বিবাহিতা হইলে কন্যা পতিগৃহে যাইয়া স্বামীর ধন-সম্পত্তির অধিকারিণী এবং কর্ত্রী হন, সুতরাং পিতৃধনে তাঁহার কোনও দাবী দাওয়া থাকিলেও তিনি তাহার প্রত্যাশা করেন না; কিন্তু কোনও কারণে তাহাকে পিতৃগৃহে থাকিতে হইলে, পিতার ধন-সম্পত্তিতে তাহারও অধিকার থাকে।

সুশীলে! তোমার ভরণপোষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তোমার স্বামী যেমন তোমার নিকট দায়ী; তোমার ননদিনীর ভরণপোষণ এবং

রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও তিনি তাঁহার নিকট দায়ী। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যেরূপ দাবী ; ভাইয়ের প্রতিও ভগিনীর তদ্রূপ দাবী দাওয়া আছে। অতএব স্বামী তোমার একচেটিয়া, তোমার নিকটই সকল বিষয়ের জন্য দায়ী এবং তোমার সুখ সুবিধার চেষ্টাই তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য, তুমি ভ্রমেও এরূপ মনে করিও না। এতদ্রূপ স্বার্থভাবই সকল অনর্থের মূল। অশিক্ষিতা বধূ স্বামীগৃহে আসিয়াই ভাবেন ;—"স্বামী ত আমার একচেটিয়া, তাহার উপর আর কাহারও কোন দাবী দাওয়া থাকিতে পারে না এবং স্বামীর যাহা কিছু আছে সে সমস্তই আমার ; ননদিনী প্রভৃতি আমারই অন্নে প্রতিপালিতা ; সুতরাং আমার অনুগ্রহের পাত্রী।" কিন্তু বুদ্ধিমতী গৃহিণী কখনও এরূপ ভ্রমে পতিত হন না। কারণ তিনি জানেন, স্বামীর উপর তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং ভগিনী প্রভৃতি সকলেরই দাবী দাওয়া আছে ; সুতরাং তিনি কাহাকেও তাঁহার ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত করিয়া স্বামীকে একচেটিয়া করিতে চেষ্টা করেন না।

পতি-পুত্রহীনা বিধবা বা পতি থাকিতেও পতি-বিয়োগবিধূরা কুলীন কন্যাগণ পারতপক্ষে পিত্রালয়ে থাকিয়া ভ্রাতার অন্নে প্রতিপালিত হইতে ইচ্ছা করেন না। বস্তুতঃ পতি-পুত্রের অভাব না হইলে, তাহারাও আজ তোমার ন্যায় দশজনের একজন হইতেন এবং নিজের সংসার-ধর্ম্ম নিয়াই সতত ব্যস্ত থাকিতেন। তুমি ইচ্ছা করিয়াও তাহাদিগকে একদিন বই দুই দিন তোমার বাড়ীতে রাখিতে পারিতে না। অদৃষ্টের দোষে বা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে আজ তাহাদের এই দুর্দ্দশা! ভাবিয়া দেখ, তোমার সুখেই তাহাদের সুখ, তোমার সংসারের উন্নতিতেই তাহারা সন্তুষ্ট এবং তোমার সংসারের হিতার্থেই তাহারা গায়ের রক্ত জল করিতেছে। কোন কিছুর অপচয় হইতে দেখিলে, তোমার ভালর

জন্যই সময় সময় দুই এক কথা বলিয়াও থাকে। অতএব এই সকল বিবেচনা করিয়া ননদিনীগণের সকল আব্দার সহ্য করিবে। যাহাতে তাহাদের নিরাশপ্রাণে কোনও আঘাত না লাগে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, তাহাদিগকে সতত সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা ও যত্ন করিবে।

সুশীলে! পরিবার মধ্যে অপর কোন বিধবা কিম্বা পুত্রকন্যাহীনা রমণী থাকিলে, তাহাদিগের শোক-দুঃখ দূরীকরণেও সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবে। যাহাতে তোমার পুত্রকন্যাগণের দ্বারা তাহাদের শূন্য-হৃদয়ে শান্তি-সুখের উদ্রেক করিতে পার, যাহাতে তাহারা তোমার সন্তানগণের স্নেহ-মমতায় ভুলিয়া থাকিতে পারে, তদ্রূপ যত্ন করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইও না।

৪। **পুত্রবধূর প্রতি কর্ত্তব্য।**—সুশীলে! এক সময়ে যিনি পুত্রবধূ, সময়ের পরিবর্ত্তনে তিনিই আবার শাশুড়ী। সুতরাং পুত্রবধূর যেরূপ শাশুড়ীর আজ্ঞাবহ হইয়া, তাহারই আদেশ এবং উপদেশ অনুসারে চলা কর্ত্তব্য; শাশুড়ীরও তদ্রূপ পুত্রবধূকে কন্যা নির্ব্বিশেষে স্নেহের চক্ষে দেখা এবং তাহার সুখ-সুবিধার জন্য সতত চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অনেকস্থলে দেখা যায়, শাশুড়ী অসঙ্গত রূপে কন্যার পক্ষাবলম্বনে পুত্রবধূকে নির্য্যাতন করিতে চেষ্টিত হইয়া সংসারে ঘোরতর অশান্তি আনয়ন করেন। বস্তুতঃ এইরূপ পক্ষপাত যেমন একদিগে পুত্রবধূ এবং ননদিনীর মধ্যে সৈথ্য ভাবের অন্তরায়, অন্যদিগে আবার, কোন কোন স্থলে, মাতা এবং পুত্রের মধ্যেও বিরুদ্ধভাব আনয়ন করে। শাশুড়ীর পক্ষপাতিতা দোষে অনেক সময় পুত্রবধূদিগের মধ্যেও ভাবান্তর এবং মতান্তর ঘটিয়া বিরোধ উপস্থিত করে। পুত্রবধূর দোষানুসন্ধান করা এবং পাড়াপ্রতিবাসীগণের নিকট তাহার কুৎসা করা, অশিক্ষিতা শাশুড়ীর একটা গুরুতর দোষ। শাশুড়ীর কুব্যবহার এবং জ্বালা যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিতে না পারিয়া, অপরিণতবয়স্কা পুত্রবধূকে, সময়

সময়, আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে দেখা যায়। অতএব শাশুড়ী মাত্রেরই বিশেষ সতর্কতা এবং স্নেহ-মমতার সহিত আদর যত্ন করিয়া পুত্রবধূকে আপনার অধীন করিয়া লইতে হইবে। "ছেলে আমার অপেক্ষাও বউয়ের বেশি পক্ষপাতী এবং বাধ্য," এইরূপ দোষারোপ করিয়াও, অনেক স্থলে, নির্ব্বোধ শাশুড়ী পুত্রবধূকে নির্য্যাতন করিতে চেষ্টিত হন, এবং গৃহে অশান্তি আনয়ন করেন। আবার অনেকস্থলে পুত্রবধূদিগকে সমান ভালবাসিতে না পারাতেও তাহাদিগের মধ্যে হিংসা দ্বেষ জন্মে।

এমনও দেখা যায় যে, পরস্পরের মধ্যে মতান্তর বা ভাবান্তর উপস্থিত হইলে, পাড়াপ্রতিবাসীদিগকে ডাকিয়া সাক্ষী বা মধ্যস্থ নিযুক্ত করতঃ তদুপলক্ষে ঘরের কথা এবং নিজেদের দোষ-ত্রুটী বাহির করিয়া দেওয়াতে সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

৫। **দাস দাসীগণের প্রতি কর্ত্তব্য।**—একভাবে দেখিতে গেলে মনুষ্য মাত্রেই স্বাধীন; আর একভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, মনুষ্যের ন্যায় পরাধীন জীব জগতে আর দ্বিতীয় নাই। কারণ মনুষ্য মাত্রেই পরস্পর পরস্পরের জন্য খাটিতেছে, তন্মধ্যে কেহ বেতনের বিনিময়ে, কেহ ভালবাসা এবং স্নেহ-মমতার বিনিময়ে এবং কেহ কেহ বা অন্যবিধ স্বার্থের বিনিময়ে অপরের সেবা পরিচর্য্যা এবং কর্ত্তব্যকার্য্যে সাহায্য করিতেছে; সুতরাং সকলেই পরাধীন এবং পরস্পরের দাস দাসী। এরূপ অবস্থায় দাস দাসীদিগকে ছোটলোক মনে করিয়া অবজ্ঞা ও অনাদর করা উচিত নহে। দাস দাসীরাও আমাদিগের পরিবারের লোক এবং সকল বিষয়ে সুখ দুঃখের ভাগী; অতএব আমাদিগের মধ্যে এইভাব যাহাতে থাকে, তাহা করিবে। বস্তুতঃ তাহাদের অধীনতার মধ্যেও যাহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে।

দাস দাসীগণের কার্য্যের ক্রটি দেখিলে, তাহা সংশোধনের জন্ম সময় সময় তিরস্কার করা আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু তাহারও সময় অসময় আছে, যখন তাহারা কোনও কারণে বিরক্ত বা রাগান্বিত থাকে, তখন তাহাদিগকে কোন কথা না বলাই বুদ্ধিমতী গৃহিণীর কর্ত্তব্য। কার্য্য কর্ম্মের ক্রটি দেখিলে যেমন তিরস্কার করিতে হয়, তেমনি আবার সৎকার্য্যের প্রশংসা করা এবং অবস্থানুসারে তজ্জন্য তাহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া আবশ্যক। তিরস্কার এবং পুরস্কার দুই চাই।

যে গৃহিণী দাস দাসীগণের দুঃখ দূরীকরণে এবং অভাব বিমোচনে সতত যত্নবতী থাকেন, দাস দাসীগণ কখনও তাহার কথার অবাধ্য হইতে পারে না। তাহাদের আহার এবং আরাম বিশ্রামের প্রতিও গৃহিণীর লক্ষ্য রাখা উচিত। স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার "স্ত্রীচরিত্র" পুস্তকে লিখিয়াছেন;—"দাসদাসী হীনজাতীয় লোক, যা হয় তাহাই উদরস্থ করুক, আর আমি প্রাতঃসন্ধ্যা ষোড়শোপচারে ভোজন করি; ইহাতে লোকজনের মন কখনও ভাল থাকে না, তাহারা হিংসা করে, চুরী করিতে শিক্ষা করে। যদিও তাহারা যদৃচ্ছা ভোজন করিতে পারে; তথাপি মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে রুচিকর ও প্রচুর আহার দিলে তুষ্ট হয় ও উৎসাহের সহিত নিজ কর্ত্তব্য পালন করে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন যে, সেবকদিগের সহিত মিষ্ট ব্যবহার করিবে। মুখের দোষে অনেক লোক গৃহ-সংসারে অসুখী হয়।"

সময় সময় গৃহ-শৃঙ্খলা এবং গৃহকার্য্য বিষয়ে দাস দাসীগণের সহিত পরামর্শ করতঃ কার্য্য করিতে চেষ্টা করিবে। এই প্রণালীতে তাহাদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করিলে, অনেক সময়, তাহা অতি সহজে সুসম্পন্ন হয়।

দাসদাসীগণের ন্যায্য বেতনাদি তাহাদিগকে যথাসময়ে দিবে। অপেক্ষাকৃত কম বেতনে চাকর রাখিতে চেষ্টা করিবে না।

পঞ্চম উপদেশ।

—o—

অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি কর্ত্তব্য।

"গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥"

গৃহস্থের গৃহে অল্পকাল যিনি থাকেন, তিনিই অতিথি। অতিথি সেবা গৃহস্থের একটী প্রধান ধর্ম্ম।"—গৃহধর্ম্ম।

অতিথি—"যাহার নাম গোত্র কিম্বা বাসস্থানাদি অজ্ঞাত এবং যিনি অকস্মাৎ গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন, তিনিই অতিথি"। (১)। আবার মনু বলিয়াছেন;—"যে ব্যক্তি পরগৃহে মাত্র একরাত্রি বাস করেন, তাহাকেই অতিথি বলে। একগৃহে দুই দিন অর্থাৎ দুই তিথি বাস করেন না জন্যই অতিথি নাম হইয়াছে।" (২)। মতান্তরে; "ভিক্ষার্থে বা ভোজনাদির নিমিত্ত বিনা আহ্বানে যিনি গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত হন তাহাকেই অতিথি বলা যায়।" পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "গৃহধর্ম্ম" পুস্তকে লিখিয়াছেন;—"গৃহস্থের গৃহে অল্পকাল যিনি থাকেন, তিনিই অতিথি।"

---

(১) যস্য ন জ্ঞায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ।
অকস্মাৎ গৃহমায়াতি সোঽতিথিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥

(২) একরাত্রন্তু নিবসন্ অতিথি ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
অনিত্যং হি স্থিতির্যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে॥
মনুসংহিতা।

অভ্যাগত, গৃহাগত এবং আগন্তুক প্রভৃতি শব্দ অতিথি শব্দের একার্থবোধক হইলেও ঠিক এক নহে। তথাপি অজ্ঞাত কুলশীলই হউন, আর সুপরিচিত ব্যক্তিই হউন, নিমন্ত্রিত কিম্বা অনিমন্ত্রিতই হউন, যিনি গৃহাগত হইয়া, গৃহস্থের গৃহে অস্থায়ীভাবে অল্পকাল মাত্র অবস্থান করেন, এস্থলে আমরা তাহাকেই অতিথি ও অভ্যাগত অর্থে বুঝিব। সুতরাং তাহারাই আমাদিগের পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত নরযজ্ঞের আরাধ্য অতিথি।

সুশীলে! হিন্দুশাস্ত্রকারগণ অতিথি সৎকারের গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্য যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এমন কি, তাঁহারা অতিথিকে ব্রাহ্মণাদি সকলজাতিরই গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শাস্ত্রে আছে;—"যদি কোন গৃহস্থ অতিথি সৎকার না করে, তবে অতিথি তাহার গৃহ হইতে নিরাশ হইয়া প্রতিগমন করিবার সময় তাহাকে স্বীয় সঞ্চিত পাপ প্রদান পূর্ব্বক তাহার পুণ্য-রাশি লইয়া যায়।" (১)। মহাভারতের একস্থলে লিখিত আছে; "দেবতা, পিতৃলোক এবং অতিথি গৃহস্থকেই অবলম্বন পূর্ব্বক তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন।"

মনু বলিয়াছেন;—"ঘৃত, দধি প্রভৃতি যে সমস্ত উৎকৃষ্ট দ্রব্য অতিথিকে ভোজন করান না হয়, গৃহস্থ স্বয়ং তাহা ভোজন করিবে না। যেহেতু যথাবিধি অতিথি-সৎকার করিলে ধন, যশ এবং আয়ুর্বৃদ্ধি ও স্বর্গলাভ হয়।"

গৃহিণীরা যখন গৃহের অধিকারিণী ও কর্ত্রী, তখন অতিথি সৎকার তাহাদিগেরই কর্ত্তব্যকার্য্য। "গৃহধর্ম্ম" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে;— "গৃহের রমণীরা অতিথি সেবা করিবেন, অসংকোচে অন্ন পানাদি দ্বারা পরিচর্য্যা করিবেন; ইহাই অতিথির সর্ব্বপ্রধান সুখ। নারীর পবিত্র

(১) অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥—বিষ্ণুপুরাণ।

সরল ব্যবহারের একপ্রকার শক্তি আছে, যদ্দ্বারা হৃদয় এবং মনকে উন্নত করে।”

আমি আমার কোন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে কেহ কোন ভদ্রলোকের গৃহে নিমন্ত্রিত হইলে, অথবা কোন অতিথি উপস্থিত থাকিলে, গৃহিণীর স্বহস্তে পরিবেশন করা রীতি। এমন কি, কোন বিশেষ প্রতিবন্ধকতায় গৃহিণী আদ্যন্ত পরিবেশন করিতে না পারিলে, অন্ততঃ যে কোন একটী দ্রব্য তাঁহার পরিবেশন করিতে হয়। এরূপ না করিলে, গৃহিণীর কর্ত্তব্যকার্য্য অসম্পন্ন থাকিয়া যায়; পক্ষান্তরে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরাও আপনাদিগকে অপমানিত মনে করেন।

লক্ষ্মী-চরিতে লিখিত আছে;—“যে গৃহিণী অতিথি অভ্যাগতগণকে পরিতৃপ্তরূপে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং ভোজন করেন, লক্ষ্মী তাহার গৃহে বাস করেন না।”

সুশীলে! একমাত্র আমাদের দেশে এবং হিন্দুদিগের মধ্যেই যে অতিথি অভ্যাগতগণের সেবা শুশ্রূষা করা পুণ্যজনক ও কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে তাহা নহে, সকল দেশে এবং সকল জাতির মধ্যেই অতিথি-সৎকারের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আবশ্যকতা বিষয়ে বিস্তর উপদেশ ও দৃষ্টান্ত আছে। তুমি আখ্যানমঞ্জরী ২য় ভাগে “অদ্ভুত আতিথেয়তা” বিষয়ক প্রবন্ধটী পড়িয়া থাকিবে; তাহাতে আরব দেশীয়দিগের আতিথ্য সৎকারের কেমন সুন্দর দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে আশ্রম চতুষ্টয়ের ধর্ম্মকথন স্থলেও উক্ত হইয়াছে;—“যে সকল পরিব্রাজক বা ব্রহ্মচারী ভিক্ষা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, গৃহস্থই তাঁহাদের আশ্রয়, সেইজন্য গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ। এই সকল ব্যক্তি যখন গৃহে উপস্থিত হইবেন, তখন গৃহস্থ কুশল জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক মধুর বাক্য কহিবে এবং সামর্থ্যানুসারে তাঁহাকে আহার, আসন

ও শয্যাপ্রদান করিবে। অতিথি হতাশ হইয়া যাহার গৃহ হইতে ফিরিয়া যান, সে ব্যক্তি অতিথির দুষ্কৃত গ্রহণ করে এবং অতিথি সেই গৃহস্থের সঞ্চিত পুণ্য লইয়া গমন করেন। অতিথির প্রতি অবজ্ঞা, অহঙ্কার-প্রকাশ, দম্ভ, দান করিয়া পরিতাপ, প্রত্যাখ্যান ও নিষ্ঠুরতা এই সমুদায় গৃহস্থের উচিত নহে।" আর একস্থলে লিখিত আছে ;—"ধাতা, প্রজাপতি, ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য ও বসুগণ অতিথি-শরীরে প্রবেশ করিয়া অন্ন ভোজন করেন ; অতএব অতিথি-পূজা বিষয়ে সকলেরই যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অতিথির অপেক্ষা না করিয়া একাকী ভোজন করে, সে কেবল পাপ ভোজন করে।

বিষ্ণু পুরাণের গৃহস্থ-সদাচার অধ্যায়ে অতিথির সেবা বিষয়ে নিম্ন লিখিতরূপ বিধান আছে ;—"অতিথির জন্য গো-দোহনকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে ; অথবা ইচ্ছানুসারে তাহা অপেক্ষা অধিক কাল গৃহের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান থাকিবে। যদি অতিথি উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে স্বাগত জিজ্ঞাসা, আসনপ্রদান, পদপ্রক্ষালন, শ্রদ্ধার সহিত অন্নদান, প্রিয় প্রশ্ন এবং প্রিয় উত্তর দ্বারা এবং গমনকালে অনুগমন দ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিবে। যাঁহার কুল ও নাম অজ্ঞাত, অন্যদেশ হইতে যিনি সমাগত, ঈদৃশ অতিথির পূজা করিবে। যিনি অন্য দেশ হইতে সমাগত যাঁহার সহিত কোন সম্বল নাই, যিনি পাথেয়াদি রহিত, ঈদৃশ ভোজনার্থী অতিথির পূজা না করিয়া গৃহস্থ যদি আহার করেন, তাহা হইলে তিনি নরকগামী হন। গৃহস্থব্যক্তি অভ্যাগত ব্যক্তির গোত্র, শাখা, কুল, বিদ্যা প্রভৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া, হিরণ্যগর্ভ বিবেচনায় তাঁহার পূজা করিবে।" ঐ গ্রন্থের আর একস্থলে লিখিত আছে ;—"যদি সায়ংকালে অতিথি উপস্থিত হন, তাহা হইলে যথাশক্তি তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য।

পাদোদক প্রদান, আসনদান, নম্রতাপ্রকাশ, কুশল প্রশ্ন, অন্নদান ও শয্যাদান দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। দিবাভাগে অতিথি বিমুখ হইয়া গমন করিলে যে পরিমাণে পাপ হয়, সূর্য্যাস্ত গমনের পর অতিথি বিমুখ হইয়া গমন করিলে তাহার অষ্টগুণ পাপ হয়। এই জন্য সূর্য্যাস্ত গমনের পর সমাগত অতিথিকে সামর্থ্যানুসারে পূজা করিবে। রাত্রিকালে অতিথি পূজিত হইলে, সমুদায় দেবতার পূজা করা হয়।"

১। সংসারে সকলের অবস্থা সমান নহে; সুতরাং অতিথি উপস্থিত হইলেই তাহাকে ষোড়শোপচারে ভোজন করান এবং উৎকৃষ্ট শয্যাদি প্রদান করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর না হইলেও অতিথিকে যথোচিত সম্মান ও সমাদর করা, অবস্থানুসারে অন্ন পানাদির বন্দোবস্ত করা এবং বিনীত ও মিষ্ট আলাপন দ্বারা তাহাকে সুখী করিতে চেষ্টা করা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। তাই মনু বলিয়াছেন;—"গৃহস্থ অতিথি-সৎকারোচিত অন্ন দিতে অসমর্থ হইলেও, তাঁহার বিশ্রামার্থ ভূমি, উপবেশনার্থ তৃণ ও পদপ্রক্ষালনার্থ জল দিয়া এবং মিষ্ট কথা কহিয়া অতিথির সন্তোষসাধন করিতে পারে; কারণ ভদ্রলোকের গৃহে তৃণ, ভূমি, জল এবং মিষ্টবাক্যের কদাচ অভাব হয় না। (১)

মনু আর একস্থলে বলিয়াছেন;—"যদি একসময়ে বহু অতিথি উপস্থিত হয়, তবে যে যেমন লোক তাহার পদমর্য্যাদা অনুসারে বসিবার আসন, বিশ্রামার্থ স্থান, শয়নার্থ খট্টাদি শয্যা, সম্ভ্রমার্থ অনুগমন ও যথোচিত পরিচর্য্যা করিবে; অর্থাৎ উত্তম ব্যক্তির উত্তমরূপ, হীন

(১) "তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥"

মনুসংহিতা।

ব্যক্তির হীনরূপ এবং সমান ব্যক্তির সমানরূপ আসন ও দানাদি করিবে। সকলের একরূপ করিবে না।" (১)।

২। অতিথির অগ্রে ভোজন করা দোষাবহ ও রীতি-বিরুদ্ধ। মনুসংহিতায় লিখিত আছে ;—"যে গৃহস্থ অতিথি অবধি ভৃত্য পর্য্যন্ত সকলকে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং অগ্রে ভোজন করে, সে জানে না যে, মৃত্যুর পরে তাহাকে কুকুরে ও গৃধ্রে ভক্ষণ করিয়া থাকে। নবোঢ়া পুত্রবধূ, কন্যা, বালক, রোগী এবং গর্ভবতীকে অতিথির অগ্রে ভোজন করাইবে ; অতিথির অগ্রে ইহা-দিগকে ভোজন করাইলে পাছে প্রত্যবায় হয়. গৃহস্থ এ বিচার করিবে না।"

সুশীলে! তুমি দ্রৌপদীর উপাখ্যান পাঠে জানিতে পারিয়াছ, তিনি রাজকন্যা ও রাজ-মহিষী হইয়াও স্বয়ং অতিথি-সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। এমন কি, একজন মাত্র অতিথি অনাহারে থাকিতেও তিনি আহার করিতেন না। তিনি যুধিষ্ঠিরাদিসহ বনে গমন করিয়াও আতিথ্য সংকার ব্রতের অন্যথাচরণ করেন নাই।

৩। দেখাইবার অভিপ্রায়ে অতিথির আহারাদির জন্য অবস্থার অতিরিক্ত কোনরূপ আয়োজন করা অনুচিত। ইহাতে প্রধানতঃ দুইটী দোষ ঘটে। প্রথম দোষ ;—যাহার জন্য অবস্থার অতিরিক্ত আয়োজন করা হয়, তিনি ইহাতে লজ্জিত ও দুঃখিত হন। দ্বিতীয় দোষ ;—অবস্থার অতিরিক্ত আয়োজন করিতে যাইয়া গৃহস্থ আর্থিক কষ্টে পড়েন ; সুতরাং সকল দিন সমান আয়োজন করিতে না পারিয়া অবশেষে অনাদর প্রদর্শনে বাধ্য হয়েন।

অতিথি যে কয়েক দিন গৃহে অবস্থান করিবেন, সেই কয়েক দিনই যাহাতে তাঁহার অন্ন পানাদির সমানরূপ আয়োজন হইতে পারে, গৃহস্থের প্রথম হইতেই তাহা বিবেচনা করিয়া চলা কর্ত্তব্য।

(১) মনুসংহিতা, ৩য় অধ্যায়। ১০৭।১১৪।১১৫ শ্লোক।

এরূপ কথিত আছে, হরি, মাধব, পুণ্ডরীকাক্ষ এবং ধনঞ্জয় নামে চারি জামাতা একত্রে শ্বশুরালয়ে আগমন করে। প্রথম দিন তাহাদিগকে অতি আড়ম্বরের সহিত ভোজন করান হয়; কিন্তু দ্বিতীয় দিনে আর সেরূপ আয়োজন করা সম্ভবপর না হওয়াতে, অন্নে ঘৃতের অভাব দেখিয়া এবং তাহাতেই অনাদরের ভাব বুঝিতে পারিয়া, হরি স্বস্থানে প্রস্থান করিল। মাধব তৃতীয় দিবস বসিবার উপযুক্ত আসনের অভাব দেখিয়া এবং পুণ্ডরীকাক্ষ চতুর্থ দিবস কদাকার অন্ন দেখিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। কিন্তু ধনঞ্জয়, এ সব পরিবর্ত্তনে এবং অনাদরের ভাব দর্শনেও, শ্বশুরালয় পরিত্যাগ না করাতে, অবশেষে তাহার প্রহারিত হইয়া তাড়িত হইতে হইয়াছিল, তাই কথায় বলে ;—

"হবির্বিনা হরির্যাতঃ, বিনা পীঠেন মাধবঃ।
কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ, প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ॥"

সুশীলে! এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, গৃহিণী যদি প্রথম হইতে আর্থিক অবস্থাদি বিবেচনা করিয়া আহারাদির বন্দোবস্ত করিতেন এবং প্রথমদিনে অধিক আড়ম্বর না দেখাইতেন, তবে ঘৃতের অভাব, কদন্ন বা উপযুক্ত আসনের অভাবে কোনরূপ গোলযোগের সম্ভাবনা ছিল না। বস্তুতঃ, এ সকল বিষয়ে গৃহিণীগণের বিবেচনার ত্রুটীতেই, অনেক স্থলে, অনাদর ও অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হয়।

৮। অতিথির সময় অসময় নাই। দিবা দুই প্রহরের পরে কিম্বা অধিক রাত্রিতেই প্রায়শঃ অতিথি উপস্থিত হয়। ইহাতে যে গৃহিণী অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হয়েন, লক্ষ্মী তাহার ত্রিসীমাতেও পদার্পণ করেন না।

আমি এরূপ অনেক গৃহিণী দেখিয়াছি, যাঁহারা, দিন নাই, রাত্রি নাই, অতিথি উপস্থিত দেখিলেই সহাস্য বদনে বিশেষ উৎসাহের সহিত তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হয়েন। এমন কি, সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত

পরিশ্রম করিয়া আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় অতিথি উপস্থিত হইলেও তাঁহাদিগকে কখনও বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইতে দেখি নাই। তাঁহারা নিজে আহার না করিয়াও অতিথিকে আহার করাইতে পারিলে যেন অধিকতর তৃপ্তিলাভ করেন।

আবার এরূপও অনেক দুর্ভাগিনী আছে, সময়েই হউক, আর অসময়েই হউক, অতিথি দেখিলেই তাহাদের যেন মাথায় বজ্রপাত হয়। তাহারা বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া আপনার মনের আগুনে আপনারাই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। এরূপ নীচহৃদয়া গৃহিণীগণের সন্তান সন্ততিগণও সংকীর্ণমনা ও স্বার্থপর হয়। অতিথি অভ্যাগতগণের যথোচিত সেবা শুশ্রূষা দ্বারা গৃহে যেরূপ উদারতা ও সততা শিক্ষা দেওয়া হয়, শত উপদেশেও তদ্রূপ শিক্ষার সম্ভাবনা নাই।

৫। যিনি আতিথ্য গ্রহণ করেন, তিনি সেই সময়ের জন্য গৃহস্থের শরণাগত ও আশ্রিত। অতএব যাহাতে অতিথির স্বাধীনতার উপর অনুচিত আধিপত্য বিস্তার করা না হয়, যাহাতে তিনি স্বেচ্ছা ও প্রবৃত্তি বিরুদ্ধ কোনও কার্য্য করিতে বাধ্য না হন, তৎবিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

সুশীলে! আতিথ্য-সৎকার যে গৃহস্থের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম, হিন্দু-শাস্ত্রে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই; তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ, মহাভারত হইতে, দুইটী উপাখ্যান তোমাকে বলিতেছি। ইহা রূপক হইলেও গৃহস্থের কর্ত্তব্য শিক্ষার্থে ঋষিবাক্য বিবেচনায় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত শ্রবণ করতঃ, ইহার সারমর্ম্ম গ্রহণ করিবে। সুদর্শনোপাখ্যান দ্বারা মহর্ষি ব্যাসদেব বলিয়াছেন, অতিথির জন্য গৃহস্থের কিছুই অদেয় নাই, এমন কি, নারীর জীবন-সর্ব্বস্ব সতীত্ব-ধন দিয়াও অতিথির সন্তোষ সাধন গৃহস্থের কর্ত্তব্য। অবশ্য ইহা কেবল অতিথি সৎকারের গুরুত্ব এবং মহত্ব বুঝাইবার জন্যই উক্ত হইয়াছে।

সুদর্শনোপাখ্যান—(১) অনুশাসন পর্ব্বোক্ত সুদর্শনোপাখ্যানে লিখিত আছে, সুদর্শন গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই সৎকর্ম্ম দ্বারা বিনা তপস্যায় মৃত্যুকে জয় করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাহাতে ঈর্ষান্বিত ধর্ম্মরাজ যম, সুদর্শনের ছিদ্রান্বেষী হইয়া, সর্ব্বদা তাহার কার্য্য-কলাপ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। সুদর্শন ওঘবতী নাম্নী রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করতঃ গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনে কুরুক্ষেত্রে বাস করিতেন। একদা তিনি পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—"হে প্রেয়সি! আমি গৃহস্থ থাকিয়াই মৃত্যুকে জয় করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। অতএব তুমি অতিথির প্রতি কোন প্রকারে প্রতিকূল আচরণ করিও না, প্রতিদিন অতিথি যে, যে প্রকারে তোমাকর্ত্তৃক তুষ্ট হন, তুমি আত্ম-প্রদান দ্বারাও তাহা করিবে, ইহাতে কোন বিচার করিবে না। হে সুশ্রোণি! আমার হৃদয়ে এই ব্রত সতত বিদ্যমান রহিয়াছে, গৃহস্থগণের অতিথি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম আর কেহই নাই। হে শোভনে! আমার বাক্য যদি তোমার প্রমাণ হয়, তবে তুমি অব্যাকুল হইয়া নিয়ত এই বাক্য হৃদয়ে ধারণ কর। হে কল্যাণি! হে নিষ্পাপে! আমি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হই অথবা গৃহে সন্নিহিত থাকি, আমার বাক্য যদি তোমার প্রমাণ হয়, তবে তুমি অতিথির অবমাননা করিও না। ওঘবতী তখন (মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া) পতিকে বলিলেন, তোমার আদেশে আমার কোন কিছুই অকর্ত্তব্য নাই। হে রাজন্! তৎকালে যম সেই গৃহস্থ সুদর্শনের জিগীষা পরবশ ও রন্ধ্রান্বেষী হইয়া সতত তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী ছিলেন। একদা অগ্নিনন্দন সুদর্শন কাষ্ঠ আহরণার্থে বনে গমন করিলে, ব্রাহ্মণবেশধারী শ্রীমান মৃত্যু অতিথি হইয়া সেই ওঘবতীকে বলিলেন, হে বরবর্ণিনি! গৃহস্থাশ্রমসম্মত ধর্ম্ম যদি তোমার প্রমাণ হয়, তবে তুমি আমার আতিথ্য কর, ইহাই আমি ইচ্ছা করি। যশস্বিনী

রাজপুত্রী সেই বিপ্র কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বেদ-বিহিত বিধি অনুসারে তাহাকে গ্রহণ করিলেন এবং দ্বিজকে আসন ও পাদ্য প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, হে বিপ্রবর! আপনার কি প্রয়োজন? ব্রাহ্মণ তখন সেই রাজকন্যা সুদর্শনাকে বলিলেন, হে কল্যাণি! তোমাকেই আমার প্রয়োজন। হে রাজকন্যে! গৃহস্থাশ্রমসম্মত ধর্ম্ম যদি তোমার প্রমাণ হয়, তবে তুমি আত্মপ্রদান দ্বারা আমার প্রিয়কার্য্য সাধন কর। নৃপনন্দিনী অন্যান্য অভিলষিত বস্তু প্রদান দ্বারা দ্বিজবরকে প্রলোভন প্রদর্শন করিলেও তিনি তাহার আত্মপ্রদান ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা করিলেন না। তখন রাজ-দুহিতা প্রথমোক্ত ভর্ত্তৃবচন স্মরণ করত, সলজ্জভাবে দ্বিজবরকে, "ইহাই হউক," এই কথা বলিলেন এবং গৃহস্থাশ্রমাকাঙ্ক্ষী পতির বচন স্মরণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া সেই বিপ্রর্ষির সহিত নির্জ্জন গৃহে উপবেশন করিলেন।"

"তৎকালে সুদর্শন কাষ্ঠ আহরণ করিয়া, স্বকীয় আশ্রমে আগমন করত সেই ওঘবতীকে, 'কোথায় গমন করিলে,' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। * * * * তখন সেই ব্রাহ্মণ তদুত্তরে বলিলেন, হে পাবক তনয়! আমি অতিথি উপস্থিত হইয়াছি, তুমি আমাকে অবগত হও। আমি তোমার ভার্য্যাকর্ত্তৃক নানা প্রকার সৎকার দ্বারা প্রলোভিত হইয়া, কেবল ইহাঁকেই প্রার্থনা করিয়াছি, এই সেই শুভাননা বিধি অনুসারে আমার সম্মান করিতেছেন, এবিষয় অন্য যাহা কিছু উপযুক্ত হয় অর্থাৎ স্ত্রীদূষণানুরূপ দণ্ড যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে তুমি তাহার অনুষ্ঠান কর। অতিথি-ব্রত পরিত্যাগ করিয়া যে হীনপ্রতিজ্ঞ হয়, তাহাকে বধ করিব, ইহা চিন্তা করত মৃত্যু-লৌহ দণ্ড ধারণ করিয়া সেই ব্যক্তির অনুগামী হইয়া রহিয়াছেন। সুদর্শন এই কথা শ্রবণ করিয়া কর্ম্ম, মন, চক্ষু ও বাক্য দ্বারা ঈর্ষা এবং ক্রোধ পরিত্যাগ করত বিস্মিত হইয়া এই কথা বলিলেন, হে প্রিয়বর!

আপনার সুব্রত হউক, আমার তাহাতে পরম প্রীতি হইবে; অতিথি সৎকারই গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম। যে গৃহস্থের গৃহে অতিথি আসিয়া পূজিত হইয়া গমন করেন, তাহা অপেক্ষা তাহার অন্য কোন শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম নাই, ইহা মনীষিগণ কহিয়া থাকেন। আমার প্রাণ, পত্নী এবং অন্য যাহা কিছু ধন আছে, তৎসমুদায় অতিথিগণকে দান করিব, ইহাই আমার সঙ্কল্পিত ব্রত।" একথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ কহিলেন;—"হে অনঘ! আমি ধর্ম্ম, তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমাকে জানিবার জন্যই এখানে আসিয়াছিলাম। হে সত্যজ্ঞ! জানিয়া তোমাতে আমার অতিশয় প্রীতি হইল। রন্ধ্রান্বেষী মৃত্যু, যিনি সতত তোমার অনুগামী হইয়া রহিয়াছেন, তুমি তাহাকে জয় করিয়াছ এবং ধৈর্য্যগুণে বশীভূত করিয়াছ। হে পুরুষোত্তম! তোমার এই পতিব্রতা সাধ্বীকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, নিরীক্ষণ করিতেও ত্রৈলোক্য মধ্যে কাহারও সাধ্য নাই। ইনি তোমার গুণে এবং পতিব্রতগুণে রক্ষিতা হইয়াছেন। এই অধৃষ্য সাধ্বী যাহা বলিবেন, তাহার অন্যথা হইবে না। এই ব্রহ্মবাদিনী স্বকীয় তপস্যা-সমন্বিত হইয়া লোক-পালনার্থ সরিদ্বরা হইবেন। তুমি ইহ জন্মে এই দেহ দ্বারা সমস্ত লোকে গমন করিবে, আর মহাভাগা অর্দ্ধ শরীর দ্বারা ওঘবতী নাম্নী নদী হইবেন, আর অর্দ্ধ শরীরে তোমার অনুগমন করিবেন, যোগ বলে, ইনি দেহদ্বয় ধারণ করিতে পারিবেন; যেহেতু যোগ ইহাঁর বশে আছে। * * * তুমি এই গৃহস্থধর্ম্ম দ্বারা কাম ও ক্রোধ জয় করিয়াছ। হে ঋষিরাজ! এই রাজপুত্রী তোমার শুশ্রূষা দ্বারা স্নেহ, রোগ, তন্দ্রা, মোহ ও দ্রোহকে বিশেষ রূপে জয় করিয়াছেন। অনন্তর ভগবান্ দেবরাজ, শুক্লবর্ণ সহস্র হয়সমন্বিত উৎকৃষ্ট রথ গ্রহণ-পূর্ব্বক, সেই ব্রাহ্মণের নিকট উপনীত হইলেন। * * * অতএব গৃহস্থাশ্রমস্থ ব্যক্তির অতিথি ব্যতীত অন্য কোন দেবতা নাই। অতিথি পূজিত হইয়া মনে মনে যে শুভ চিন্তা

করেন, তাহা ক্রতুশতেরও তুল্য নহে, সুতরাং ততোধিক ফলপ্রদ হয়।”

২। কপোতলুব্ধক সংবাদ কথন— সুশীলে গৃহাগত ও আশ্রিত অতিথির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, এই বিষয় যুধিষ্টির ভীষ্মের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে, তিনি “কপোতলুব্ধক সংবাদ কথন” নামক উপন্যাস বলিয়া যুধিষ্টিরকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই তোমাকে এস্থলে বলিতেছি। এই “কপোতলুব্ধক সংবাদ কথন” উপাখ্যানে অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য বিষয়ক উপদেশ ব্যতীত গার্হস্থ্যধর্ম্ম এবং পতির প্রতি কর্ত্তব্য বিষয়েও অনেক সদুপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব গল্পটি কিছু দীর্ঘ হইলেও, আশা করি, তুমি ইহা শ্রবণ করিতে অসহিষ্ণু ও কুণ্ঠিত হইবে না।

“ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! তনুরুহবিশিষ্ট একটি বিহঙ্গ সুহৃদ্গণের সহিত বহুকাল সেই বৃক্ষের শাখায় বাস করিত; তাহার ভার্য্যা প্রাতঃকালে আহার আহরণ করিতে গিয়াছিল, রজনী সমাগত হইল, তথাপি সে আশ্রমে আসিল না; এজন্য পক্ষী নিতান্ত পরিতাপিত হইয়া কহিতে লাগিল, ইতি পূর্ব্বে প্রচণ্ড তপন প্রবাহিত এবং ঘোরতর বারিবর্ষণ হইয়া গিয়াছে, আমার প্রেয়সী এখনও আসিলেন না কেন?
কানন মধ্যে আমার প্রণয়িনীর ত কোন অমঙ্গল হয় নাই? প্রিয়া বিরহে অদ্য আমার গৃহ শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। ভার্য্যাহীন গৃহস্থের গৃহ, পুত্র, পৌত্র, বধূ ও ভৃত্যগণে পরিপূর্ণ হইলেও,শূন্য হইয়া থাকে; পণ্ডিতেরা গৃহকে গৃহ বলেন না, গৃহিণীকেই গৃহ বলিয়া থাকেন, গৃহিণীহীন গৃহ অরণ্য সদৃশ। যে সুব্রতা, আমি অভুক্ত থাকিলে ভোজন করেন না, অস্নাত থাকিলে স্নান করেন না, উপবিষ্ট না হইলে উপবেশন করেন না; আমি হৃষ্ট হইলে, যিনি হর্ষিত, দুঃখিত হইলে দুঃখিত হন; আমি প্রবাসে গমন করিলে যাঁহার মুখ মলিন হয় এবং ক্রুদ্ধ হইলে যিনি প্রিয় কথা বলেন,

সেই পতিব্রতা পতি-গতি এবং পতির প্রিয় ও হিতকার্য্যেনিরতা প্রেয়সী কোথা গেলেন ? ভূলোকে যাহার তৎসদৃশী ভার্য্যা আছে, সেই পুরুষই ধন্য। সেই অনুরক্তা সুস্থিরা স্নিগ্ধমূর্ত্তি ভক্তিশালিনী যশস্বিনী তপস্বিনীই আমি শ্রান্ত বা ক্ষুধার্ত্ত হইলে জানিতে পারেন। যাহার প্রেয়সী আছে সে যদি বৃক্ষমূলেও বাস করে, তাহাই তাহার গৃহ স্বরূপ; আর প্রিয়াহীন প্রাসাদও দুর্গম অরণ্যতুল্য হইয়া থাকে। পুরুষের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-সাধন কার্য্যে ভার্য্যাই সহায় হইয়া থাকে এবং বিদেশ গমন কালে একমাত্র ভার্য্যাই পুরুষের বিশ্বাস পাত্র। ইহলোকে ভার্য্যাই পুরুষের পরম প্রয়োজন সাধন করে, সহায়হীন পুরুষেব লোকযাত্রা নির্ব্বাহ পক্ষে ভার্য্যাই সহায়। পীড়িত ব্যক্তির ঔষধের ন্যায় নিয়ত রোগাভিভূত ও ক্লেশে পতিত মানবের পক্ষে ভার্য্যার সমান আর কেহই নাই। ভার্য্যার সমান বন্ধু নাই, ভার্য্যার সমান আশ্রয় নাই এবং জনসমাজে ধর্ম্ম-সংগ্রহ বিষয়ে ভার্য্যার সমান সহায় আর কেহই নহে। যাহার গৃহে পতিব্রতা প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা নাই; তাহার অরণ্যে গমন করাই কর্ত্তব্য; তাহার পক্ষে অরণ্য ও গৃহ উভয়ই তুল্য"।

"অপর, সেই কপোত-ভার্য্যা আহার অন্বেষণে বনমধ্যে প্রবেশ করিলে পর, প্রবল বার্ত্তা প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, গগণমণ্ডল মুহূর্ত্তকাল মধ্যে মেঘমালাসমাকুল ও বিদ্যুৎ সমূহে সমাবৃত হইল। দেবরাজ প্রচুর বারিবর্ষণ দ্বারা ক্ষণকাল মধ্যে বসুন্ধরাকে সলিলে পরিপূর্ণ করিলেন। সেই বর্ষণ সময়ে কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় বিকটাকৃতি এক নিষাদ হত-চেতন ও শীতার্ত্ত হইয়া ব্যাকুল চিত্তে বন মধ্যে পর্য্যটন করত এতাদৃশ নিম্নভূমি প্রাপ্ত হইল না, যাহা জল সমূহে পরিপূর্ণ হয় নাই; বনের পথ সকলও সলিলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বেগ সহকারে বর্ষণ নিবন্ধন বিহঙ্গমগণ হত ও ধরাতলে লীন হইয়াছিল। মৃগ, সিংহ, বরাহ প্রভৃতি

উচ্চ স্থল অবলম্বন করত শয়ন করিয়া রহিল; বনবাসীগণ প্রচণ্ড সমীরণ বর্ষণ নিবন্ধন ত্রাসিত ভয়ার্ত্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বনমধ্যে সকলে একস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। পক্ষিঘাতক নিষাদ শীতার্ত্ত শরীরে কোন স্থানে গমন করিতে বা একস্থানে স্থিরতর থাকিতে পারিল না। এমন সময়ে; শীত-বিহ্বলা উপরোক্ত কপোত-ভার্য্যা ভূতলে পতিত রহিয়াছে, দেখিতে পাইল; সেই পাপাত্মা স্বয়ং পীড়িত হইয়াও তৎকালে কপোতীকে দেখিবামাত্র নিজ পিঞ্জর মধ্যে নিক্ষেপ করিল। সে স্বয়ং দুঃখাভিভূত হইয়াও অন্যের দুঃখের কারণ হইল। সেই পাপাত্মা পাপকারী বলিয়া পাপ কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইল, যে বৃক্ষোপরি কপোত প্রেয়সীর বিরহে শোক ও পরিতাপ করিতেছিল, সেই বৃক্ষতলেই পক্ষিহন্তা ব্যাধ কতকগুলি পত্র আস্তরণ প্রস্তরের উপর মস্তক রাখিয়া মহাদুঃখে শয়ন করিল।"

"তখন পক্ষিঘাতী নিষাদের হস্তগতা কপোতী, পতির সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, বলিতে লাগিল। 'আহা! আমি অতি সৌভাগ্যবতী, আমার পতি কি প্রিয়বাদী! আমার গুণ থাকুক বা না থাকুক, ইনি ত এইরূপ বলিতেছেন; যে নারীর প্রতি পতি পরিতুষ্ট নহেন, তাহাকে স্ত্রী বলিয়া গণ্য করা অনুচিত। নারীগণের পতি পরিতুষ্ট থাকিলে সকল দেবতারাই সন্তুষ্ট হন। অবলাগণের পতিই যে পরম দেবতাস্বরূপ তদ্বিষয় অগ্নিই সাক্ষী থাকেন। পুষ্পস্তবকশালিনী লতা যেমন দাবানল দ্বারা দগ্ধ হয়, ভর্ত্তা অসন্তুষ্ট থাকিলে, নারীও সেইরূপ ভস্ম হইয়া যায়!' নিষাদহস্তগতা দুঃখার্ত্তা কপোতী, তৎকালে এইরূপ চিন্তা করিয়া, শোকাকুল পতিকে বলিল, 'নাথ! আমি তোমাকে কল্যাণের কথা কহিতেছি; তুমি শ্রবণ করিয়া তাহাই কর; তুমি শরণাগত ব্যক্তির বিশেষরূপে পরিত্রাণ কর; এই তোমার আবাসে আসিয়া শয়ন করিয়া আছে। এব্যক্তি শীতার্ত্ত হইয়াছে; অতএব ইহার সৎকার কর। যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করে, যে কেহ, লোক-

মাতা গাভী হত্যা করে এবং যে ব্যক্তি শরণাগত ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহাদিগের পাতক তুল্য। যে গৃহস্থ যথাশক্তি ধর্ম্ম আচরণ করে, শুনিয়াছি, সে পরকালে অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে তুমি কন্যা ও পুত্রের মুখদর্শন করিয়াছ, অতএব স্বকীয় দেহে দয়া পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম ও অর্থ পরিগ্রহ পূর্ব্বক যেরূপে ইহার চিত্ত প্রসন্ন হয়, সেইরূপে ইহার সৎকার কর। হে নাথ! তুমি আমার নিমিত্ত সন্তাপ করিও না, তুমি যদি জীবিত থাক, তবে শরীর-যাত্রানির্ব্বাহ নিমিত্ত অন্য পত্নী প্রাপ্ত হইবে।"

"ভীষ্ম কহিলেন ; কপোত, নিজপত্নীর ধর্ম্ম-সঙ্গত যুক্তিযুক্ত উক্তি শ্রবণ পূর্ব্বক, অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, বাষ্পাকুললোচনে পক্ষিজীবী নিষাদকে নিরীক্ষণ করতঃ যথাবিধি যত্ন অনুসারে তাহার সৎকার করিল, এবং তাহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক কহিল, তুমি সন্তাপ করিও না, বিবেচনা কর, যেন নিজ গৃহেই রহিয়াছ, এক্ষণে বল, আমি তোমার কোন্ প্রিয়কার্য্য সাধন করিব ? তুমি আমাদিগের শরণাগত হইয়াছ ; এজন্য প্রণয় পূর্ব্বক তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি অভিলাষ কর, শীঘ্র বল ? আমি তাহাই করিব। শত্রুও যদি গৃহে আগমন করে, তবে তাহারও আতিথ্য করা উচিত। কোন লোকে বৃক্ষ ছেদন করিতে আগমন করিলেও বৃক্ষ তাহাকে ছায়া প্রদানে বিরত হয় না। পঞ্চযজ্ঞে-প্রবৃত্ত গৃহস্থব্যক্তির বিশেষ যত্ন সহকারে, শরণাগত জনের আতিথ্য করা কর্ত্তব্য। গৃহাশ্রমে থাকিয়া যে ব্যক্তি মোহবশত পঞ্চযজ্ঞ করিতে বিরত হয়, ধর্ম্মতঃ তাহার ইহলোকে ও পরলোকে সদ্গতি হয় না। অতএব তুমি বিশ্বস্ত হইয়া বল, আমাকে যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব, তুমি শোকে মন সমাধান করিও না। নিষাদ কপোতের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিল, আমি শীতে অতিশয় কাতর হইতেছি, অতএব হিম হইতে যাহাতে পরিত্রাণ হয়, তুমি তাহাই বিধান কর।

"নিষাদ এইরূপ বলিলে পর,কপোত সাধ্যানুসারে ধরাতলে কতকগুলি পত্র বিস্তীর্ণ করিয়া, পত্রদ্বারা অগ্নি আনয়ণার্থ অবিলম্বে গমন করিল। সে অঙ্গারশালায় গমন পূর্ব্বক অগ্নি লইয়া আসিল, পরিশেষে শুষ্ক পর্ণরাশি মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করিল। কপোত এইরূপে অগ্নি প্রদীপ্ত করিয়া শরণাগত ব্যক্তিকে কহিল, তুমি বিশ্বস্ত হইয়া অকুতোভয়ে নিজ গাত্র সন্তাপিত কর। কপোত এইরূপ কহিলে, নিষাদ তাহাতে সম্মত হইয়া স্বীয় গাত্র তাপিত করিল। অগ্নিতাপে তাহার জীবন প্রত্যাগত হইলে, সে কপোতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, বিহঙ্গম! আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি; অতএব ইচ্ছা করি, তুমি আমাকে কিছু আহার প্রদান কর। কপোত ব্যাধের বাক্য স্বীকার করিয়া বলিল, আমার এমন কোন খাদ্য সামগ্রী সঞ্চিত নাই, যদ্দ্বারা তোমার ক্ষুধা শান্তি হয়; আমরা বনবাসী, প্রতি দিন যাহা আহরণ করি,তদ্দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি; মুনিদিগের ন্যায় আমাদিগেরও আহার দ্রব্যের সঞ্চয় থাকে না। কপোত নিষাদকে এই কথা বলিয়া বিবর্ণ-বদন হইল, এবং কি কর্ত্তব্য, ইহা চিন্তা করতঃ নিজ প্রকৃতির নিন্দা করিতে লাগিল। কপোত মুহূর্ত্তকালের পর সংজ্ঞালাভ করিয়া পক্ষিঘাতীকে বলিল, তুমি কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে পরিতৃপ্ত করিব। কপোত নিষাদকে এই কথা বলিয়া, শুষ্ক পর্ণরাশি দ্বারা হুতাশন প্রজ্জ্বলন পূর্ব্বক, অতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া বলিল, আমি দেবগণ, পিতৃগণ ও মহানুভাব ঋষিগণের নিকট পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছি যে, অতিথি পূজনে অতিশয় ধর্ম্ম হইয়া থাকে। অতএব হে প্রিয়দর্শন! আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ কর; অতিথি পূজা বিষয়ে আমার নিশ্চয় জ্ঞান হইয়াছে। অনন্তর, কৃতপ্রতিজ্ঞ কপোত, যেন হাস্য করিতে করিতে তিনবার সেই অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া, তাহাতে প্রবিষ্ট হইল নিষাদ কপোতকে অগ্নি মধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া, আমি এ কি

করিলাম! মনে মনে ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল; হায়! আমি কি নৃশংস! কি নিন্দনীয়! নিজ কর্ম্মদোষে আমার ঘোরতর মহত্তর অধর্ম্ম হইবে, সংশয় নাই। ব্যাধ, পক্ষীকে তাদৃশাবস্থা দর্শন করিয়া, নিজ কর্ম্মের নিন্দা করতঃ, এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিল।”

“ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর ক্ষুধার্ত্ত লুব্ধক, অগ্নি প্রবিষ্ট কপোতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, পুনরায় এই বলিল যে, আমি অতিশয় নৃশংস ও নির্ব্বুদ্ধি, আমি কি কর্ম্ম করিলাম! আমি অতি ক্ষুদ্রজীবী এই কার্য্য দ্বারা অবশ্যই আমার মহাপাতক হইবে। সে বারংবার এইরূপে আত্ম-নিন্দা করতঃ বলিল, আমি যখন শুভকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পক্ষীলোভী হইয়াছি, তখন অবশ্যই আমি অবিশ্বাস্য, অতি দুর্ব্বুদ্ধি ও নিয়ত পাপনিরত; আমি নিতান্ত নিষ্ঠুর, এইজন্য মহাত্মা কপোত নিজদেহ দগ্ধ করিয়া অদ্য আমাকে ধিক্কার পূর্ব্বক উপদেশ প্রদান করিল, সংশয় নাই। অতএব আমি পত্নী ও পুত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রিয়প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। মহাত্মা কপোত আমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! কপোত দেহদান দ্বারা অতিথি সৎকার প্রদর্শন করিল। ধর্ম্মিষ্ঠ বিহগশ্রেষ্ঠে যাদৃশ ধর্ম্ম দৃষ্ট হইল, আমি তাহাই আচরণ করিব। ক্রূরধর্ম্মা লুব্ধক, তীক্ষ্ণব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক, এইরূপ বলিয়া এবং নিশ্চয় করিয়া, মহাপ্রস্থান আশ্রয় করত সেই বৃদ্ধা কপোতীকে মোচনান্তর যষ্টি শলাকা, জাল ও পিঞ্জর পরিত্যাগ করিল।”

“ভীষ্ম কহিলেন, নিষাদ গমন করিলে, পরম দুঃখিতা কপোত-বণিতা শোকার্ত্তা হইয়া রোদন করতঃ পতিকে স্মরণ করিয়া বলিল, নাথ! তুমি কখনও আমার অপ্রিয়-কার্য্য করিয়াছিলে, এমন স্মরণ হয় না। বহুপুত্র-নারীগণও বিধবা হইলে শোক করিয়া থাকে। পতিহীনা দুঃখিনী নারী বন্ধুগণের শোচনীয়া হয়! তুমি নিয়ত আমাকে লালন করিয়াছ, মধুর ও মনোহর বচনে বহুমান পূর্ব্বক আমার সৎকার করিয়াছ। শৈলকন্দরে,

নদী নির্ঝরে এবং রমণীয় তরু শিখরে আমি তোমার সহিত বিহার করিয়াছি, আকাশ গমন কালেও আমি তোমার সহিত সুখে সঞ্চরণ করিয়াছি। হে নাথ! আমি পূর্ব্বে তোমার সহিত যে সকল বিহার করিয়াছি, অদ্য আর তাহার কিছুই নাই। পিতা, ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতি পরিমিত সুখ প্রদান করেন, অপরিমিত সুখদাতা ভর্ত্তাকে কে না পূজা করিয়া থাকে? পতির সমান নাথ নাই, পতির সমান সুখ নাই; সর্ব্বস্ব-ধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অবলাগণের একমাত্র পতিই অবলম্বনীয়। হে নাথ! এক্ষণে তোমা ব্যতিরেকে আমার জীবনে কোন প্রয়োজন নাই, কোন্ সতী সীমন্তিনী পতিহীনা হইয়া জীবন ধারণে উৎসাহ করে? নিতান্ত দুঃখিতা পতিব্রতা কপোতী, করুণস্বরে এইরূপে বহুপ্রকার বিলাপ করিয়া, প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিল। অনন্তর, কপোতবণিতা বিচিত্র বর্ম্মধারী বিমানস্থ পতিকে মহানুভাব সুকৃতিগণ পূজা করিতেছেন দেখিতে পাইল। কপোত তখন বিচিত্র মাল্য, বসন ও আভরণে বিভূষিত হইয়া শত কোটি বিমানবিহারী পুণ্যবান জনগণ কর্ত্তৃক আবৃত ছিল। কপোত, বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক, স্বর্গলোকে গমন করিয়া, তথায় নিজ কর্ম্ম অনুসারে সংস্কৃত হইয়া, প্রিয়ার সহিত বিহার করিতে লাগিল।”

ষষ্ঠ উপদেশ।

মিতব্যয় ও সঞ্চয়।

"Society at present suffers far more from waste of money than from want of money. It is easier to make money than to know how to spend it."—*Smiles.*

"যে জীবনের প্রথম হইতেই মিতব্যয়ী হইতে যত্নশীল না হয়, তাহার নিকট স্বদেশ, স্বজাতি অথবা সমাজ ইহাদের কাহার কোন প্রত্যাশা নাই।"

নিভৃত চিন্তা।

"যে জন দিবসে মনের হরষে, জ্বালায় মোমের বাতি।
আশু গৃহে তার, দেখিবে না আর, নিশিতে প্রদীপ ভাতি।"

সদ্ভাবশতক।

জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহার্থে ধনের একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবী ধনরত্নের আকর হইলেও, তাহা উৎপাদন এবং উপার্জ্জন করিতে, যত্ন ও পরিশ্রম এবং মূলধনের আবশ্যক। পরিশ্রম দ্বারা ধন উৎপাদন এবং মিতব্যয় দ্বারা তাহা সঞ্চয় হয়।

সুশীলে! ধন কাহাকে বলে এবং কিরূপে তাহা উৎপাদন ও উপার্জ্জন করিতে হয়, ধনবিজ্ঞান-শাস্ত্রঘটিত এসকল গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা আমাদিগের আলোচ্য বিষয় নহে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, আমাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ প্রয়োজনীয় বস্তু মাত্রই ধন, আর টাকা পয়সা প্রভৃতি অর্থ। তবে ধনের বিনিময়ের সুবিধার্থ ব্যবহৃত হয়, তাই

এস্থলে আমরা টাকা পয়সাও ধন শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলাম। সেইধন কিরূপে ব্যয় ও সঞ্চয় করিতে হইবে, ইহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। পুরুষেরা ধনোপার্জ্জন করিবেন, আর গৃহিণীরা তাহা সযতনে রক্ষা করিয়া পরিমিতরূপে ব্যয় ও সঞ্চয় করিবেন,ইহাই সাধারণ নিয়ম। স্মৃতি সংহিতার একস্থলে লিখিত আছে ;—"গৃহিণীরা দিবসের শেষভাগে আয় ব্যয়ের চিন্তায় নিযুক্ত থাকিবেন।" আবার বহ্নিপুরাণে লিখিত আছে ;—"স্ত্রী যদি মুক্তহস্তে ব্যয় করেন, তবে স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন।"

শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার এম,এ, মহোদয় তাঁহার "বিবাহ ও নারীধর্ম্ম" গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—"ধার্ম্মিকা ও সচ্চরিত্রা পত্নী অর্থেরও সদ্ব্যয় ও সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। তিনি যে গৃহে লক্ষ্মীস্বরূপিনী হইয়া বিরাজ করেন, সেই গৃহের ভাণ্ডার আপনা হইতেই ধনে ধান্যে পরিপূর্ণ হয়। তিনি নিজে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিয়া স্বামী ও গৃহের অন্য সকলকে মিতব্যয়ী হইতে শিক্ষা করান। তিনি সঞ্চয়ের মূল বুঝেন এবং তিনি সমস্ত সংসারকে ঐ সঞ্চয়ের দিকে আকৃষ্ট করেন। তিনি শাকান্ন রন্ধন করিলে, তাহা অমৃতান্নের ন্যায় হয়'।

শ্রীযুক্তা প্রসন্নতারা গুপ্তা তাঁহার "পারিবারিক জীবন" গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন ;—"বড় ঘরের গৃহিণী হউক আর ক্ষুদ্র ঘরের গৃহিণী হউক, প্রত্যেকেরই আয় বুঝিয়া ব্যয় করা উচিত। তাহা হইলে দৈন্যের ভয় থাকে না। অনেকে ঋণ করিয়া দান করিতে ভালবাসে, সে প্রকার দানে কোন পুণ্য নাই, বরং ঋণ শোধ করিতে না পারিলে পাপ সঞ্চয় হয়। দাতা নাম অপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ নাম অধিক মহত্ব প্রকাশ করে। গৃহিণী মিতব্যয়ী হইলে অল্প আয়েও সুশৃঙ্খলরূপে পরিবারের ভরণ পোষণ সমাধা হইতে পারে। স্বামীর যাহা আয় তাহাতেই স্ত্রীর সন্তুষ্ট থাকা উচিত। পাড়াপ্রতিবাসীর ধন দেখিয়া মনোক্ষুন্ন হওয়া কেবল

কষ্টের কারণ। এ কারণ, কোন কোন স্ত্রী স্বামীকে গঞ্জনা দিতে ত্রুটি করে না, ইহা কেবল তাহাদের অজ্ঞতার ফল। কখন কখন মিতব্যয়িতা কৃপণতা নামে কথিত হয়। কৃপণতা ও মিতব্যয়িতা এক কথা নহে।” প্রকৃত পক্ষেও, কৃপণের সহিত মিতব্যয়ীর কোন তুলনাই হয় না। কৃপণের চিন্তা অনেক স্থলেই আত্মসুখ, আর মিতব্যয়ীর চিন্তা পরের সুখ। কৃপণের যে কিছু উৎকণ্ঠা, তাহা নিজের জন্য, আর মিতব্যয়ীর যত কিছু উৎকণ্ঠা, তাহা পরের জন্য। শক্তি থাকিতেও যাহারা ক্ষুধাতুরকে একমুষ্টি অন্ন এবং তৃষ্ণাতুরকে একফোঁটা জল দেয় না, অথবা বিপন্ন অতিথিকে দ্বার হইতে তাড়াইয়া দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, তদ্রূপ চিনির বলদের ন্যায় বহুল ধনরত্নের ভারবাহী কৃপণদিগকে ধিক! কিন্তু যাহারা আবার দয়াধর্ম্মের বশীভূত হইয়া ঋণ করত পরদুঃখমোচনে অকাতরে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না, সেই সকল উদার প্রকৃতির লোক, হৃদয়াংশে শ্রেষ্ঠ হইলেও আদর্শ স্থানীয় এবং ন্যায়বান বলিয়া আদৃত হইতে পারেন না।

বঙ্গভাষার মেকলে শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় কালী প্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর তাঁহার “মহত্ত্ব ও মিতব্যয়” বিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ;—“যাহারা স্বসুখ-লালসা ও ভোগপিপাসার প্রমত্ততায় অমিতব্যয়ী হয়, তাহাদিগের পরিজনেরা প্রথমে কিরূপ উপেক্ষিত এবং পরিশেষে কিরূপ অপার দুঃখ সমুদ্রে নিপতিত হয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাহার প্রমাণ দেখ, যে সকল সুকোমল প্রকৃতি শিশু একসময়ে আদরের পুতুল ছিল, পিতার অমিতব্যয়িতায় আজি তাহারা অনাথ-নিবাসের অতিথি অথবা অন্নের জন্য লালায়িত। যাঁহারা একসময়ে অন্তঃপুরের কমনীয় উদ্যানে কুসুমের মত বিকসিত ছিলেন, পতি কি পরিবারস্থ অভিভাবকের অমিতব্যয়িতায় আজি তাঁহারা তীর্থাশ্রমের কাঙ্গালিনী। যদি ইহার পরও অমিতব্যয়িতাকে

সামাজিক মনুষ্য মাত্রেই ঘোরতর পাতক বলিয়া ঘৃণা করিতে না শিখে, এবং মিতব্যয়িতার সহিত কর্ত্তব্যের কঠোর ধর্ম্ম ও মহত্ত্বের পূজার্হ ধর্ম্মভাবের কিরূপ নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, সকলে তাহা না বুঝে, তাহা হইলে, বলিব যে, মনুষ্যের চক্ষু কিছুতেই ফুটিবার নহে। যে, জীবনের প্রথম হইতেই, মিতব্যয়ী হইতে যত্নশীল না হয়, তাহার নিকট স্বদেশ, স্বজাতি অথবা সমাজ ইহাদের কাহারও কোন প্রত্যাশা নাই।"

তিনি আর একস্থলে বলিয়াছেন;—যাঁহারা পরের ভাবনা ভাবিয়া আপনারা মিতব্যয়ী হন, পরকে একমুষ্টি অন্ন দেওয়ার উদ্দেশ্যে আপনারা একমুষ্টি কম খান, পরকে সুখসম্ভোগের একটুক অধিকারী করিবার অভিলাষে আপনাদিগের সুখসম্ভোগের চক্র একটুকু সঙ্কোচন করেন, তাদৃশ মিতাচারপরায়ণ মহাত্মাদিগকে কৃপণ বলিলে পাতক হইবে। তাঁহারাই প্রকৃত পুণ্যশ্লোক। তাঁহাদিগের মহত্ত্বের নিকট মস্তক অবনত কর।" এভিন্ন প্রসিদ্ধ ইংরেজগ্রন্থকার স্মাইল বলিয়াছেন;—যথোচিত ভাবে ব্যয় করিতে জানা অপেক্ষা তাহা আয় অর্থাৎ উপার্জ্জন করা সহজ।"

১। ধন উপার্জ্জন অপেক্ষা তাহা ব্যয়করা কঠিন।—অনেক লোকেই নানা উপায়ে ধনোপার্জ্জন করিতেছে; কিন্তু প্রকৃত প্রয়োজন বুঝিয়া অবস্থানুসারে তাহার পরিমিত ব্যয় করিতে পারে, সংসারে এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। ধন ব্যয় এবং সঞ্চয় করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য কার্য্য; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকেই এই গুরু-ভার বহনে সমর্থ।

ছোট বড় সকল সংসারেই ব্যয়ের প্রয়োজন; তবে কোন সংসারে বা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে, আবার কাহারও বা দুই চারি শত টাকাতেই কোনরূপে সংসার চলিতেছে। কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ বিষয়ে এরূপ ইতর বিশেষ থাকিলেও এতদর্থে উভয় গৃহিণীরই বিশেষ জ্ঞান ও চেষ্টা

যত্নের আবশ্যক। "আমার ক্ষুদ্র সংসারে দুই চারি টাকার খরচ এর আবার পরিমিত অপরিমিত ব্যয় কি? এর আবার হিসাব কিতাব কি?" অনেক অপরিণামদর্শী নির্ব্বোধের মুখেই এরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, ধনী অপেক্ষা দরিদ্রেরই বরং পরিমিত ব্যয় বিষয়ে অধিক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

সুশীলে! এস্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি, টাকা পয়সা ধন নহে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ব্যয়ও হয় না; ধনের বিনিময়ে হস্তান্তরিত হয় মাত্র। জীবন যাত্রা নির্ব্বাহার্থে প্রয়োজনীয় অথচ বিনিময়সাধ্য বস্তু মাত্রকেই ধন অর্থে বুঝিতে হইবে এবং তাহাই আমাদিগের আলোচ্য বিষয়। অবস্থাবিশেষে টাকা পয়সা আমাদিগের অনেকের হাতে না পড়িতে পারে; কিন্তু সাংসারিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অর্থাৎ ধন বলিতে যাহা, তাহা আমরাই ব্যয় করিয়া থাকি।

২। "না ধারে, না ধারায়, তার দিন সুখে যায়"— সংসারে সকলের অবস্থা সমান নহে, কেহবা সুকোমল শয্যায় শয়ন, ষোড়শোপচারে ভোজন, হস্ত্যশ্বে গমন করে, আর কেহ বা যৎসামান্য শয্যায় শয়ন, সামান্য অন্ন ব্যঞ্জন দ্বারা উদরপূরণ এবং পদব্রজে গমন করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে কে যে প্রকৃত সুখী তাহা ঠিক করা কঠিন। মনের সুখই সুখ; সুতরাং ইহাদিগের মধ্যে যাহার মনে সুখশান্তি আছে, তিনিই প্রকৃত সুখী। অর্থের হিসাবেও, যিনি পরিমিতব্যয়ী, আপনার আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে জানেন,এবং ঋণগ্রস্থ নহেন, তিনি ভাবীকালের জন্য সঞ্চয় করিতে সমর্থ না হইলেও, তাহাকে সুখী বলা যাইতে পারে; কারণ ঋণের কুচিন্তায় তাহাকে অশান্তিতে থাকিতে হয় না। তাই কথায় বলে;—"না ধারে, না ধারায়, তার দিন সুখে যায়।"

৩। **সঞ্চয় ভাবীসুখের মূল**—মিতব্যয়িতা সঞ্চয়ের প্রসূতি, এবং ধনবৃদ্ধির এক মাত্র উপায়। ভাবিয়া দেখ. চিরদিন কাহারও অবস্থা সমান যায় না, বিপদ আপদ অবশ্যম্ভাবী। আজ তোমার পতি সুস্থ শরীরে আছেন, তাই ধনোপার্জ্জনে সক্ষম, কিন্তু কাল তিনি এমন কোন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িতে পারেন, যাহাতে আজীবন অকর্ম্মণ্য ভাবেই জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবেন, অথবা ঈশ্বর না করুন, তাঁহার অভাব হওয়াও অসম্ভব নয়। তখন তোমার আয়ের পথ একেবারেই বন্ধ হইতে পারে। ইহা ভাবিয়া, সকল সময় কার্য্য করা অসম্ভব হইতে পারে; কিন্তু অন্যপ্রকারে ভাবিয়া দেখ, দশ বৎসর পূর্ব্বে তোমার পতির আয় ব্যয়ের সহিত তোমার কোনও সম্পর্ক ছিল না, তোমার জন্য তাঁহার আয়ের এক কপর্দ্দকও ব্যয় হইত না; কিন্তু বিবাহের পর হইতে তোমার সমস্ত ব্যয় তাহাকেই বহন করিতে হইতেছে। আবার দেখ, সেখানেই তাঁহার ব্যয়াধিক্যের শেষ হয় নাই, বরং ব্যয়ের পথ উন্মুক্ত করা হইয়াছে মাত্র। ঈশ্বরের কৃপায় তোমার একটী পুত্র জন্মিয়াছে; সুতরাং তজ্জন্যও তাঁহার ব্যয়ের পথ প্রশস্ত করিতে হইয়াছে। এইরূপে পুত্র কন্যাগণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংসারে ব্যয়ের পথও ক্রমশঃই প্রশস্ত হয়, অথচ ব্যয়ের অনুপাতানুসারে আয়ের পথ প্রশস্ত না হইতে পারে। বুদ্ধিমতী গৃহিণীরা এই সকল ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া, আয়ের পরিমাণানুসারে সর্ব্বদাই কিছু কিছু সঞ্চয় করেন। কেবল আয় বৃদ্ধিদ্বারা সঞ্চয় করা যায় না, মিতব্যয়ই সঞ্চয়ের মূল। আয়ের পথ যত প্রশস্ত হউক না কেন, ব্যয়ের দ্বার সঙ্কুচিত করিতে না পারিলে, সঞ্চয় অসম্ভব। সুতরাং ইচ্ছা এবং যত্ন থাকিলে, সকল অবস্থাপন্ন লোকেই কিছু না কিছু সঞ্চয় করিতে পারে। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থে মনুষ্যের কি কি প্রয়োজন এবং কি কি অপ্রয়োজন বা অনাবশ্যক তাহা ঠিক করা কঠিন। কারণ একজনের

পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয় অপরের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় হইতে পারে; সুতরাং স্ব স্ব আয়ের পরিমাণানুসারেই প্রত্যেকের প্রয়োজন বা অপ্রয়োজন ঠিক করিতে হইবে; তদন্যথা, কোন অবস্থার লোকেই সঞ্চয় করিতে পারে না।

আয়ের কত অংশ ব্যয় ও কত অংশ সঞ্চয় করা উচিত, ধনবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, আয়ের কিয়দংশ যে সঞ্চয় করিতে হইবে, তাহাতে কাহারও মতভেদ নাই। কাহারও মতে আয়ের দুই তৃতীয়াংশ, কাহারও মতে অর্দ্ধাংশ, কাহারও মতে এক তৃতীয়াংশ, আবার কাহারও কাহারও মতে আয়ের অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। সংসারের নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, ভাবীসুখের জন্য, অপরের দুঃখ দূরীকরণ জন্য এবং স্বদেশের হিতসাধন জন্য, যিনি যত অধিক সঞ্চয় করিতে পারেন, তাহার মহত্ত্ব ততোধিক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের অধিকাংশ সংসারেই আর্থিক অবস্থা এতাধিক শোচনীয় যে, আয়ের দুই তৃতীয়াংশ বা অর্দ্ধাংশ সঞ্চয় করা দূরে থাক, চতুর্থাংশ সঞ্চয় করাও অনেকের পক্ষে কঠিন। পক্ষান্তরে, সঞ্চয় করিতে না পারিয়া, শত শত সুখী পরিবারকে, কালে পথের ভিখারী হইতে দেখা যায়। এক সময়ে যিনি দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়নও ক্লেশকর বোধ করিতেন, সঞ্চয়ের অভাবে সময়ান্তরে তাহার তৃণ শয্যারও অসংস্থান হয়, এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। অতএব যে প্রকারেই হউক, আয়ের অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

বৎসে! সাংসারিক ব্যয় সংক্ষেপ করত ধন-সঞ্চয়ের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিলেই যে মিতব্যয়ী এবং সঞ্চয়ী হওয়া যায়, এরূপ মনে করিও না। এবিষয়ে কার্য্যকরী জ্ঞানের একান্ত আবশ্যক। মনে কর, তোমার

পতি মাসিক চল্লিশ টাকা মাত্র উপার্জ্জন করিতেছেন, ইহার চতুর্থাংশ সঞ্চয় করিতে হইলে, বাকী ত্রিশ টাকা দ্বারা তোমার সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে, এই নিয়মানুসারে তুমি দশ টাকা তোমার বাক্সে বদ্ধ করিয়া রাখিলে, অবশিষ্ট টাকায় সংসার চলুক বা না চলুক, তৎপ্রতি তোমার দৃষ্টি নাই; ছেলের দুদ্ নাই, নিজের কাপড় নাই, ঘরে চাউল নাই, এ সকল অভাব দূরীকরণে তুমি নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন; অনেকেই এরূপ সঞ্চয় করিতে পারে; কিন্তু যিনি সংসারের অত্যাবশ্যকীয় অভাব-মোচন করিয়া অবস্থানুসারে ধনসঞ্চয় করিতে পারেন, তিনিই আদর্শ গৃহিণী।

সাংসারিক অভাব দূর করিয়া, সঞ্চয় করিতে অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা চাই। এ বিষয়, তোমাকে একে একে বুঝাইয়া বলিবার জন্যই অদ্য আসিয়াছি। আশা করি, আমার কথাগুলি নীরস হইলেও বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচনায়, তুমি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

৪। তৃণ হইতে কার্য্য হয় রাখিলে যতনে;— সংসারে এমন দ্রব্য অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা কোন না কোন প্রয়োজন সাধিত না হয়। অতএব ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম প্রত্যেক দ্রব্যের বিশেষ যত্ন করিবে। এক সময়ে আমরা যাহা নিতান্ত অকাজের মনে করিয়া ফেলিয়া দিই, অন্য সময়ে, তাহাতেই আবার বিশেষ প্রয়োজন সাধিত হইতে দেখা যায়।

যে গৃহিণীর সামান্য জিনিসের প্রতি যত্ন নাই, কোন কিছু বৃথা যাইতে দেখিলে, যিনি কষ্ট বোধ করেন না, তুমি নিশ্চয় জানিবে, তাহার অভাবজনিত দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সামান্য সামান্য গৃহ-সামগ্রীর প্রতি যত্ন থাকিলে, মূল্যবান জিনিসের প্রতি যত্ন আপনা আপনি জন্মে। তাই কথায়

বলে ;—"যদি তুমি পয়সার প্রতি যত্ন কর, তবে টাকা আপনি আপনার যত্ন করিবে।" বস্তুতঃ, যাহার পয়সায় যত্ন ও মমতা আছে, সে কখনই টাকার অনাদর ও অযত্ন করিতে পারে না।

কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন ;—"ছোট দেখা যায় বলিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর অনাদর করিও না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকা সমবায় পর্ব্বত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত সমবায় বৎসর এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা সমবায় মানব জীবন গঠিত হয়!" আর একজন বলিয়াছেন ;—"আমরা ধনীদিগকে কখন কখন কৃপণ নামে কলঙ্কিত হইতে দেখি, কেন না, তাহারা ব্যয়ের ক্ষুদ্রাংশ পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, হিসাব ঐরূপে তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিলে, সৎ কি অসৎ ব্যয় হইল, তাহাও টের পাওয়া যায় না।"

সুশীলে! এ সম্বন্ধে তোমাকে একটী ঘটনার কথা বলিতেছি ; "মেঞ্চেষ্টার নগরের এক শিল্পকর তথাকার কোন উচ্চবংশীয় লর্ডের সম্পত্তি ক্রয় করেন। তাহাদের মধ্যে এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, গৃহের যে স্থানে যে কোন দ্রব্য সামগ্রী আছে, সে সমস্তই ক্রেতার হইবে। গৃহ অধিকার করিবার সময়, ক্রেতা একটী আলমারি যথাস্থানে না দেখিয়া, তদ্বিষয় বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলিলেন ;—"আমি উহা স্থানান্তর করিয়াছি, এত বৃহৎ সম্পত্তির মধ্যে একটী ক্ষুদ্র আলমারির জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন, আমি কখনও ইহা বিবেচনা করি নাই।" তদুত্তরে ক্রেতা বলিয়াছিলেন ;—"মহাশয়! আমি যদি আমার সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের প্রতি এরূপ দৃষ্টি না রাখিতাম, তাহা হইলে, আমি এই সম্পত্তি কখনও ক্রয় করিতে পারিতাম না, আর আপনি যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন, তবে হয়ত, আপনার এ সম্পত্তি আজ বিক্রয় করিবারও আবশ্যক হইত না।"

৫। আছে বস্তু, লয়ে বিচার ;— ভাবী আয়ের আশায় কখনও ব্যয় করিবে না। পরে আয়ের সম্ভাবনা আছে, এরূপ গণনা করিয়া, অনেকে অগ্রেই ব্যয় করিতে বসেন। বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহাদের সেই সম্ভাবিত আয় না হইতে পারে তদ্রূপ স্থলে ভাবী আয়ের আশায়, তাহারা যে ব্যয় করিলেন, তাহাই তাহাদের ঋণ হইয়া দাড়াইল। এইরূপ অবস্থাতেই লোকে ঋণ-জালে জড়িত হইয়া পড়ে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই পুত্র-কন্যাগণের নামকরণ বা বিবাহ, পিতা-মাতার শ্রাদ্ধ অথবা গৃহিনীগণের ব্রতাদি কার্য্যে, এই অন্যায় নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে এবং অবশেষে ঋণ-জালে জড়িত হইয়া, আজীবন দুঃখ ভোগে বাধ্য হয়। ভাবীআয়ের আশায় মুগ্ধ হইয়া লোকে যে সর্ব্বস্বান্ত হয়, তদ্বিষয়ে দেশপ্রচলিত একটী উপদেশ-পূর্ণ গল্প আছে। সাধারণতঃ তাহাকে "পুনাই তেলির আশা" বলে।

এরূপ কথিত আছে ;—একদা পুনাই এক কলসী তেল লইয়া যাইতে ছিল। ভার বহনের পারিশ্রমিক স্বরূপ দুইটী পয়সা তাহাকে অগ্রেই দেওয়া হয় ; সুতরাং পুনাই কলসী মাথায়, এবং পয়সা হাতে, পথ চলিতে চলিতে, ভাবীসুখের আশায় মুগ্ধ হইয়া মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিল,— এই যে দুটী পয়সা পাইয়াছি,এইরূপ শোলটী কলসী বহন করিতে পারিলেই আমার একটী আধূলি হইবে। আধূলির সংস্থান করিতে পারিলে, তদ্দ্বারা একটী ছাগল ক্রয় করিব। ক্রমে তাহার দুগ্ধ ও শাবক বিক্রয় দ্বারা যখন আমার দশ টাকার সংস্থান হইবে, তখন একটী দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করিব। পরে গাভীর দুগ্ধ বিক্রয় এবং গোবৎসাদির বৃদ্ধি দ্বারা যখন আমার শত টাকার সংস্থান হইবে, তখনই এক পরমা সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করিব ; বিবাহের পর অবশ্যই আমার পুত্র কন্যাদি জন্মিবে, তখন আমি দশ জনের একজন হইব! স্ত্রী কত তোষামোদ করিবে!

ছেলেরা কত আদর ও আব্দার করিবে! তখন আমাকে আর পায় কে? ছেলে যখন ভাত খাইতে ডাকিবে, তখন আমি অভিমান করিয়া বলিব, "নেহি খায়েঙ্গা।" মূর্খেরা যেভাব মনে মনে কল্পনা করে, শরীরেও তদনুরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। পুনাইও, "নেহি খায়েঙ্গা" বলিতে যাইয়া, মাথা নাড়ার ত্রুটি করিল না, এবং তাহাতেই তেলের কলসী ভূমিতে পড়িয়া চুরমার্ হইয়া গেল। মহাজনের লোক তাহার পশ্চাতে ছিল, সে অমনি পুনাইর ঘাড় ধরিল; তখন পুনাইর মোহ-ঘুম ভাঙ্গিল, এবং সেই তেলের দেনা পরিশোধ করিতেই পুনাইর সারা জীবন কাটিয়া গেল।

সুশীলে! তুমি হয়ত, পুনাইকে নিতান্ত নির্ব্বোধ ভাবিয়া, মনে মনে হাসিতেছ, আর কত কি বলিতেছ; কিন্তু একটুকু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে ,আমাদিগের মধ্যে এরূপ পুনাইর অভাব নাই। পদ্যপাঠ দ্বিতীয় ভাগে "আকাশ কুসুম" নামক প্রবন্ধে যে একটী বণিক পুত্রের গল্প পড়িয়াছ, তাহাও ঠিক এইরূপ উপদেশ পূর্ণ। অতএব যে কোন বিষয়ে ব্যয় কর না কেন, নগদ টাকায় করিতে পারিলে, ভবিষ্যতের আশায়, কখনও ধারে কার্য্য করিবে না। অবস্থায় বাধ্য হইয়া অনেককে সময় সময় ধারে কার্য্য চালাইতে হয় সত্য, কিন্তু ধারে কার্য্য করিলে, প্রায়ই আয় ব্যয়ের হিসাব ঠিক রাখা যায় না; অধিকন্তু কিছু না কিছু ঠকিতে হয়।

ধারে জিনিষ পত্রাদি খরিদের দুইটী প্রধান দোষ। প্রথম দোষ;—এই উপায়ে এক টাকার কার্য্য অন্যূন সতের আনার কমে নির্ব্বাহিত হয় না। দ্বিতীয় দোষ—ইহাতে ব্যয়ের পথ সীমাবদ্ধ থাকে না। ভাবী আয়ের আশায় ব্যয় করার ন্যায় ইহাও অনেকের সর্ব্বনাশের কারণ হয়। মনে কর, কাপড়ের দোকানে তোমার বাকির হিসাব আছে,

তুমি ইচ্ছা করিলেই কাপড় পাইতে পার, এরূপ সুবিধা থাকিলে, প্রয়োজন অপেক্ষাও অধিক কাপড় খরিদ হয়। ছেলে সুন্দর কাপড় চাহিল, হাতে টাকা না থাকিলেও, কাপড় পাওয়ার বিলক্ষণ সুবিধা আছে, এমতাবস্থায় অবশ্যই কাপড় খরিদে ত্রুটি হইবে না। যে গৃহিণী ধারে কোন কার্য্য করেন না, তাঁহার ছেলে কাপড়ের জন্য শত ক্রন্দন করিলেও, টাকার সংস্থান না হওয়া কাল পর্য্যন্ত, তিনি কাপড় ক্রয়ে বিরত থাকিবেন। এইরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, ব্যয়ের পথ প্রশস্ত ও সুগম করা অনুচিত। এরূপও অনেক অবিবেচক লোক আছে, যাহারা টাকা পয়সা হাতে থাকিতেও ধারে জিনিষাদি ক্রয় করিতে ভালবাসে। এই শ্রেণীস্থ লোক, নির্ব্বোধ না হইলে, অসৎ অভিপ্রায়ে কার্য্য করে, ইহাই মনে করিতে হইবে।

৬। **আয় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব** ;— আয়ের পরিমাণানুসারে ব্যয়ের একটা বরাদ্দ করিয়া লইয়া পরে ব্যয় করিবে। বৎসরের প্রথমেই সমস্ত বৎসরের আয় ব্যয়ের মোটামোটী একটা হিসাব প্রস্তুত করিয়া লইবে। মনে কর, তোমার পতির মাসিক আয় এক শত টাকা; সুতরাং সমস্ত বৎসরে বার শত টাকা আয়ের সম্ভাবনা আছে। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ইহার এক চতুর্থাংশ সঞ্চয় করা সম্ভবপর হইলে, মাত্র নয় শত টাকা দ্বারা সাংসারিক সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে; সুতরাং পরিবারবর্গের সংখ্যা এবং সাংসারিক অবস্থানুসারে ঐ টাকার ব্যয়ের একটী তালিকা (বজেট) অগ্রেই ঠিক করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্নপ্রকার ব্যয়ের আবশ্যক হইলেও, গৃহস্থ মাত্রেরই কতকগুলি সাধারণ ব্যয় আছে। যথা ;—খোরাক পোষাক, বাসগৃহ, রাজকর, সন্তানের শিক্ষা, পারিবারিক চিকিৎসা, দাতব্য,

দেবসেবা বা ধর্ম্মানুষ্ঠান, গৃহসামগ্রী ও পুস্তকাদি ক্রয় এবং সামাজিকতা রক্ষার ব্যয় ইত্যাদি। এভিন্ন, পরিবারস্থ প্রত্যেকেরই সামান্য সামান্য প্রয়োজন নির্ব্বাহার্থ ব্যক্তিগত খরচের আবশ্যক হয়।

৭। **আয় ব্যয়ের হিসাব বা জমা খরচ**— আয়ব্যয়ের যথারীতি হিসাব রাখা একান্তআবশ্যক। মূর্খেরাই বলিয়া থাকে,—"নিজের টাকা নিজে ব্যয় করিব, এর আবার নিকাশ কি? অন্যকে নিকাশ পত্র বুঝাইতে হইলেই না হিসাব কিতাবের আবশ্যক?" যাহা হউক, হিসাব রক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে, আমি তোমাকে কিছু বলিতে চাই না, কারণ আমার বিশ্বাস, সংসারীব্যক্তি মাত্রেই হিসাব রক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করেন। তবে লেখা পড়া না জানাতে, অনেক গৃহিণী, যথারীতি হিসাব রাখিতে না পারিয়া, থামের গায়ে চুণের ফোঁটা দিয়া, কেহ বা দড়িতে গাইট বাঁধিয়া অসম্পূর্ণরূপে অত্যাবশ্যকীয় হিসাব রক্ষা করেন।

সংসার-ধর্ম্ম চালাইতে হইলে, বহু লোকের সঙ্গে কারবার করিতে হয়; সুতরাং নগদ টাকায় সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিলেও, লোকের সঙ্গে হিসাব রাখা আবশ্যক হয়। গৃহিণীর কর্ত্তব্য কার্য্যের সীমা সংখ্যা নাই, সুতরাং নানা বিষয়ে চিন্তা করিতে হয়; এমতাবস্থায় তাহাদের সকল কথা মনে করিয়া রাখা কঠিন।

আবার দেখ, তুমি পূর্ব্বোক্তরূপে সমস্ত বৎসরের আয় ব্যয়ের যে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছ, তাহাতে তোমাদের বার্ষিক পরিচ্ছদের ব্যয় পঞ্চাশ টাকা, সামাজিকতা রক্ষার ব্যয় পঁচিশ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। যথারীতি হিসাব না রাখিলে, তুমি বৎসরান্তে কিরূপে বুঝিতে পারিবে যে, ঐ সকল ব্যয় নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে নাই। অধিকন্তু, কোনও বিষয়ের ব্যয় নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে ভবিষ্যতে তাহার ব্যয় সংক্ষেপ

করিতে, সাধ্যমত সাবধান হইতে পারা যায়। বস্তুত ব্যয়বাহুল্য বিষয়ে সাবধান হইবার পক্ষে হিসাব রক্ষাই প্রধান উপায়। যথারীতি হিসাব রাখিলে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ দৃষ্টে, অনেকের মনে কষ্ট হয়, এই জন্যই বোধ হয়, অমিতব্যয়ী ব্যক্তি হিসাব সংরক্ষণে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং নানা প্রকারে হিসাব রক্ষার অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন জন্য চেষ্টা পায়।

সুশীলে! যদি মিতব্যয়ী হইয়া ধনসঞ্চয় করিতে চাও, যদি অপরকে প্রতারণা করিতে কিম্বা অন্যকর্ত্তৃক প্রতারিত হইতে ইচ্ছা না কর, তবে এক কপর্দ্দকও বিনা হিসাবে ব্যয় করিও না। যদি অন্য কোন কিছুর জন্যও স্ত্রীলোকের লেখা পড়া শিক্ষার আবশ্যকতা না থাকে, তবে, সাংসারিক আয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষার জন্যও অন্ততঃ স্ত্রীজাতির লেখা পড়া শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। বলিতে লজ্জা হয় যে, আমাদিগের মধ্যে এরূপও অনেক গৃহিণী আছেন, যাঁহারা যথারীতি হিসাব রক্ষা করিবেন দূরের কথা, এক কুড়ির অধিক গণনা করিতেও অসমর্থা।

৮ দৈনিক ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি, মিতব্যয়িতার লক্ষণ ;— সাময়িক ব্যয় অপেক্ষা দৈনিক ব্যয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। কোনও কারণে এক সময়ে পাঁচ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিলেও তাহাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু দৈনিক অর্থাৎ নিয়মিত ব্যয়ের একটী পয়সা বৃদ্ধি করিতেও বুদ্ধিমতী গৃহিণীরা বিশেষ সাবধান হয়েন।

বিবেচনা করিয়া দেখ, বন্দোবস্তের ত্রুটীতে, তোমার সংসারে দৈনিক এক পোয়া চাউলের ভাত অপচয় হইলে, বৎসরে প্রায় আড়াই মণ চাউল অপব্যয় হয়। এইরূপে দৈনিক খরচের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক বিষয়ে বিবেচনা করিলে, দেখিতে পাইবে, দৈনিক ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি না থাকাতে, আমাদের প্রত্যেকের সংসারেই বহু ধন বৃথা যাইতেছে।

বৎসে! তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, ভদ্রবংশীয় দরিদ্র পরিবারের সাহায্যের জন্য, আমাদের দেশের কতকগুলি সদাশয় লোক, একটী সভা করিয়া, সেই সভার অধীনে "দরিদ্র ভাণ্ডার" নামে একটী ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন। সভার লোকেরা নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক গৃহিণী, পরিবারস্থ লোকের ভাতের জন্য যে চাউল মাপিয়া লইবেন, তাহা হইতে প্রতিদিন এক মুষ্টি হিসাবে চাউল পৃথক একটী পাত্রে তুলিয়া রাখিবেন। তজ্জন্য সভার লোকেরা প্রতি ঘরে একটী করিয়া কলসীও রাখিয়াছিলেন। এই নিয়মে আমরা প্রতিদিন যে চাউল রাখিয়া দিতাম, সভার সভ্যেরা সপ্তাহান্তে তাহা নিয়া দরিদ্র ভাণ্ডারে জমা দিতেন। একবৎসর পরে, ঐ সভার বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব বাহির হইলে পর, দেখা গেল যে, উপরোক্ত উপায়ে সংগৃহীত চাউলের দ্বারা সতেরটী নিরাশ্রয়া বিধবার এবং আটটী দরিদ্র পরিবারের খোরাক ও অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়াছে, এবং তদতিরিক্ত চাউল বিক্রয় দ্বারা নগদ তহবিলে ৩৮৲ টাকা জমা আছে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, দৈনিক এক মুষ্টি চাউল তুলিয়া রাখাতে আমাদের কাহারও কোন অভাব এবং অসুবিধা হয় নাই; অথচ দশ ঘরের চাউল একত্রিত করিয়া একটা মহৎ কার্য্য হইল।

একবার কোন বিষয়ে ব্যয় বাড়াইলে, তাহা সংক্ষেপ করা বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়; ইচ্ছা করিলেই আমরা ব্যয়ের পথ প্রশস্ত করিতে পারি, কারণ অর্থের সংস্থান থাকিলে, আজই তুমি রাজরাণীর ন্যায় ব্যয় করিতে পার; কিন্তু রাজরাণী ইচ্ছা করিলেই, তোমার আমার ন্যায়; ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া উঠিতে পারেন না। তাই বলি, ব্যয়ের পথ প্রশস্ত করা সহজ, কিন্তু তাহা সঙ্কুচিত করা কঠিন। অতএব এ বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে।

৯। **ব্যয়ের লঘুত্ব গুরুত্ব বিষয়ে জ্ঞানের আবশ্যক**— কোন্ ব্যয় না করিলেই নয়, আর কোন্ ব্যয় না করিলেও চলিতে পারে, সকলেরই তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। আমাদের শরীর রক্ষার্থে আহার, পরিচ্ছদ এবং শয়ন এই তিন বিষয়ে ব্যয়ের একান্ত প্রয়োজন। আহার না করিলে, শীতাতপ হইতে শরীর রক্ষা না করিলে এবং শয়ন ও বিশ্রামার্থ বাস-গৃহ ও শয্যাদি না থাকিলে, কোন মতেই চলে না; সুতরাং, অবস্থানুসারে অল্পাধিক হইলেও, এই সকল বিষয়ের ব্যয় করিতেই হইবে।

বৎসে! ব্যয়ের লঘুত্ব ও গুরুত্ব সবিস্তর বুঝাইতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়; ইহার সহিত মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বা মহত্বের যে অতি নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে, স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের "মহত্ব ও মিতব্যয়" প্রবন্ধ পাঠ করিলে, তাহা ভালরূপ বুঝিতে পারিবে। অনেক গৃহিণী, ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হইলে, ব্যয়ের লঘুত্ব ও গুরুত্ব বিচার না করিয়া, হয় ত, ছেলে মেয়ের দুদ্, পরিবারবর্গের আহারের ব্যয় কিম্বা দীন, দরিদ্রদিগের সাহায্য অথবা স্বদেশের হিতসাধন জন্য যে কিছু ব্যয় হয়, তাহাই সংক্ষেপ করিতে চান; অথচ আপনার বাবুগিরির জন্য যে সকল ব্যয় হইতেছে, তাহার এক কপর্দ্দকও সংক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নন।

কোন কোন গৃহিণী হয় ত বলিবেন;— "না হয়, একবেলা আহার করে থাক্‌ব, তবু খালি হাত পায় দশজনের ভিতর যেয়ে অপমানিত হ'তে পারি না।" "না হয়, ছেলের দুদ্ বন্ধ করে দেব, ছেলে প্রায় এক বছরের হ'তে চল্লো, ভাত খেলেই চল্‌বে; আবশ্যক হয় ত, নিজেরা বরং দুই দিন উপবাস করে থাকা যাবে, তবু চোরের মত ছেলের মুখে দুটো ভাত তুলে দিতে পারি না। দুটো ঢোল বাজ্‌বে না, দুই জন লোক দেখ্‌বে না, ওমা! এও কি সহ্য করা যায়?"

আবার কাহারও মুখে শুনা যায়, "—ও-মা! ছেলে মেয়ের বিয়েতে যদি দুই এক দল ব্যাণ্ড না আসে, ইংরেজী বাদ্য না বাজে, বাজি পোড়ান না হয়, দু দশটা গ্যাসের আলো নিয়ে বর আনতে না যাওয়া যায়, বস্তুতঃ, দশ জনে যদি না দেখলো না জানলো, তবে লোকে বলবে কি? কি করে লোককে মুখ দেখাব। এর চেয়ে না হয়, দু বছর কষ্ট করে খেয়ে থাকব, ছেলেকে না হয় বাঙ্গালা স্কুলে পড়তে দেওয়া যাবে; যদি টাকা অম্নি ধার না মিলে, তবে আমার গায়ের গহনাগুলি বন্ধক রেখে যেখান থেকে হউক, টাকা ধার করে নিয়ে এস; অদৃষ্টে থাকে, খালাস করে এনে দিবে, না হয় এম্নি যাবে, তা বলে কি ছেলের বিয়ে চোরের মত হবে! এ তো আর মা বাপের শ্রাদ্ধ নয় যে, কোন মতে দায় উদ্ধার হলেই হলো।"

সুশীলে! বিবাহাদি কার্য্যে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় যে, একটা সামাজিক গুরুতর দোষ, ইহা দেশের নেতাগণও এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন; তাই এই দোষ দূরীকরণে উদ্যোগী হইয়াছেন সত্য; কিন্তু আমাদিগের অর্থাৎ গৃহিণীগণের সহানুভূতি ব্যতীত তাঁহাদিগের শত চীৎকারেও কোন ফল দর্শিবে না, কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র সার হইবে।

১০। **যথাপ্রয়োজন গৃহ-সামগ্রী ক্রয় করিবে**—জিনিস দেখিলেই তাহা ক্রয় করিয়া, সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখা, অনেক গৃহিণীর রোগ বিশেষ। যে গৃহে পাঁচ সাত খানা থালা, দশ পনরটা বাটী এবং পাঁচ ছয়টা গ্লাস হইলেই সংসারের কার্য্য বেশ চলিতে পারে, গৃহিণীর দোষে, তদ্রূপ সামান্য গৃহেও, বহুতর থালা, বাটী এবং গ্লাশ সিন্দুকের উদরপূর্ণ করিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে দুই চার বৎসরে এক আধ দিনও সেগুলির প্রয়োজন হয় কি না সন্দেহ।

দৃষ্টান্তস্থলে তোমাকে কেবল মাত্র থালা বাটীর কথা বলিলাম; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সংসারে এইরূপ অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত জিনিস পত্র বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা না থাকিলে কোনই ক্ষতি হয় না। এগুলি একদিগে যেমন ব্যয়বাহুল্য বৃদ্ধি করে, অপরদিগে তেমনি গৃহ শৃঙ্খলারও বাধা জন্মায়। অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, এই উপায়ে ধন-সঞ্চয় বা ধন-রক্ষা করা হয়; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, ধনরক্ষার উপায় ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; কারণ এই উপায়ে টাকায় আট আনা রক্ষা করাও কঠিন।

১১। ঋণী ব্যক্তি তৃণাপেক্ষাও লঘু এবং পরাধীন;— অমিতব্যয়রূপ মহাপাপের দণ্ড ঋণ-যন্ত্রণা ভোগ। ঋণী ব্যক্তির ন্যায় দুঃখী জগতে আর নাই। যে ঋণ গ্রহণ করে, তাহাকে অধমর্ণ বলে; কিন্তু আমার বিবেচনায়, তাহাকে অধমর্ণ না বলিয়া 'অধম নর' বলিলেই ঠিক হয়।

কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন;—"ঋণী ব্যক্তি পরাধীন, তাহাকে দোকানদারদিগের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়; সুতরাং সে ব্যবসায়ীদিগের দয়ার পাত্র ও মহাজনদিগের করতলস্থ; সে উকিল মোক্তারগণের বিদ্রূপের পাত্র এবং পাড়াপ্রতিবাসীদিগের সার বিষয়। সে নিজে নিজের গৃহেহ দাসদিগের ন্যায় অবরুদ্ধ থাকিতে বাধ্য হয়; তাহার চরিত্র ক্রমশঃ অবনত এবং কলুষিত হইতে থাকে। এমন কি, পরিবারের লোকেরাও তাহাকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করে।"

যে গৃহে, কোনও কারণে, একবার ঋণ-গ্রহণরূপ মহাব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে আর সুখের আশা করা বৃথা অসত্য আচরণ, অসম্মান, পরাধীনতা, অপ্রণয়, অশান্তি এবং নিরাশা প্রভৃতি এ রোগের

উপসর্গ বিশেষ ; এগুলি, ক্রমে ক্রমে ঋণের অনুসরণ করিয়া, গৃহস্বামীকে অস্থিচর্ম্মসার করে এবং মনুষ্যত্ব বিহীন করে।

পণ্ডিতেরা বলেন ;—"অনাহারে শয়ন করিয়া থাকা ভাল, তথাপি ঋণগ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে।" "মিথ্যা কথা ঋণগ্রহণরূপ অশ্বের পৃষ্ঠে চড়িয়া বেড়ায়।" "মিথ্যা কথা যেমন মিথ্যা কথার পোষক, ঋণও তদ্রূপ ঋণের পোষক অর্থাৎ অনুসরণ করে।

১০। সেভিংস ব্যাঙ্ক বা সঞ্চয়ভাণ্ডার,— সুশীলে! ডাকঘরে যে টাকা জমারাখা যায়, তাহা তুমি অবশ্যই শুনিয়াছ; কারণ, আমি জানি, তোমার স্বামী তোমার নামে ডাকঘরে টাকা জমা রাখিতেছেন। তবে তুমি এই বিষয়টী ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছ কি না, জানি না। ইংরেজিতে ইহাকে সেভিংস্ ব্যাঙ্ক বলে। বাঙ্গালা ভাষায় ইহার উপযুক্ত কোন নাম নাই ; এ প্রথাটী ইংরেজদের দেশ হইতেই এদেশীয় ডাকঘরে প্রচলিত করা হইয়াছে। তবে ইংরেজি শব্দের অর্থানুসারে ইহাকে বাঙ্গালায় "সঞ্চয়-ভাণ্ডার" নাম দেওয়া যাইতে পারে। সাধারণ গৃহস্থের অল্পে অল্পে ধন সঞ্চয় ও রক্ষা করার পক্ষে এরূপ উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই। তাই এবিষয়টী তোমাকে ভালরূপে বুঝাইতে ইচ্ছা করিয়াছি ; কারণ গৃহিণী মাত্রেরই এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তুমি শুনিয়া অবশ্যই সুখী হইবে যে, ধনসঞ্চয়ের এই উৎকৃষ্ট উপায়, সর্ব্বপ্রথমে একটী স্ত্রীলোক উদ্ভাবন ও অবলম্বন করেন ; তাহার নাম কুমারী প্রিস্‌সিলা ওয়েক্‌ফিল্ড (Miss Priscella Wakefield)। তাঁহারই চেষ্টায় দরিদ্র বালক বালিকাগণের হিতার্থে প্রথম এই ব্যাঙ্ক খোলা হয়।

১৮৬১খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে প্রথম পোষ্টঅফিশ-সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক খোলা হয়। তাহার বিশবৎসর পরে, ১৮৮১খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষীয় ডাকঘর সমূহে এই প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে।

কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মধ্যবিৎ, এদেশীয় অধিকাংশ লোকই অপরিমিতব্যয়ী। এরূপও কতক লোক আছেন, যাহারা হাতে টাকা থাকিলে তাহা ব্যয় না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। মধ্যবিৎ লোকদিগের মধ্যেই এ দোষটী অধিক প্রবল। এরূপ অবস্থায়, ডাকঘরে টাকা জমা রাখিবার নিয়ম, ধনসঞ্চয়ের পক্ষে বিশেষ সুযোগ।

সেভিংস ব্যাঙ্কের নিয়মাবলী— সুশীলে! ডাকঘরে টাকা জমা-রাখিবার নিয়ম-প্রণালী, ডাক বিভাগ হইতেই বিনামূল্যে পাওয়া যায়, এবং আমাদের দেশের প্রচলিত প্রায় সকল ভাষাতেই ঐ সকল নিয়মাবলীর পুস্তিকা মুদ্রিত আছে ; সুতরাং নিয়ম-প্রণালী বিষয়ে তোমাকে অধিক কিছু না বলিয়া, সাধারণ ভাবে কয়েকটি কথা বলিয়াই, অদ্য, এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

(১) স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সকলেই নিজের নামে টাকা জমা রাখিতে পারে। ন্যূন সংখ্যা চারি আনা পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট এই টাকা পরিশোধের জন্য দায়ী থাকেন। পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়েরা, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকাগণের নামেও, টাকা জমা রাখিতে পারেন।

(২) মাসিক শতকরা চারি আনা হিসাবে সুদ পাওয়া যায়। ন্যূন কল্পে প্রতি ছয় টাকায় মাসিক এক পয়সা হিসাবে সুদ দায়ধারা হয়। ছয় টাকার কমে বা তাহার কোনও অংশের জন্য সুদ পাওয়া যায় না। বৎসরান্তে অর্থাৎ ৩১ শে মার্চ্চের পরে, এক বৎসরের সুদের টাকা আসলে গণ্য হইয়া হিসাবে জমা হয়। মাসের ৪ঠা তারিখের মধ্যে টাকা জমা দিলেই সেই মাসের সুদ পাওয়া যায়। ছয় মাসের মধ্যে টাকা উঠাইতে পারিবে না, এইরূপ, চুক্তিতে টাকা জমা রাখিলে, শত করা সোয়া তিন টাকা হিসাবে সুদ পাওয়া যাইতে পারে।

(৩) প্রথমবার টাকা জমা দিবার সময় জমাদাতার নাম, পিতার নাম, ব্যবসা ও বাসস্থান ইত্যাদি লিখিয়া, এক খানি অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষর করিয়া কিম্বা লিখিতে না জানিলে টিপসহি দ্বারা চিহ্নিত করিয়া, ডাকঘরে দিতে হয়। ছাপান অঙ্গীকার পত্র বিনামূল্যে ডাকঘরে পাওয়া যায়।

(৪) প্রথমবার টাকা জমা দিবার সময় ডাকঘর হইতে এক খানি হিসাবের বহি পাওয়া যায়। তাহাকে ইংরেজিতে 'পাশবুক' বলে।

(৫) টাকা উঠাইতে হইলেও এক খানি আবেদন পত্র সহ পাশবুক ডাকঘরে পাঠাইতে হয়। পোষ্টমাষ্টার প্রার্থিত টাকা হিসাবে (পাশ-বুকে) খরচ লিখিয়া টাকা সহ পাশবুক ফেরত দেন।

(৬) পাশবুক জমাদাতার নিজ সম্পত্তি; সুতরাং তাহা যত্নের সহিত নিজের নিকট রাখিতে হইবে। কোন কারণে উহা নষ্ট হইলে বা হারাইলে, এক টাকা জরিমানা দিয়া আবেদন করিলে, ঐরূপ আর একখানা নূতন পাশবুক পাওয়া যাইতে পারে।

(৭) আবশ্যক হইলে, এক ডাকঘর হইতে অপর যে কোন ডাক ঘরে বিনাব্যয়ে হিসাব বদলি করিয়া লওয়া যায়।

সুশীলে! তোমাকে যে কয়েকটী সাধারণ নিয়মের বিষয় বলিলাম, তাহাতেই সেভিংস্ ব্যাঙ্কের কার্য্য-প্রণালী কিরূপে চলে, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছ। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, আমাদের ন্যায় অল্প-আয়-বিশিষ্ট লোকের ধনসঞ্চয় পক্ষে ইহা কিরূপ সুবিধাজনক উপায় হইয়াছে।

প্রথম সুবিধা ;—চারি আনার পয়সাও জমা রাখা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ;—আবশ্যক হইলে প্রতিদিনও টাকা জমা দেওয়া যায়।

তৃতীয়তঃ ,—আবশ্যকমত সর্ব্বদাই টাকা জমা রাখা যায় ; কিন্তু সপ্তাহে এক দিনের বেশি টাকা উঠান যায় না। টাকা জমা দেওয়ার ন্যায় টাকা

তোলা তত সহজ নয়। টাকা জমা দেওয়ার ন্যায় টাকা উঠান সোজা হইলে, যৎসামান্য প্রয়োজনেও লোকে টাকা তুলিয়া লইতে ত্রুটি করে না।

চতুর্থতঃ ;—নিজের নিকট টাকা রাখিলে চুরি হওয়া, হারাইয়া যাওয়া অথবা গৃহদাহ প্রভৃতি নানা দৈবদুর্ঘটনায় নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে ; কিন্তু সেভিংস্ ব্যাঙ্কে তদ্রূপ কোনও আশঙ্কা নাই।

পঞ্চমতঃ ;—হাতে টাকা পয়সা থাকিলে তাহা খরচ হইবার সম্ভাবনা অধিক থাকে, এ ভিন্ন সময় সময় লোককে খাওলাত দিয়াও ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়। এমন কি, অনেক সময় টাকা থাকিতেও আমরা লজ্জার অনুরোধে "হাতে টাকা নাই" এইরূপ স্পষ্ট মিথ্যা কথা বলিতে বাধ্য হই। টাকা সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা রাখিলে এসব বিপদের কোনই সম্ভাবনা থাকে না।

ষষ্ঠতঃ—নিজের গৃহ অপেক্ষাও নিরাপদ স্থানে টাকা রাখিয়া কিছু কিছু সুদও পাওয়া যায়।

সপ্তমতঃ ;—আজ কাল প্রায় গ্রামেই ডাকঘর আছে, সুতরাং ঘরের বধূ কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকারাও অনায়াসে এইরূপে টাকা লেনা দেনা করিতে পারে।

আমি এক খানি ইংরেজি পুস্তকে পড়িয়াছি। কোন মদ্যপায়ী দরজীকে সেভিংস্ ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে দেখিয়া, কারখানার তত্ত্বাবধারক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ;—"তুমি মাতাল হইয়াও কিরূপে সেভিংস্ ব্যাঙ্কে এতাধিক টাকা, জমা দিতে সমর্থ হইলে, কিসে তোমার এরূপ সুমতি হইল?" ঐ তারিখ তাহার নামে প্রায় ৮০পৌণ্ড অর্থাৎ ১২০০৲ টাকা জমা ছিল। তদুত্তরে দরজি বলিল ;—"মহাশয়! একদিন আমার স্ত্রীর নামের একখানি সেভিংস্ ব্যাঙ্কের পাশবুক আমার হাতে পড়ে, তাহাতে প্রায় ২০ পৌণ্ড (৩০০৲ টাকা) জমা দেখিয়া, আমার

মনে হইল, আমি এরূপ অপব্যয় করাসত্ত্বেও যখন আমার স্ত্রী এতাধিক টাকা জমাইতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন আমি পরিমিত ব্যয়ী হইলে এবং উভয়েই ধনরক্ষা করিলে অবশ্যই অনেক টাকা জমাইতে পারিব। সেই দিন হইতেই আমি মদ্য পানের কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছি। আমার এতদ্রূপ পরিবর্ত্তনের মূল কারণ আমার স্ত্রীর সঞ্চয় বুদ্ধি এবং সেভিংস্ ব্যাঙ্ক।"

কথায় বলে;—"টাকায় টাকা বান্ধে।" বস্তুতঃ, দুই চারি আনা করিয়া একবার কিছু জমাইতে পারিলে, অধিক জমাইবার ইচ্ছা হয় এবং টাকার প্রতি মমতা জন্মে। যাহারা, "যত্র আয় তত্র ব্যয়" করিয়া দিন কাটায়, তাহারা কোন কালেও সঞ্চয় করিতে পারে না।

সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ অতি অল্প বলিয়া, অনেকে, ডাকঘরে টাকা জমা রাখা, অবিবেচকের কার্য্য বলিয়া টাকা পয়সা জমা রাখেন না; অধিকন্তু; যাহারা জমা রাখে, তাহাদিগকে নির্ব্বোধ বলিয়া নিন্দা করিতে ক্রুটী করেন না। এরূপ নিন্দাকারী ব্যক্তিরা সেভিংস্ ব্যাঙ্কের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। কারণ, টাকা পয়সা ধার দিয়া সুদ আদায় করতঃ ধনবৃদ্ধি সেভিংস্ ব্যাঙ্কের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; নিরাপদ স্থানে ধনরক্ষা করাই প্রধানতম উদ্দেশ্য। সুতরাং সুদ বাবদে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা অতিরিক্ত লাভ বিবেচনা করিতে হইবে। তুমি যদি খুব হিসাবী হও, তবে, সময় সময়, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া উপযুক্ত লোকের নিকট ধার দিতে এবং যখন যাহা আদায় হয়, তাহা পুনরায় সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা দিয়া রাখিতে পার। এ বিষয়ে সেভিংস্ ব্যাঙ্ক দ্বারা বরং তোমার বিশেষ সুবিধাই দেখা যায়।

১৩। জীবন-বিমা;—নিরাশ্রয়া বিধবা ও নিঃসহায় সন্তানগণের ভরণপোষণের জন্য সকলেরই কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

অনেক সময়েই গৃহস্বামীর মৃত্যুতে পরিবারবর্গ ঘোর দুরবস্থায় পতিত হয়। স্ত্রী-পুত্রগণের ভাবী অভাব দূরীকরণ জন্য, জীবন বিমা (Life Assurance) করা যাইতে পারে। জীবন বিমা কি এবং কি প্রণালীতে তাঁহার কার্য্য পরিচালিত হয়, তাহা বোম্বে অরিয়েণ্টেল জীবন-বিমা কোম্পানির বা তদ্রূপ অপর কোন কোম্পানীর অনুষ্ঠান পত্র দেখিলেই সবিস্তার জানিতে পারিবে।

মাসে মাসে, বছরে বছরে, অথবা তিনমাস বা ছয়মাস অন্তর নির্দ্দিষ্ট হারে, যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়, ততদিন কিছু কিছু টাকা জীবন-বিমা কোম্পানীকে দিতে দিতে মৃত্যু ঘটিলেই হাজার, দুই হাজার, চারি হাজার, পাচ হাজার বা ততোধিক টাকা একবারে পাইবার যে চুক্তি, তাহাকে জীবন-বিমা বা লাইফ্ ইন্সিওরেন্স বলে।

জীবন-বিমার অনেক নিয়ম আছে, নির্দ্দিষ্ট বয়সে এবং মরণান্তে প্রাপ্য টাকার জন্য কিস্তি কিস্তি যে টাকা দিতে হয় তাহারও কমি বেশী হইয়া থাকে। বোম্বে অরিয়েণ্টাল জীবন-বিমা কোম্পানীর নিয়মানুসারে, যদি কোন ব্যক্তি, তাহার মরণান্তে উত্তরাধিকারী এক কালীন এক হাজার টাকা পাইবে এই সর্ত্তে জীবন বিমা করে এবং যখন বিমা করে তখন তাহার বয়স ২৫ বৎসর হয়, তাহা হইলে একেবারে ৪৬২৷৹ টাকা দিলে যখনই তাঁহার মৃত্যু হইবে তখনই তাঁহার উত্তরাধিকারী এক হাজার টাকা পাইবেন।

যদি ঐ ৪৬২৷৹ টাকা একেবারে দিবার সুবিধা না হয়, তাহা হইলে বৎসরে ৫৭৸৶৹ করিয়া দশ বৎসরে দিলেও চলিবে। অধিক কি যদি এক কিস্তির টাকা দিবার পরেও মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলেও তাঁহার আত্মীয় হাজার টাকা পাইবেন। যদি কেহ ১৫ কিস্তিতে দিতে চাহেন, তাহা হইলে প্রতি বৎসর ৩৬৲ টাকা এবং যদি ২৫ কিস্তিতে দিতে চাহেন, তবে

বৎসরান্তর ৩২৵০, এবং ৩০ কিস্তিতে ২৯৷৵০ দিতে হয়। আর যদি বৎসর অন্তর টাকা দিতে কেহ অসুবিধা মনে করে, তাহা হইলে বার্ষিক কিস্তির টাকা ভাগ করিয়া ছয় মাস, তিন মাস কিম্বা মাসে মাসেও দেওয়া যাইতে পারে। এরূপ চুক্তির পরেও যদি এক কিস্তির টাকা জমা দিয়া কেহ মারা যায়, তাহা হইলেও তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা বা অপর যে কোন উত্তরাধিকারী থাকিবে, সে বিমার সমস্ত টাকা পাইবে।

সুশীলে! শেষজীবনের জন্য, অথবা উত্তরাধিকারীগণের জন্য, এই উপায়ে ধন রক্ষা বা সঞ্চয় করা বিশেষ সুবিধাজনক সন্দেহ নাই; কিন্তু এস্থলে একটি কথা তোমাকে বলিয়া রাখা সঙ্গত যে, আজ কাল আমাদের দেশে জীবন-বিমা কোম্পানীর যেরূপ ছড়াছড়ি হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ জানিয়া শুনিয়া সতর্কতার সহিত উপযুক্ত স্থানে জীবন বিমা করিতে না পারিলে, সমূলে বিনষ্ট হইবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

কেবল হাজার টাকার জন্যই যে জীবন বিমা করা যায় এমন নহে, পাঁচ হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার, বা তদূর্দ্ধ টাকার জন্যও করা যাইতে পারে। তাহার জন্য প্রতি কিস্তিতে তালিকা হিসাবে বেশী টাকা দিতে হয়।

মিতব্যয় ও সঞ্চয় সম্বন্ধে মহাজন বাক্যাবলী।

(১) "মিতব্যয়ী ব্যক্তিদিগকে সমাজের হিতকারী বন্ধু, আর অমিতব্যয়ীদিগকে সামাজিক শত্রু জ্ঞান করিবে।"

(২) "সমাজ অর্থের অভাব অপেক্ষা অর্থের অপব্যবহারেই অধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।"

(৩) "ধন উপার্জ্জন করা অপেক্ষা তাহা যথারীতি ব্যয় করা কঠিন।"

(৪) "যাহারা যত্র আয় তত্র ব্যয় করে, তাহারা দুর্ব্বল, অশক্ত এবং অবস্থার দাস; তাহাদের সম্মান এবং স্বাধীনতা থাকে না।"

(৫) "অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অতি সুলভ মূল্যে ক্রীত হইলেও, তাহা মহার্ঘ বিবেচনা করিতে হইবে।"

(৬) "সমাজের নিকট পদস্থ ও সম্মানিত হইবার বৃথা অভিমানে অনেকে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে বাধ্য হয়।"

(৭) "জীবনে সুখের আদর্শ বিষয়ে ভ্রান্ত সংস্কারই, অনেক সময়, অপব্যয়ের কারণ হয়।"

(৮) "দারিদ্রতার আগমনেই ভালবাসা গৃহ হইতে পলায়নে উন্মত হয়।"

(৯) "অনাহারে শয়ন করিয়া থাকা ভাল, তথাপি ঋণ-গ্রহণ করা উচিত নয়।"

(১০) "ঋণী ব্যক্তির সত্যব্যবহার করা একরূপ অসম্ভব; তাই কথায় বলে,—মিথ্যা কথা ঋণগ্রহণরূপ অশ্বের পৃষ্ঠে ভ্রমণ করে।"

(১১) "মিথ্যা কথা যেমন মিথ্যা কথার পোষক, ঋণও তদ্রূপ ঋণের পোষক অর্থাৎ অনুসরণ করে।"

সপ্তম উপদেশ।

রন্ধন ও পরিবেশন।

"হাঁড়ি হান্‌শাল রান্না, তিন নিয়ে ঘরকন্না।"

"রান্না বান্না ঘরকন্না, না জান্‌লে পায় কান্না।"

"আহারই মনুষ্যের সুখ সচ্ছন্দের হেতু। বর্ণ, তেজ এবং সমস্ত প্রকার দৈহিক ব্যাপার, এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত আহারের অধীন। এতাদৃশ আহারের ভার এদেশে নারীজাতির উপরেই নির্ভয়ে স্থাপিত আছে।"—বামাবোধিনী।

সুশীলে! দুঃখ ও লজ্জার বিষয় যে, আজ কাল রন্ধন ও পরিবেশনের গুরুত্ব এবং তৎসম্বন্ধে নরীজাতির কর্ত্তব্য বিষয়ে তোমাদিগকে উপদেশ দিতে হয়। সন্তান-পালন যেমন স্ত্রীলোক মাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য, পরিবারবর্গকে আহার দিয়া জীবন রক্ষা করাও, তেমনি তাহার মাতৃত্বের পরিচায়ক। সুতরাং তুমি রাজ রাণী হও, কিম্বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারণই কর না কেন, যদি তুমি সন্তানপালনে বা পরিবারবর্গকে আহারাদি দিয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম রক্ষণে অসমর্থা হও, তবে তুমি, গৃহিণীর কর্ত্তব্য পালনে অসমর্থ হেতু, প্রত্যবায়ের ভাগী হইবে সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে, গৃহকার্য্যে অপটু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী একজন রমণী অপেক্ষা গৃহস্থধর্ম্ম পালনে সুদক্ষা নিরক্ষরা গৃহিণীও অধিকতর সম্মানের পাত্রী। রাজকন্যা এবং রাজমহিষী হইয়াও দ্রৌপদী স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত ও প্রদান করিতেন, ইহা নারীজাতির পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে।

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন;—অপত্য উৎপাদন, জাত অপত্যের প্রতিপালন এবং প্রত্যহ গৃহকর্ম্ম সম্পাদনই স্ত্রীজাতির প্রধান কর্ত্তব্য।” ১। বস্তুতঃ, স্ত্রীজাতির এই পালনীশক্তি বা মাতৃত্বগুণই সৃষ্টি রক্ষার এবং সংসার যাত্রা-নির্ব্বাহের মূলীভূত কারণ। এরূপ অবস্থায়, স্ত্রী পুরুষের কর্ত্তব্য বিভাগের প্রতিদন্দ্বিতার তর্ক উত্থাপনের বিশেষ কোনও যৌক্তিক কারণ না থাকিলেও, বর্ত্তমান সময়ে, এবিষয়ে মতভেদ এবং ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। প্রাচীন ঋষিরা, সন্তানপালনরূপ মহাব্রতের ভার, একমাত্র নারীজাতির উপরই অর্পণ করিয়া, তাহাদিগের কার্য্য বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং রন্ধন ও পরিবেশন অর্থাৎ আহার দিয়া সৃষ্টি রক্ষা করাই আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য। অতএব, সর্ব্বাগ্রে তৎসম্পাদনে যত্নবতী হইবে। রন্ধন যৎসামান্য কার্য্য নহে, ইহা ঋষি-নির্দ্দিষ্ট হোম বিশেষ; তাই প্রাচীন গৃহিণীরা অস্নাত অবস্থায় কখনও এই হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন না। অধিকন্তু, তাঁহারা দেবতা অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মা এবং অন্নপূর্ণাকে স্মরণ ও প্রণাম করিয়া, রন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন।

প্রসিদ্ধ রাসায়নিক তত্ত্ববিৎ রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, তাঁহার “খাদ্য” নামক গ্রন্থের একস্থলে, লিখিয়াছেন;—“রন্ধন সভ্যতার একটী অঙ্গ এবং কলা-বিদ্যার অন্তর্গত। যে স্ত্রীলোক ভালরূপে রন্ধন করিতে পারেন, কি স্বদেশী, কি বিদেশী, সকল সমাজেই তিনি সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে কাহারও বাটীতে কোন ক্রিয়া উপস্থিত হইলে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণ রন্ধন কার্য্যে যোগ দিয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেন। যাঁহারা রন্ধন-কার্য্যে সুপটু, এইসময়ে তাঁহারা আত্মীয়বর্গ

(১) উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রী নিবন্ধনং॥
—মনু।

ও প্রতিবাসিগণের নিকট হইতে কত আদর ও কত সম্মান পাইয়া থাকেন। যাঁহারা রন্ধন কার্য্যকে নীচবৃত্তি বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া স্বামী পুত্র ও আত্মীয়বর্গকে ভোজন করাইলে মনে কিরূপ আনন্দের উদয় হয়, যাঁহারা এই কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা অবগত আছেন। সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, রন্ধনকার্য্য বিদ্যাশিক্ষার অন্তর্গত; সুতরাং ইহা সম্মান ও গৌরবের কার্য্য।

জীবনধারণার্থে আহারের প্রয়োজন। প্রাণী মাত্রকেই কিছু না কিছু আহার করিতে হয়; কিন্তু মনুষ্যেরা, অপরাপর জন্তুর ন্যায়, কেবল মাত্র কাঁচা দ্রব্য ভক্ষণ করে না, অধিকাংশ দ্রব্যই রন্ধন করিয়া খায়। সভ্যতার ইতিহাস সমালোচনায় জানা যায়, সভ্যতার বৃদ্ধিসহকারে মনুষ্যের রন্ধন বিষয়ক জ্ঞানেরও ক্রমোন্নতি হইতেছে। বস্তুতঃ; যে দ্রব্য কাঁচা অবস্থায় জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করিতেও ঘৃণার উদ্রেক হয়, পাক করিলে তাহাই আমরা অতি সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য বলিয়া সাদরে গ্রহণ করি। যে দ্রব্য কাঁচা খাইলে অসুস্থ ও রোগগ্রস্থ হয়, পাক করিলে তাহাতেই আবার শরীরের বলবৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন করে; ইহাই রন্ধনের গুণ।

আহারের উপরেই আমাদিগের জীবন নির্ভর করে। আর এক ভাবে দেখিলে, আহারেই সংসারের অর্দ্ধেক সুখ, এবং তদর্থেই প্রায় চৌদ্দআনা লোক গায়ের রক্ত জল করিতেছে; সুতরাং যাহারা আহার প্রস্তুত ও প্রদান করা সামান্য কার্য্য জ্ঞানে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করেন, কিম্বা সামান্য দাসদাসীর উপর এই গুরু-ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, তাঁহারা গৃহিণী নামের অযোগ্যা।

সুশীলে! স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, রন্ধন ও পরিবেশনাদি গুরুতর কার্য্যভার, জননী, পত্নী কিম্বা ভগিনী প্রভৃতি স্ত্রীলোক ভিন্ন, অন্য কাহারও উপর অর্পণ করা সঙ্গত নহে। স্বামী

কি পুত্র কন্যাগণের অন্নব্যঞ্জন অন্যদ্বারা প্রস্তুত ও প্রদান করা অপেক্ষা গৃহিণীর অগৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? যে সংসারে দাস দাসীরা অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত ও প্রদান করে, গৃহিণীরা ভ্রমেও তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, তদ্রূপ পান্থ-নিবাশসদৃশ গৃহে প্রকৃত সুখের আশা করা বৃথা। বস্তুতঃ, স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব গণকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতে পারিলে, হৃদয়ে যে বিমলানন্দ জন্মে, সংসারে তাহা অতুলনীয়। যে রমণী তাদৃশ আত্ম-প্রসাদরূপ সুখলাভে সমর্থ হয়েন নাই, তাহাকে দুর্ভাগিনী বলিলেও অন্যায় হইবে না।

আজ কালও, অনেক রমণী, বিবাহাদি ব্যাপার উপলক্ষে গায়ের রক্ত জল করিয়া, সাধারণের জন্য অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে পরম সুখানুভব করেন এবং তাহা সাধারণের তৃপ্তিদায়ক হইলে, নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সময়ের পরিবর্ত্তনে, নূতন সভ্যতা ও শিক্ষাপ্রণালীর দোষে রন্ধনাদি বিষয়ে তোমাদিগের যেরূপ তুচ্ছতাচ্ছল্যের ভাব দেখিতেছি, তাহাতে অত্যল্প কাল মধ্যে সমাজের এক বিষম পরিবর্ত্তন সংঘটিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। হয়ত, আর কিছু দিন পরে, নিমন্ত্রণ উপলক্ষে অন্ন-ব্যঞ্জন ক্রয় না করিলে চলিবে না। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে অনেকে সস্ত্রীক পান্থ-নিবাসে বাস করিতে বধ্য হইবেন। সুশীলে! এতদ্রূপে গৃহ যদি পান্থ-নিবাসে পরিণত হয়, তবে ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

গুণ ও প্রকৃতি ভেদে খাদ্যদ্রব্য আমিষ এবং নিরামিষ এই দুই ভাগে বিভক্ত। এভিন্ন, আহারের প্রণালীভেদে খাদ্যদ্রব্য সমূহকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা;—(১) চর্ব্ব্য, (২) চুষ্য, (৩) লেহ্য এবং (৪) পেয়। (১) যে সকল দ্রব্য দন্ত দ্বারা চিবাইয়া খাইতে হয় তাহাকে চর্ব্ব্য, (২) যাহা চুষিয়া খাইতে হয় তাহা চুষ্য, (৩) যে গুলি

জিহ্বা দ্বারা লেহন অর্থাৎ চাটিয়া খাইতে হয় তাহা লেহ্য এবং (৪) যেসকল জলীয় পদার্থ পান করিতে হয়, তাহা পেয় শ্রেণীভুক্ত। আবার. স্বাদশ্বা রসভেদে খাদ্যদ্রব্য সমূহ প্রধানতঃ ছয় প্রকার। যথা— অম্ল, মধুর, লোণা, তিক্ত, কটু এবং কষায়। এই ছয়টী মূল রসের সংযোগে বহুবিধ মিশ্র রসের উৎপত্তি হয়। পাকশাস্ত্রে সর্ব্বসমেত ৬৩ প্রকার মিশ্ররসের উল্লেখ আছে। এস্থলে তদ্বিষয়ের সবিস্তর সমালোচনা অনাবশ্যক। তবে সুপাচিকা হইতে হইলে, কোন্ কোন্ রসের পরস্পর সঙ্গতি অর্থাৎ মিল হইতে পারে, আর কোন্ কোন্ রসের পরস্পর মিল নাই, গৃহিণীগণের তদ্বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কোন্ কোন্ দ্রব্য মিশ্রিত করিলে, তাহা সুস্বাদু ও বলকারক হয়, আবার কোন্ কোন্ দ্রব্য একত্রিত করিলে, শরীরে মহানিষ্টকারী বিষপ্রয়োগের ন্যায় কার্য্য করে, তাহা জানা আবশ্যক। রন্ধন বিষয়ক শিক্ষা কার্য্যগত ; সুতরাং উপদেশ বা অধ্যয়ন দ্বারা এ সকল বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই। রন্ধনের গুণে সামান্য বৃক্ষপত্রও অমৃততুল্য উপাদেয় খাদ্যে পরিণত হয়। তাই কথায় বলে ; "মাচ্ পচা, না রাঁধুনী পচা ?" অথবা "রাঁধ্তে যদি না জানে ঝি, তেল ঘিয়ে তার হবে কি ?"

কোন কোন দ্রব্য যত সুসিদ্ধ করা যায়, ততই যেন তাহার সুস্বাদের বৃদ্ধি হইতে থাকে। আবার কোন কোন দ্রব্য পরিমাণাপেক্ষা কিঞ্চিদধিক সিদ্ধ হইলেই অখাদ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং স্বহস্তে রন্ধন না করিলে, কিম্বা অপরের রন্ধন-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ না করিলে, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় না ; তাই তোমাকে রন্ধন-প্রণালী শিক্ষা সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে চাই না। রন্ধন ও পরিবেশন বিষয়ে তুমি নিম্নলিখিত কয়েকটী সাধারণ নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য কর, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা।

১। **পাক পাত্র**— পাক পাত্রের গুণ এবং দোষের উপরে রন্ধনের ভাল মন্দ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। এমন কি, পাক পাত্রের দোষে খাদ্য দ্রব্য বিষাক্ত হইতেও দেখা যায়। অতএব কিরূপ পাত্র পাকের উপযোগী তাহা আমাদিগের জানা কর্ত্তব্য। পাক করিবার জন্য মৃণ্ময় পাত্রই উত্তম এবং পূর্ব্বে এতদ্দেশে তাহাই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু মৃণ্ময় পাত্র সহজেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং স্থানান্তরিত করাও কঠিন, এইরূপ কতকগুলি কারণে, বর্ত্তমান সময়ে, তাহার ব্যবহার অধিক হয় না। তৎপরিবর্ত্তে লৌহ, পিতল এবং তামা প্রভৃতি ধাতু পাত্রই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। তামার পাত্রে পাক করিলে, খাদ্য দ্রব্য বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, তবে তাহা কলাই করিয়া লইলে, সে আশঙ্কা থাকে না। পক্ষান্তরে, পোলাও, কালিয়া এবং কোর্ম্মা প্রভৃতি রন্ধন করিবার পক্ষে ডেক্‌চি ব্যবহারই অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক। পাক পাত্র সর্ব্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা এবং তাহা ঢাকিয়া রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। তামার ডেক্‌চি ব্যবহার করিলে, মাঝে মাঝে তাহা কলাই করিয়া লওয়া আবশ্যক।

২। **ভোজন পাত্র**—পান ও ভোজনার্থে এতদ্দেশে কাঁসার পাত্রই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এভিন্ন, তামা ও পিতলাদি অপরাপর ধাতু নির্ম্মিত পাত্রও পান ভোজনার্থে ব্যবহার করিতে দেখা যায়। এভিন্ন, সম্ভ্রান্ত ধনীদিগের গৃহে রূপার বাসন পত্রেরও ব্যবহার আছে। কিন্তু তাহা নির্দ্দোষ হইলেও, সাধারণের পক্ষে আদর্শস্থানীয় বলা যাইতে পারে না। তামা, পিতল এবং কাঁসার পাত্রে সকল রসযুক্ত খাদ্য দ্রব্য নিরাপদে অর্থাৎ অবিকৃত অবস্থায় ভোজন করা যায় না। এজন্য, ইংরেজ প্রভৃতি অধিকাংশ জাতিই, ভোজনার্থে মৃণ্ময় অর্থাৎ চিনামাটীর বাসন এবং পানার্থে কাচের গ্লাসাদি ব্যবহার করিতেছেন। ইহাতে সকল

প্রকার রসযুক্ত খাদ্য দ্রব্যই অবিকৃত অবস্থায় রাখিয়া ভোজন করা যাইতে পারে, এবং মরিচা ধরিয়া বিষাক্ত হইবারও কোন আশঙ্কা নাই। অধিকন্তু, ইহা অতি সহজেই পরিষ্কার করা যায়। এতদ্দেশীয় মুসলমানগণও, মৃণ্ময় পাত্রই বহুল পরিমাণে ব্যবহার করেন। হিন্দুদিগের মধ্যে মৃণ্ময় পাত্রে ভোজনের রীতি না থাকিলেও, ধাতু পাত্র অপেক্ষা পাথরের থালা বাটী এবং গ্লাসের প্রাধান্য সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়, এবং পূর্ব্বে তাহার ব্যবহারই বহুল পরিমাণে হইত। ধাতু পাত্রে ঔষধাদি সেবনও নিষিদ্ধ।

৩। **খাদ্য**— শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নিদ্ধারণ করিয়াছেন যে, (১) শরীরের ক্ষয়নিবারণ, (২) দেহের পুষ্টিসাধন, (৩) তাপ জনন এবং (৪) বল উৎপাদন, এই চতুর্ব্বিধ উদ্দেশ্য সাধন জন্যই খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু একমাত্র দুগ্ধ ব্যতীত এই সকল উপাদান সমপরিমাণে অপর কোনও খাদ্য দ্রব্যে দৃষ্ট হয় না। তাই পণ্ডিতেরা মাতৃদুগ্ধই আদর্শ খাদ্য বিবেচনায় পরীক্ষা দ্বারা তাহার উপাদান সমূহ বিশ্লেষণ করিয়া, তাহা প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা— (১) ছানা জাতীয় উপাদান, (২) মাখন জাতীয় উপাদান, (৩) শর্করা জাতীয় উপাদান এবং (৪) জল ও লবণ জাতীয় উপাদান। সুতরাং দেশ, কাল এবং ব্যক্তিভেদে, অল্লাধিক পরিমাণে হইলেও, আমাদিগের শরীর রক্ষার্থে ঐ সকল উপাদানের নিত্য প্রয়োজন। অতএব আমাদিগের দৈনিক খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে ঐ সকল উপাদান প্রয়োজনানুসারে আছে কি না, তাহা প্রত্যেক গৃহিণীরই দেখা আবশ্যক। কারণ এমনও অনেক খাদ্যদ্রব্য আছে, যাহাতে কোন কোন উপাদান মাত্রেও দৃষ্ট হয় না। সুশীলে! এই সকল রাসায়নিক তত্ত্বের সবিস্তর সমালোচনা আমাদিগের সাধারণ বুদ্ধির বিষয়ীভূত না হইলেও, মাতৃজাতির পক্ষে, নিত্য ব্যবহৃত খাদ্যদ্রব্যের উপাদান সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান একান্ত

প্রয়োজন। আমরা সাধারণতঃ যে সকল দ্রব্য খাদ্যরূপে ব্যবহার করি, রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা তাহার উপাদান নির্ণীত হইয়াছে। তুমি ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রায় বাহাদুরের “খাদ্য” নামক পুস্তকে অথবা স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক তদ্রূপ অপর কোনও গ্রন্থে খাদ্যদ্রব্যের তালিকাদি দেখিলেই, খাদ্যদ্রব্যের উপাদান ও পরিমাণাদি সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে এবং বুঝিতে পারিবে। উক্ত রায় বাহাদুরের “খাদ্য” গৃহিণীগণের খাদ্যের অর্থাৎ পাঠের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এতদ্বিষয়ক এরূপ উপাদেয় গ্রন্থ আর হয় নাই। আমাদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের গুণাগুণ জানিবার জন্য, “দ্রব্যগুণ-শিক্ষা”, “দ্রব্যগুণ দর্পন” এবং “দ্রব্যগুণ-নির্ণয়” গ্রন্থগুলিও উচ্চ শ্রেণীস্থ। এস্থলে আর একটী কথাও বলা আবশ্যক যে, মাতৃদুগ্ধ আদর্শ খাদ্য হইলেও অতি শৈশব অবস্থার পরে, আর একমাত্র দুগ্ধের উপরে নির্ভর করিয়া থাকা যায় না। কারণ, বয়োবৃদ্ধি এবং দেহের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত উপাদানেরও বৃদ্ধি এবং পরিমাণের ইতর বিশেষ করা আবশ্যক হয়।

খাদ্যের পরিমাণ অপেক্ষাও খাদ্যের উপাদানের উপরেই শারীরিক স্বাস্থ্যাদি অধিক নির্ভর করে। তথাপি মোটের উপরে দৈনিক কত পরিমাণ খাদ্য স্বাস্থ্যের উপযোগী এবং গ্রহণীয় তাহা জানা থাকা আবশ্যক। প্রসিদ্ধ শারীরতত্ত্ববিৎ ডাক্তার সারজিয়ান মেজর কিং নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, স্বাস্থ্যরক্ষার্থে প্রত্যেক সুস্থকায় ব্যক্তির ২৪ ঘণ্টা সময় মধ্যে শরীরের ওজনের অন্ততঃ $\frac{১}{২০}$ হইতে $\frac{১}{১৬}$ অংশ পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন। অর্থাৎ যে ব্যক্তির শরীরের ওজন এক মন তাহার দৈনিক দুই সের, এবং যাহার শরীরের ওজন পরিমাণ দুই মন তাহার চারি সের, এই হিসাবে নির্জ্জল খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। ইহা অপেক্ষা কমে শরীর যথোপযুক্তরূপে পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে না।

৪। **ব্যক্তি ভেদে খাদ্য ভেদ**— শারীরিক অবস্থা এবং বয়সের বিভিন্নতানুসারে এক জনের পক্ষে যাহা স্বাস্থ্যকর, অপরের পক্ষে তাহাই আবার পীড়াদায়ক হইতে পারে। সবল এবং সুস্থ যুবকের পক্ষে যাহা উপযুক্ত খাদ্য, রোগী কিম্বা শিশুর পক্ষে তাহাই কুপথ্য হইতে পারে। সুতরাং পরিবারস্থ প্রত্যেকের বয়স এবং শারীরিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, যথোপযুক্ত খাদ্য প্রস্তুত ও প্রদান করা আবশ্যক। সদ্যজাত শিশুকে শক্ত দ্রব্য খাইতে দেওয়া দূরের কথা, মাতৃদুগ্ধের অভাব হইলে, গোদুগ্ধাদি খাওয়াইতেও নানা প্রকার কল-কৌশল বা উপায় অবলম্বন করিতে হয়। পক্ষান্তরে, সেই শিশুর বয়স ২।৩ বৎসর হইলে পর, তাহাকে, যে কোন প্রকারেই হউক, শক্ত দ্রব্য খাইতে না দিলে, স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না; অধিকন্তু দাঁত সুগঠিত এবং সবল হইতে পারে না। আবার দেখ, যে বৃদ্ধের দাঁত শিথিল হইয়াছে বা পড়িয়া গিয়াছে, তাহাকে নরম অথচ বয়সের উপযোগী বলকারক খাদ্য না দিলে তাহার শরীরের বল ও শক্তি রক্ষিত হয় না। অতএব এ সকল বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৫। রসনার তৃপ্তিসাধনও আহারের অন্যতর উদ্দেশ্য।

স্বাস্থ্যকর ও বলকারক দ্রব্য যে কোন প্রকারে উদরস্থ করিয়া, শরীরের পুষ্টি সাধনই আহারের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে, রসনার স্বাদ গ্রহণের ঈদৃশী শক্তি থাকিত না। খাদ্য প্রস্তুত-প্রণালীর গুণে একই দ্রব্যের বিভিন্ন রূপ স্বাদ হয়। একমাত্র দুগ্ধ দ্বারা ক্ষীর, নবনীত, ছানা, দধি, পনীর এবং ঘৃত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্বাদযুক্ত ও গুণবিশিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে; লোকে আবার সেই সমুদায় দ্রব্য অপরাপর দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া, আরও শত শত প্রকারের সুমিষ্ট ও সুখাদ্য দ্রব্য

প্রস্তুত করিতেছে। রসনার তৃপ্তি স্বাস্থ্যেরও বিশেষ উপযোগী। পক্ষান্তরে, রসনা খাদ্যের পরীক্ষক স্বরূপ কার্য্য করে।

৬। **আপ্‌রুচি খানা**—আহার ও পরিচ্ছদাদি বিষয়ে মনুষ্যের রুচি ভিন্ন ভিন্ন রূপ। একজন যাহা উপাদেয় ও সুখাদ্য বিবেচনায় আগ্রহের সহিত আহার করে, অপর ব্যক্তি, হয়ত, তাহা স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করিতে পারে। তাই কথায় বলে ; "আপ্ রুচি খানা," অর্থাৎ নিজের রুচি অনুসারে আহার করিবে। অতএব পরিবারবর্গের মধ্যে কাহার কোন্ দ্রব্যে রুচি অথবা কোন্ দ্রব্যে অরুচি অর্থাৎ খাইতে ভালবাসে না, গৃহিণীগণের তাহা বিবেচনা করিয়া খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। অতৃপ্ত ভোজনে স্বাস্থের ব্যাঘাত জন্মে।

৭। **পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা**—খাদ্য দ্রব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে এবং অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিবে। যে আহারের গুণে আমরা বাঁচিয়া আছি, সেই আহারের দোষেই আবার শত সহস্র লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। আহারার্থ কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া, তাহা অতি যত্নের সহিত রক্ষা না করিলে, সামান্য কারণেই বিষাক্ত হইতে পারে। সযত্নে প্রস্তুত পরিষ্কৃত শাকান্নও অতি উপাদেয় এবং স্বাস্থ্যকর হয়। আহারের দ্রব্য কদাচ অনাবৃত রাখা উচিত নহে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর আহারের তৃপ্তি অনেকাংশে নির্ভর করে। অতএব মলিন ও দুর্গন্ধযুক্ত কাপড় পরিয়া কখনও পরিবেশন করিবে না। সকল সভ্যজাতিই আহারের পবিত্রতা রক্ষার্থে সচেষ্ট। সুশীলে! দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। এক দিন কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে আমরা ৭।৮ জন বন্ধু এক সঙ্গে আহার করিতে বসিয়াছিলাম। গৃহিণী আমাদিগের আহারার্থে যথেষ্ট আয়োজন করিয়া, পুত্রবধূকে পরিবেশন করিতে দিয়া, স্বয়ং

তত্ত্বাবধান করিবার জন্য, আমাদের নিকটেই বসিয়াছিলেন। কিন্তু বলিতে লজ্জা হয়, বউমার পরিধেয় বস্ত্রের দুর্গন্ধে আমাদের এত অধিক ঘৃণা জন্মিয়াছিল যে, উপাদেয় খাদ্যগুলি তৃপ্তির সহিত আহার করা দূরে থাক, আমরা উঠিতে পারিলেই বাঁচি। কাপড় খানা আদবেই ধোবার বাড়ী দেওয়া হয় নাই; তাহাতে ছেলে মেয়ের বাহ্যি, ডাইল তরকারির ঝোল, পাকপাত্রের কালি এবং হলুদ-মরিচের দাগ, সকলই উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতেছিল। সুশীলে! ইহাই একমাত্র ঘটনা এরূপ মনে করিও না; সময় সময় এরূপ অনেক বউমার অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়।

বিষ্ণুপুরাণে গৃহস্থ সদাচার অধ্যায়ে বর্ণিত আছে;—"কুৎসিত ব্যক্তি যে অন্ন আনিয়াছে, যাহা কদর্য্য বা অসংস্কৃত তাদৃশ্য অন্ন গ্রহণ করিবে না। অযোগ্য স্থানে বা অতি সংকীর্ণ স্থানে অথবা অসময়ে ভোজন করিবে না। বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক জপ ও হোম করিয়া প্রথমে অতিথি, ব্রাহ্মণ, গুরু ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে আহার করাইবে। পবিত্র গন্ধদ্রব্য ও প্রশস্ত মাল্যধারণ পূর্ব্বক প্রীতিযুক্ত ও বিশুদ্ধ বদন, আদ্রপাণি এবং আদ্রপদ হইয়া, পূর্ব্ব বা উত্তর দিগে মুখ করিয়া, ভোজন করিবে।"

৮। দেশ, কাল এবং তিথি ভেদে খাদ্যের প্রভেদ—যে সকল উপাদানে দেহ নির্ম্মিত, পরিশ্রম দ্বারা প্রতিনিয়ত তাহার ক্ষয় হয় এরং বিধাতার সৃষ্টি কৌশলে আহার দ্বারা আবার সেই ক্ষতির পূরণ হইয়া থাকে। সুতরাং যে কালে, যে অবস্থায় এবং যখন, যে কোন শারীরিক উপাদানের যে পরিমাণে ক্ষয় হয়, উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া, তখন তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে না পারিলে, শরীরের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ইহাই যদি আহারের উদ্দেশ্য হইল, তবে সকল দেশে ও সকল ঋতুতে একবিধি এবং সমপরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা করা কখন সঙ্গত এবং ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইতে পারে না। অন্যান্য দেশের কথা ছাড়িয়া,

একমাত্র ভারতবর্ষের বিষয় আলোচনা করিলেও দেখা যায়, শীত-গ্রীষ্ম এবং জল বায়ুর বিভিন্নতা হেতু ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে খাদ্য দ্রব্যও বিভিন্ন প্রকার। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পথ্যাপথ্য নির্ণয়স্থলে কোন্ কোন্ ঋতুতে কোন্ কোন্ দ্রব্য খাদ্য, আর কোন কোন্ দ্রব্য অখাদ্য, তাহার ধারাবাহিক নামোল্লিখিত আছে। তাহা হইতে সাধারণ পঞ্জিকাদিতে তিথিবিশেষে খাদ্যাখাদ্যের ব্যবস্থা দেওয়া হয়; সুতরাং দেশ ও কাল এবং পাত্র ভেদে স্বাস্থ্যের উপযোগী খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করিতে হইলে, গৃহিণীগণের এসকল বিষয়েও জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। বিধাতার সৃষ্টির মধ্যেও দেখা যায়, সকল দেশে এবং সকল ঋতুতে সর্ব্বপ্রকার ফল-মূলাদি সমভাবে উৎপন্ন হয় না।

৯। **রোগীর পথ্য**— রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা এবং তাহা যথারীতি প্রস্তুত করাও গৃহিণীগণেরই কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। সুতরাং ইহাও রন্ধন ও পরিবেশনেরই বিষয়ীভূত। রোগীর পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা এবং তাহা যথারীতি প্রস্তুত ও যথাসময়ে পরিবেশনের দায়ীত্ব এবং গুরুত্ব এত অধিক যে, এই গুরুভার কোন অবস্থাতেই অশিক্ষিত এবং সামান্য বেতনভোগী চাকর চাকরাণীর উপরে দেওয়া যাইতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লিখিত আছে;—"ঔষধ ব্যতীত কেবলমাত্র সুপথ্যের ব্যবহারে রোগারোগ্য হয়, কিন্তু উপযুক্ত পথ্যাভাবে বা কুপথ্য সেবন করিলে, ঔষধ দ্বারাও রোগের উপশম হয় না।" (১)। বস্তুতঃ, বিনা ঔষধে একমাত্র প্রকৃতির সাহায্যে অনেক সময়, কঠিন রোগও আরোগ্য হইতে দেখা

(১) "রোগঽপি ভৈষজৈর্ব্বিণা পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
নতু পথ্যাবিহীনস্য ভৈষজানাং শতৈরপি॥"—
পথ্যাদি নির্ণয়ঃ।

যায়। কিন্তু উপযুক্ত পথ্যের অভাব হইলে রোগী কখনও আরোগ্য লাভ করিতে পারে না। অতএব পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা এবং তাহা প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করা প্রত্যেক গৃহিণীরই কর্ত্তব্য। কিন্তু এবিষয়ে সবিস্তর সমালোচনা বহু সময়সাপেক্ষ, বিশেষতঃ এই গুরুতর বিষয়ে আমার শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট নহে, তাই তোমাকে এবিষয় শিক্ষার্থে অন্যের পুস্তকে বরাত দিয়া, এখানেই এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আজকাল বাঙ্গালা ভাষায় এসকল অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ক গ্রন্থ অপ্রচুর নহে। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বিপ্রদাসমুখোপাধ্যায়ের "পাক-প্রণালী" এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের "পরিচর্য্যা শিক্ষা" এই দুইখানি গ্রন্থই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কবিরাজ মহাশয় তাহার গ্রন্থে পথ্যাপথ্যের দোষগুণ এবং পথ্য প্রস্তুর-প্রণালী যেরূপ বিশদভাবে সমালোচনা করিয়াছেন, তদ্রূপ অন্য কোনও গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক গৃহিণীরই পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

১০। **পাক-প্রণালী**—সুশীলে! পাক-প্রণালী বিষয়ে আমি তোমাকে অধিক কিছু না বলিবার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষা না করিলে, পুস্তক পড়িয়া শিক্ষা করা যায় না। এবিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ "পাক রাজেশ্বর" ও আধুনিক বিপ্রদাস বাবুর "পাক-প্রণালী" এবং "সন্দেশ ও মিঠাই" প্রভৃতি যে সকল পুস্তক আছে, তুমি ইচ্ছা করিলে, তাহা দেখিয়া, তাহার নিয়ম প্রণালী অনুসারে পাক করিতে চেষ্টা করিলে, অনেক নূতন নূতন পাক-শিক্ষা করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু, তন্মধ্যেও এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা হাতে কলমে কেহ শিক্ষা না দিলে, কেবল পুস্তক দেখিয়া, কখনও শিক্ষা করা যায় না। অতএব পাক-প্রণালী শিক্ষা করিতে যথাসম্ভব সুপাচিকাগণের অনুসরণ এবং অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিবে।

১১। **পাকের-মসল্লা**—সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ মসল্লার আবিষ্কার এবং ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারিলে, ইহা দ্বারা খাদ্যদ্রব্য সুস্বাদু এবং পরিপাক কার্য্যেরও সাহার্য্য হয়। দেশ, কাল এবং পাত্র বিবেচনায় পরিমাণ ঠিক করিয়া দিতে না পারিলে, খাদ্যদ্রব্য বিস্বাদ হয়; অধিকন্তু, অধিক মসল্লা ব্যবহার জন্য উদারময় প্রভৃতি পীড়া জন্মে। বিশেষতঃ, শীতপ্রধান দেশে এবং শীতকালে যে সকল মসল্লা স্বাস্থের উপযোগী, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বা গ্রীষ্মকালে তাহাই আবার স্বাস্থের হানী জন্মায়। ইংরেজ প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের লোকের পক্ষে যে পরিমাণ পেজ, রসুন এবং ঘৃত বা মাখন প্রভৃতি ব্যবস্থা; আমাদিগের দেশের পক্ষে তাহা নিশ্চয়ই অব্যবস্থা হইবে। সুতরাং রন্ধন করিবার সময়ে গৃহিনীগণের এ সকল বিষয়েও দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। উপরোক্ত "পাক-প্রণালী" এবং "পাক-রাজেশ্বর" পুস্তকে তোলা ও মাসা দ্বারা পাকের মসল্লা পরিমাণ করিয়া লইবার ব্যবস্থা লিখিত আছে; এরূপ ব্যবস্থা কতদূর সঙ্গত এবং কার্য্যকরী তাহা সুপাচিকা গৃহিণী মাত্রেই বুঝিতে পারেন। ফলতঃ মসল্লাদি ব্যবহারেও অভিজ্ঞতারই প্রয়োজন। তাপমান যন্ত্রের দ্বারা তাপ পরীক্ষা করিয়া রন্ধন করা যেমন আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে, মসল্লাদি সম্বন্ধেও তদ্রূপ কোন বাঁধা বাঁধি নিয়ম বা পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়া রন্ধন করা সম্ভবপর নয়।

অষ্টম উপদেশ।

শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য।

"To the business man, *Time* is money; but to the business woman, *Method* is more—it is Peace, Comfort and Domestic-prosperity."

—*Smiles.*

"গৃহের পারিপাট্য এবং তাহার চতুর্দ্দিকস্থ স্থানের সুসজ্জা দ্বারা যে, কেবল দর্শকদিগের চক্ষু আমোদিত হয় তাহা নহে। ইহা দ্বারা গৃহস্থ পরিবারবর্গ অধিক সুস্থ ও সুখী হয় এবং সকল কার্য্য অতি সহজে ও সুশৃঙ্খলে সম্পাদন করিতে পারে।"—বামাবোধিনী।

"যে ব্যক্তি সুশৃঙ্খলাপ্রিয় তাহার আচরণ, কর্ম্মকলাপ এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সমস্তই সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ।" —সৌভাগ্য সোপান।

শৃঙ্খলা কার্য্যের সহায় এবং সৌন্দর্য্যের মূল। কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন; "নিয়মী ও শৃঙ্খলাপ্রিয় ব্যক্তির গতি গগন-বিহারী নক্ষত্রগণের ন্যায় চিরকালই একরূপ। তিনি তাঁহার কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিয়া শান্তিসুখ ভোগ করেন, লোকমণ্ডলীর বিশ্বাস ও আদরের পাত্র হন এবং তাঁহার হস্তে কোন কার্য্যভার ন্যস্ত করিতে কেহই সন্দেহ করে না।"

ইংরেজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশীয়েরা যত দরিদ্র হউন না কেন, তাঁহাদের গৃহের সাজ সজ্জা এবং জিনিস পত্রের সুশৃঙ্খলা দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, দু দণ্ড তথায় বসিতে ইচ্ছা হয়; ঘর বাহির সর্ব্বত্রই যেন

সৌন্দর্য্যময়। সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ ও লতা পাতায় তাঁহাদের বাসস্থান এরূপ সুসজ্জিত যে, দেখিলে মুনি-ঋষিদিগের পবিত্রাশ্রম বলিয়া ভ্রম হয়। আর আমাদের দেশের অধিকাংশ গৃহই শৃঙ্খলার অভাবে শ্রীহীন; সুতরাং নয়ন মনের বিরক্তিকর। অনেক গৃহে সুন্দর সুন্দর দ্রব্য-সামগ্রীর অভাব না থাকিলেও, সুরুচি এবং শৃঙ্খলার অভাবে সেগুলিতে গৃহের সৌন্দর্য্য এবং লাবণ্যের বিকাশ নাই।

দেখ, এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সকলই কেমন সুশৃঙ্খল ও সুন্দর। ইহার কোথাও বিশৃঙ্খলার চিহ্ন মাত্রও দেখিতে পাইবে না। যে গৃহে শৃঙ্খলা নাই, সে গৃহাপেক্ষা অরণ্যে বাসও সুখ এবং শান্তিপ্রদ।

পণ্ডিত বার্ক বলিয়াছেন;—"সুশৃঙ্খলা সকল উত্তম কার্য্যেরই মূল-ভিত্তিস্বরূপ।" বস্তুতঃ, শৃঙ্খলাই কার্য্যের প্রাণ ও সৌন্দর্য্যের মূল।

মনে কর, গৃহের কোন্ দ্রব্য কোথায় রাখিবে, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই; সেগুলি, আজ এখানে, কাল সেখানে, পড়িয়া থাকে। কোন একটী জিনিসের দরকার হইলে, সমস্ত ঘর বাড়ী খুজিয়া বেড়াইতে হয়, ইহা যে কতদূর বিরক্তিকর ও কষ্টদায়ক সুগৃহিণী মাত্রেই তাহা বুঝিতে সক্ষম। গৃহ-সামগ্রী যথাস্থানে এবং যথানিয়মে রাখিয়া গৃহের শৃঙ্খলা রক্ষা করিলে, গৃহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, অথচ কার্য্য কর্ম্মেরও সুবিধা জন্মে।

সকল গৃহেই মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী থাকে না এবং সকলেই সুরম্য প্রাসাদে বাস করিতে পায় না; কিন্তু গৃহিণীগণের গৃহ-শৃঙ্খলার জ্ঞান থাকিলে, সামান্য গৃহও যৎসামান্য গৃহোপকরণে সুদৃশ্য ও প্রীতিপ্রদ হইতে পারে। দ্রব্যের মূল্য দ্বারা সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হয় না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং শৃঙ্খলাই সৌন্দর্য্যের মূল।

মনে কর, কোন রমণীর ঈশ্বরদত্ত রূপ-লাবণ্য আছে, বিবিধ বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারও রহিয়াছে, সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধন জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহার

কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু কোথায় কি পরিধান করিতে হয়, কিরূপে বেশ-বিন্যাস করিতে হয়, সে জ্ঞান তাহার নাই। এরূপ অবস্থায় তিনি যদি তাঁহার সুচিক্কণ কেশরাশি বন্ধন করিয়া সম্মুখদিগে স্থাপন করেন, সুরম্য বস্ত্রদ্বারা কদলী-বধূর ন্যায় আপাদ-মস্তক আবৃত করেন, হাতের বালা ও পায়ের মল গলায় পরিধান করেন, কণ্ঠহার পায়ে এবং কর্ণাভরণ হস্তে বন্ধন করেন; তবে, বল দেখি, এতাদৃশা রূপলাবণ্যবতী সালঙ্কারা রমণীকে দেখিলে তোমার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়? এইরূপ বেশ-বিন্যাস বা বস্ত্রালঙ্কারের অপব্যবহার জন্য যদি হর্ষের পরিবর্ত্তে অসহ্য বিরক্তি জন্মে,—অনভিজ্ঞতা দৃষ্টে লজ্জায় মস্তক অবনত করিতে ইচ্ছা হয়; তবে, গৃহ-সামগ্রীর অযথাপ্রয়োগ এবং বিশৃঙ্খলা দৃষ্টে বিরক্ত ও লজ্জিত না হইবার কারণ কি?

লক্ষ্মীচরিতে লিখিত আছে;—"যে গৃহিণী আমলক দ্বারা কেশ সংস্কার করেন, গোময় দ্বারা উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র স্থানাদি মার্জ্জন করেন, শুক্ল বসন পরিধান করিয়া বিকসিত কমল-ধারণ ও সায়ংকালে শঙ্খধ্বনি করেন এবং আপনার গৃহকে যথাসাধ্য সুসজ্জিত করিয়া রাখেন, তিনি লক্ষ্মীর প্রিয়পাত্রী।" আর একস্থলে লিখিত আছে;—"কোন গৃহিণীই অপবিত্র ও মলিন বসন পরিধান করিবেন না; যাহাতে শরীর হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইয়া কাহারও অসুখকর না হয়, তদনুরূপ আচরণ করিবেন। শরীরের যথাস্থানে যথাসম্ভব আভরণ ধারণ এবং অঙ্গে সুরভি অনুলেপন করিয়া, কণ্ঠে ও কেশে সুগন্ধ কুসুম বিন্যাস করিবেন।"

"লক্ষ্মী সেই গৃহেই বাস করেন, যে গৃহের দ্রব্য-সামগ্রী সদা সুন্দর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; যে গৃহ সৌরভময় এবং যাহার প্রত্যেক বস্তু নয়নের আনন্দদায়ক।" কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা লক্ষ্মীচরিতের এই সকল সদুপদেশের প্রকৃত ব্যবহার না করিয়া, কেবলমাত্র কোজাগর লক্ষ্মী

পূজার দিবসেই, লক্ষ্মীর আগমন আশায়, গৃহের শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে সচেষ্ট হই।

"স্ত্রীচরিত্র" গ্রন্থে লিখিত আছে ;—"গৃহের মধ্যে সর্ব্বস্থানের উপযোগী সামগ্রী আছে, এবং সকল সামগ্রীর উপযোগী স্থান আছে। যেখানে যাহা রক্ষিত হওয়া উচিত, সেইখানে তাহা রাখিবে ; ইহারই নাম শৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলা অনুসারে সর্ব্বস্রষ্টা বিশ্ব-সংসার রচনা করিয়াছেন। ধনবান না হইলে যে পরিবার মধ্যে শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য স্থাপন করা যায় না, ইহা অসত্য কথা। ধনবানের ঘরে অনেক সামগ্রী, সুতরাং তাহার যথোচিত সন্নিবেশ সহজ নহে ; গরীবের ঘরে অল্প সামগ্রী, তাহা সহজে সাজাইয়া রাখা যাইতে পারে। যে গৃহে সুব্যবস্থা সেখানে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ সতত বিদ্যমান। গৃহিণীর চেষ্টায় গৃহ, প্রাঙ্গণ, ঘর, বাহির, পাকশালা সর্ব্বস্থান পরিষ্কার ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে। আঁস্তাকুড় হইতে দেবালয় পর্য্যন্ত যদি কোন স্থান বিশৃঙ্খল দেখায় ইহাতে তাঁহার কলঙ্ক।"

১। যথাস্থানে গৃহ-সামগ্রী রক্ষা করিবে ;—এক দিন যে দ্রব্য যেখানে রাখিবে, প্রতি দিনই তাহা সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখা উচিত। গৃহ-সামগ্রীর প্রকৃতি এবং প্রয়োজনানুসারে গৃহ মধ্যে তাহাদের জন্য পৃথক পৃথক স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, তাহা যথাস্থানে রাখিতে চেষ্টা করিবে। এসম্বন্ধে দুইটী নীতি কথা প্রচলিত আছে- প্রথমতঃ "প্রত্যেক বস্তুর জন্য স্থান এবং প্রত্যেক বস্তু যথাস্থানে রক্ষা করা।" দ্বিতীয়তঃ "প্রত্যেক কার্য্যের জন্য সময় এবং প্রত্যেক কার্য্য যথাসময়ে সম্পন্ন।" একার্য্যে গৃহিণীর সৌন্দর্য্য-রুচি এবং শৃঙ্খলা-জ্ঞান থাকা চাই।

কোন্ স্থানে কোন্ দ্রব্য রক্ষা করিলে কার্য্যের সুবিধা অথচ সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া স্থান নির্দ্দেশ করিতে হয়। নচেৎ গৃহের শৃঙ্খলা এবং শান্তি রক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ, আজ এখানে কাল সেখানে,

এই ভাবে গৃহ-সামগ্রী রাখিলে, তদ্দ্বারা যথাসময়ে কার্য্য নির্ব্বাহেও বিশেষ অসুবিধা ঘটে।

বলিতে লজ্জা হয়, আমার কোন আত্মীয়ের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহার ভ্রাতা বৈঠকখানার জন্য একটী মূল্যবান টেবিল ক্রয় করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলে, মূর্খা গৃহিণী তাহার মূল্য ও প্রয়োজন বুঝিতে না পারিয়া, তাহার স্থান ভাণ্ডার ঘরে নির্দ্দেশ করতঃ, তদুপরি ধানের ডোল রক্ষা করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে, তিনি বাড়ী যাইয়া টেবিলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, গৃহিণী উত্তর করিলেন;—"তাহা যথাস্থানে অর্থাৎ ভাণ্ডার ঘরে রাখা হইয়াছে।" গৃহকর্ত্তা উত্তর শুনিয়া অবাক্ হইয়া আমাদিগের মূর্খতার বিষয়ই চিন্তা করিতে থাকিলেন।

গৃহ-সামগ্রী রাখিবার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, কার্য্যকর্ম্মের যে নানা অসুবিধা ঘটে, এবং সময় বিশেষে, বিষম অনিষ্টপাতের কারণ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী ঘটনার কথা তোমাকে বলিতেছি। একদা আমি কোন ভদ্রলোকের বাড়ী বেড়াইতে যাইয়া দেখি, সে বাড়ীতে বিষম গোলযোগ উপস্থিত। সকলেই দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিতেছে; কেহ দড়ি, কেহ দা, কেহ বা ছুরী, এইরূপ নানা জনে নানা জিনিসের নাম করিয়া চীৎকার করিতেছে; আবার কেহ কেহ বা থামেবদ্ধ রজ্জু বন্ধনমুক্ত করিতে না পারিয়া, তাহা ছিন্ন করিবার ইচ্ছায় সজোরে টানাটানি করিতেছে। ইত্যবসরে একটী ভদ্র লোককে, অপর গৃহস্থের ঘর হইতে, একগাছী দড়ি লইয়া দ্রুতবেগে কুঁয়ার দিকে যাইতে দেখিয়া, আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। যাইয়া দেখি, বার চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক একটী বালকের মৃতদেহ কুঁয়ার জলে ভাসিতেছে। পরে দেখা গেল, সেই গৃহস্থের ঘরে দড়ি, দা, ছুরী প্রভৃতি কোন কিছুরই অভাব ছিল না, কেবল কোথায় কি পড়িয়া থাকে, তাহার স্থিরতা অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট স্থান না থাকাতে,

যথাসময়ে রজ্জু সংগ্রহ করিতে না পারায়, এই বিষম শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল।

স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, তাঁহার "স্ত্রীচরিত্র" গ্রন্থের এক স্থানে, লিখিয়াছেন ;—"প্রত্যেক সামগ্রী যথাস্থানে রক্ষিত হইবে, নিমেষের মধ্যে যাহা প্রয়োজন তাহা হস্তগত হইবে, সাতটা সিন্ধুক খুলিতে হইবে না, সামান্য কোন অভাবের জন্য বাজারে দৌড়িতে হইবে না, ইহাতে গৃহিণীর হৃদয়ে বিশুদ্ধ আনন্দের উদয় হয়, এবং পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি হয়। আর যদি মসল্লার আধারে মোরব্বা, কেরসিনের টিনে ঘি, কাসন্দির হাঁড়ীতে সুজী রক্ষিত হয়, যদি তণ্ডুল প্রয়োজন হইলে লবণে হাত পড়ে, লবণ ভ্রমে চিনি ঢালিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কাহার চিত্ত চটিয়া না যায় ?

২। **যথাপ্রয়োজন গৃহ-সামগ্রী ক্রয় করিবে** ;—সুশীলে ! প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিস পত্র ক্রয় করা যে অমিতব্যয়ের লক্ষণ তাহা তোমাকে যথাসময়ে বলিয়াছি ; বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, ইহা গৃহশৃঙ্খলারও অন্তরায়। বুদ্ধিমতী গৃহিণীরা কখনও প্রয়োজনাতিরিক্ত গৃহ-সামগ্রী ক্রয় করেন না ; বরং অতিরিক্ত কিছু থাকিলে, তাহা বিক্রয় করিয়া গৃহ-শৃঙ্খলার সুবিধা করিতে ত্রুটি করেন না।

আমাদের অনেকের ঘরেই প্রয়োজনাতিরিক্ত বিস্তর জিনিসপত্র দেখিতে পাওয়া যায় ; অনেক সময়, গৃহমধ্যে সেগুলির স্থান সঙ্কুলন হয় না। যে গৃহে দুই তিনটী ডেক্স বাক্স হইলেই কার্য্য চলিতে পারে, তেমন গৃহেও দশ পনর কখনও বা কুড়ি পঁচিশটা ডেক্স বাক্স দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহার মধ্যে আবার, হয়ত, অধিকাংশই অকর্ম্মণ্য ও জীর্ণ। সেগুলি, অনাবশ্যক রূপে গৃহের স্থানাধিকার করিয়া, গৃহ-শৃঙ্খলায় বাধা জন্মাইতেছে মাত্র।

যে গৃহে চারি পাঁচ খানা লেপ হইলেই কার্য্য চলিতে পারে, তেমন গৃহেও দশ পনর খানা জীর্ণ শীর্ণ লেপ, গৃহমধ্যে লম্বিত থাকিয়া, অথবা কোন স্থানে রাশিকৃত হইয়া, উই ও ইন্দুরের আশ্রয় প্রদান করিতেছে, কিম্বা বায়ু প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া স্বাস্থের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। এইরূপ অপরাপর গৃহ-সামগ্রী সম্বন্ধেও জানিবে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিস পত্রাদির আধিক্যে গৃহ যদি গুদামে পরিণত হইল, তবে তাহার শৃঙ্খলার সম্ভাবনা কোথায়?

৩। **শৃঙ্খলাই সৌন্দর্য্যের মূল**;—গৃহ-সামগ্রীর মূল্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, প্রয়োজন বুঝিয়া ছোট বড় সকল দ্রব্যই অতি যত্নের সহিত সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষা করিবে। মূল্যে দ্রব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারে না; কিন্তু শৃঙ্খলা এবং পরিচ্ছন্নতাই সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি করে।

ব্যবহারান্তে কোনও জিনিস যথারীতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না করিয়া, কখনও রাখিয়া দিবে না। যখনকার কার্য্য তখন না করিলে, সে কার্য্য প্রায়ই অসম্পন্ন থাকিয়া যায়, একথা তোমাকে পূর্ব্বেও অনেক বার বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ জিনিস পত্রাদি অপরিষ্কার অবস্থায় অধিক সময় পড়িয়া থাকিলে যে, কেবল সৌন্দর্য্যের হানি জন্মে এবং কার্য্য-অকৃত থাকে তাহা নহে, ইহাতে সেই জিনিসটাও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

মনে কর, আম কাটিয়া অস্ত্র অপরিষ্কার অবস্থায়ই রাখিয়া দিলে, দশদিন পরে দেখিবে, আমের রসে তাহাতে এরূপ মরিচা ধরিয়াছে যে, তুমি তাহা পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াও,আর পূর্ব্ববৎ করিতে পারিতেছ না; আর যদি কতক পরিমাণে পরিষ্কার করা সম্ভবপরও হয়, তবু এ নিশ্চয় যে, যে কার্য্য যথাকালে দুই মিনিটে সম্পন্ন হইত, পরে তদর্থে তোমার দুই ঘণ্টা সময় বৃথা ব্যয় করিতে হইবে, অথচ পূর্ব্বের ন্যায় সুন্দর হইবে না।

মানসিক প্রতিভা দ্বারা সৌন্দর্য্য বোধের নাম সুরুচি। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে এইগুণ স্বভাবসিদ্ধ; কিন্তু সকলের পক্ষেই ইহা শিক্ষায়ত্ত। অভ্যাস ও শিক্ষা দ্বারা সৌন্দর্য্যের রুচি এবং শৃঙ্খলা-জ্ঞানের আধিক্য হয়। যাহার শৃঙ্খলা বোধ নাই, তাহার কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না; অধিকন্তু, এই গুণের অভাবে তাহার জীবন অসুখ ও অশান্তিময় হয়। পক্ষান্তরে যাহার সৌন্দর্য্যে রুচি বা শৃঙ্খলা জ্ঞান আছে, তাহার ঘর বাড়ী, আহার বিহার, পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, এমনকি, গ্রন্থাদি রচনা বা কথোপকথন সকলই সুন্দর এবং নয়ন ও মনের তৃপ্তিদায়ক।

৪। **স্বাস্থ্যরক্ষার্থেও গৃহশৃঙ্খলার প্রয়োজন**;—গৃহ-শৃঙ্খলার সহিত স্বাস্থ্যরক্ষার অতি নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষার্থ বাসগৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং আলো ও বাতাস প্রবেশের উপযোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক; সুতরাং গৃহ-সামগ্রী গুলি এরূপ সুশৃঙ্খল ভাবে রাখিতে হইবে, যেন তদ্দ্বারা গৃহমধ্যে আলো ও বাতাস প্রবেশের কোন বাধা জন্মিতে না পারে। পক্ষান্তরে, একস্থানে বহু জিনিস রাশীকৃত করিয়া রাখিলে, তাহার নিম্নদেশ পরিষ্কার করনেও বাঁধা জন্মে। প্রতিদিন গৃহের প্রত্যেক কোণ কান্‌ছি পরিষ্কার করিতে না পারিলে স্বাস্থের হানী হয়।

গৃহাভ্যন্তরের শৃঙ্খলা রক্ষা করা যেমন গৃহিণীর কর্ত্তব্য, চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাও তেমনি তাহারই কর্ত্তব্য। গৃহের চতুঃপার্শ্বে কোনরূপ আবর্জ্জনা রাখিতে নাই। অপরিষ্কার যেমন শারীরিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে, তেমনি স্ফূর্ত্তি এবং উচ্চভাবের প্রতিবন্ধকতা জন্মায়।

গৃহ-সামগ্রী যথাস্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া না রাখিলে, গৃহের যেমন শোভা সম্পাদিত হইতে পারে না, তেমনি গৃহাভ্যন্তরের প্রত্যেক স্থান দৃষ্টির ভিতরে রাখিয়া সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করারও বাধা জন্মায়।

সুতরাং গৃহমধ্যে আবর্জ্জনাপূর্ণ কোণ কান্‌ছি থাকিয়া যায়। ঐরূপ স্থানেই সর্পাদি বাস করে এবং অনেক সময়, সেই গৃহস্থিত সর্পদংশনে গৃহস্থের প্রাণ বিনাশ হইতেও শুনা যায়। অতএব গৃহমধ্যে যাহাতে আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থান না থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

কোন কোন গৃহিণী, আলস্যের বশীভূত হইয়াই হউক, অথবা শৃঙ্খলা জ্ঞানের অভাব বশতঃই হউক, খাট, চৌকি প্রভৃতির নীচে আবর্জ্জনার আধার করিয়া রাখেন। কাগজপত্রাদি যাহা কিছু পরিত্যজ্য তাহা অনায়াস-সাধ্য চৌকি প্রভৃতির নিম্নদেশেই নিক্ষেপ করিতে ভাল বাসেন; এমন কি, ঘরের মেজে পরিষ্কার করিয়াও, কেহ কেহ, সেগুলি ঐরূপ স্থানে জমা করিয়া রাখেন। এইরূপে অনেক গৃহে একটী অস্বাস্থ্যকর নরককুণ্ডের সৃষ্টি হয়। যেখানে বসা সেই স্থানেই থু থু ফেলা ত অনেকের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

৫। **ঘরের অল্পতা শৃঙ্খলার অন্তরায়**—যথারীতি শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইলে, গৃহস্থ মাত্রেরই চারি পাঁচ খানা ঘর থাকা আবশ্যক। কেননা, ঘরের অল্পতা হেতু, উপযুক্ত স্থানের অভাবে,গৃহ-সামগ্রীর সুশৃঙ্খলা এবং কার্য্য কর্ম্মের সুবিধা হইতে পারে না। সেই ঘরগুলি নিম্নলিখিত রূপে বিভাগ করা আবশ্যক। যথা;—(১) বসিবার ঘর, (২) খাবার ঘর, (৩) শয়ন ঘর, (৪) রান্নার ঘর এবং (৫) জিনিস পত্রাদি রাখিবার ভাণ্ডার ঘর। যাহাদিগের এতাধিক ঘর তৈয়ার করিবার সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগের যে দুই একখানা ঘর থাকে, তাহাই অগত্যা উপরোক্তরূপে বিভাগ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এক ঘরে অনেক লোকের থাকাও স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম বিরুদ্ধ।

সুশীলে! গৃহের শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা, গৃহিণীগণের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইলেও, আমি এ বিষয়ে তোমাকে আজ আর অধিক

কিছু বলিতে পারিব না। তুমি 'সুশীলার উপাখ্যান' পাঠ করিলে জানিতে পারিবে যে, গৃহিণীর গৃহশৃঙ্খলারগুণে কুপথগামী অবাধ্য স্বামীও সাধু এবং বশীভূত হইয়া থাকেন, অশান্তিপূর্ণ গৃহও শান্তিময় হয়। বস্তুতঃ, যাহার সৌন্দর্য্যে রুচি আছে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি দৃষ্টি আছে, তিনি কখনও গৃহ-শৃঙ্খলায় উদাসীন থাকিতে পারেন না। বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা এবং তজ্জনিত সৌন্দর্য্য দেখিয়া কাহার মন না বিমোহিত হয়?
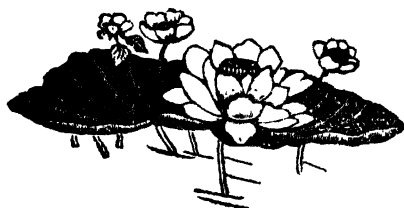
নবম উপদেশ।

সন্তানপালন ও স্বাস্থ্যবিধান।

"শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনম্।"—কালীদাস।

"প্রেমের প্রথম জগৎ বিবাহ, দ্বিতীয় জগৎ সন্তানের মুখদর্শন, নিতান্ত স্বার্থপর যে ব্যক্তি, এই উপায়ে জগদীশ্বর তাহাকেও নিঃস্বার্থ করেন।" —গৃহধর্ম্ম।

"The physical health of the rising generation is entrusted to *Woman* by Providence; and it is in the physical nature that the Moral and Mental nature lies enshrined."—*Smiles.*

সুশীলে! বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের কর্ত্তব্য কার্য্যের সীমাও ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। ভাবিয়া দেখ, যখন তুমি বালিকা ছিলে, তখন সংসারের ধার ধারিতে না, দুই বেলা ইচ্ছানুসারে খাওয়া, আর মনের মতন পোষাক ও দুই চারি খানা গহনা পাইলেই সুখী থাকিতে। তখন ইচ্ছা হইলে, দু এক ঘণ্টা পুস্তক অধ্যয়ন করিতে, না হয় খেলিয়া বেড়াইতে; মনে ভাল বোধ হইলে, কিছু সময় গৃহকার্য্যে আমার যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে, না হয় ত, এবাড়ী ও বাড়ী ঘুড়িয়া ফিরিয়া দিন কাটাইতে। তখন মনে হইত, এইরূপেই হাসিয়া খেলিয়া জীবন কাটান যাইবে। কিন্তু, এখন আর তোমার সে ভাব নাই।

বিবাহের পর হইতেই তোমার জীবনে এক এক যুগান্তর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। এখন তুমি গৃহিণী, গৃহের অসংখ্য কার্য্য তোমার

নিত্যকরণীয়। পতির প্রতি কর্ত্তব্য, পরিবারস্থ অপরাপর আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণের প্রতি কর্ত্তব্য—গৃহপালিত পশুপক্ষীগণের প্রতি কর্ত্তব্য, অতিথি অভ্যাগতের প্রতি কর্ত্তব্য এবং সাংসারিক আয়-ব্যয় ও শৃঙ্খলাদি অসংখ্য কর্ত্তব্যের বোঝা ক্রমে তোমার মাথায় চাপিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এক কথায় বলিতে গেলে, এখন তুমি কর্ত্তব্যের দাসী।

আবার দেখ, সেখানেও তোমার কর্ত্তব্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই সময়ের পরিবর্ত্তনে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তুমি এখন সন্তানের মা হইয়াছ। সন্তান-পালন ও তাহার শিক্ষাবিধান প্রভৃতি সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্যের বোঝাও ক্রমে তোমার মস্তকে চাপিয়া পড়িল। এইরূপে তুমি পরের হইলে, পরের সুখ-দুঃখে তোমার সুখ-দুঃখ বিমিশ্রিত হইল, স্বার্থপরতার মূল উৎপাটিত হইল।

সন্তানকে স্নেহ করা অথবা স্নেহের সহিত সন্তানপালন করা যে মায়ের কর্ত্তব্য, উপদেশ দ্বারা একথা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। জগতের সৃজন ও পালনকর্ত্তা করুণাময় পরমেশ্বরই তাহার বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই তিনি জননীর হৃদয়ে এরূপ স্নেহ-বীজ বপন করিয়া রাখেন যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই মাতৃহৃদয় দুশ্ছেদ্য স্নেহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়ে। তখন তিনি সন্তানের স্নেহময় মুখ দেখিলেই আপনার সকল দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়া যান : বিনা উপদেশে এবং বিনা আহ্বানে আপনা হইতেই সন্তান প্রতিপালনরূপ গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত হন। পশু-পক্ষীদিগের মধ্যেও এই ভাবের অভাব দৃষ্ট হয় না।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার কথাইবা কেন বলিতেছি, সন্তান গর্ভস্থ হইলেই ভাবী সন্তানের সুখ-দুঃখের ও মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা যে অজ্ঞাতসারে মাতৃ-হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তোমার এই পুত্রে

যখন গর্ভস্থ, তখন তুমি ভাবীসন্তানের বিষয়ে যে একটী স্বপ্ন-বৃত্তান্ত আমাকে বলিয়াছিলে, তাহাই আমার একথার যথেষ্ট প্রমাণ। সংসারে অন্যের সম্বন্ধেও এইরূপই জানিবে।

সুশীলে! সন্তানের সুখ ও উন্নতি কে না ইচ্ছা করে? কিন্তু কি প্রণালীতে সন্তানপালন ও সন্তানের শিক্ষা বিধান করিতে হয়, অনেকেই তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাই অনেক সময়ে, আমরা পুত্রকন্যাগণের ভাল করিতে যাইয়া মন্দ করিয়া বসি। জননী যে পুত্র কন্যাগণের দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করেন, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু, পরিতাপের বিষয় এই যে, সেই শুভাকাঙ্ক্ষিণী জননীর দোষেই আবার অসংখ্য শিশু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে—মাতৃপ্রদত্ত বিষ-পান করিয়া সূতিকাগারেই ইহ-জীবনের লীলা সম্বরণ করিতেছে।

সুশীলে! আমার ন্যায় অপর এক বঙ্গমহিলাও দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন;—"সন্তানপালন স্ত্রীলোকদিগের এক প্রধান কর্ম্ম। প্রসূতির অজ্ঞানতায় কত সন্তান যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে তাহা ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। একান্ত তাঁহার সৃষ্টিরক্ষার জন্য ঈশ্বর যে কয়জনকে বাঁচাইয়া রাখেন, তাহাদের মধ্যেইবা কত জন জননীর দোষে চিররুগ্ন হইয়া পূর্ণজীবন প্রাপ্ত হইতে না হইতেই ভবলীলা সমাপ্ত করে! কিন্তু কোন্ মায়ের প্রাণ সাধ করিয়া আপনার জীবন-সর্ব্বস্ব কোলের ধনকে কালসাগরে ভাসাইয়া দিতে চায়? কোন্ জননী ইচ্ছা করেন যে, তাঁহার পুত্র চিররুগ্ন হউক? এ সমস্তই আমাদের অজ্ঞানতা বা শিক্ষার দোষ।" (১)

শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার এম্, এ প্রণীত "বিবাহ ও নারী-ধর্ম্ম" গ্রন্থের একস্থলে লিখিত আছে;—"মাতৃত্ব নারীজীবনের প্রধান ও চরম লক্ষ্য।

(১) শ্রীযুক্তা স্বর্ণময়ী গুপ্তা প্রণীত "উষাচিন্তা"।

রমণীগণের প্রধান গৌরব এই যে, তাঁহারা আমাদের মাতা। গর্ভধারণ ও অপত্য প্রতিপালন এই দুই কার্য্য অপেক্ষা মহৎ বা পবিত্র কার্য্য নারী-জীবনে সম্ভাবিত নহে। সৃষ্টি রক্ষা ও সমাজ রক্ষার জন্য ঐ দুই কার্য্যের মহত্ব, গৌরব ও অত্যাবশ্যকীয়তা সর্ব্ববাদি সম্মত।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু রায় বাহাদুর তাঁহার "খাদ্য" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—"শিশুপালন, আহার প্রস্তুত করন, গৃহ-সংস্কার, শয্যা ও গৃহ-ব্যবহার্য্য অন্য সকল বস্তুর সুবন্দোবস্ত, রোগীর শুশ্রূষা, এই সকল কার্য্যই রমণীর দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই কার্য্যগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে, স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মাবলী অবগত হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। সুশিক্ষিতা, সচ্চরিত্রা, ধর্ম্মপরায়ণা রমণী আমাদিগের ক্ষুদ্র গৃহ-রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বরূপ।"

এভিন্ন,মাতৃশিক্ষার একস্থানে লিখিত আছে;—"অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা যে নিজ নিজ সন্তানের মঙ্গল সম্যকরূপে চিন্তা না করিয়া আপনাদের সুখ-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে ব্যস্ত থাকেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। এ বিষয়ে তাহাদের যে কিছু ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়, সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাদি উত্তমরূপে জ্ঞাত না থাকাতেই তাহা ঘটিয়া থাকে। যদি তাঁহারা জানিতে পারেন যে, প্রচুর পরিমাণে বায়ু সঞ্চার সম্পন্ন স্থানে বাস, প্রচুর ও পরিষ্কৃত জলে প্রত্যহ স্নান, প্রচুর পুষ্টিকর দ্রব্যাদি আহার এবং প্রচুর পরিষ্কৃত বস্ত্রাদি পরিধান ব্যতীত কোন ক্রমেই সন্তান সবল ও সুখী হইতে পারে না, তাহা হইলে যে তাঁহারা নিজের সুখ-সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আত্মত্যাগ এবং শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়াও এই সকল বিষয়ের প্রতি যত্নবান হইবেন, তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।"

আমি কোন ডাক্তারি পুস্তকে পড়িয়াছি, পৃথিবীর দশ আনারও অধিক লোক শিশুকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং প্রসূতিগণের

শিশুপালন বিষয়ে অনভিজ্ঞতাই এইরূপ শোচনীয় অকাল মৃত্যুর কারণ। জননী নিজের দোষেই নিজের প্রাণ-প্রতিম হৃদয়ের ধন পুত্রকন্যাগণকে অকালে সমন-ভবনে প্রেরণ করিতেছেন, এ কথা চিন্তা করিলে কে অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারে ?

সুশীলে! ঈশ্বর-প্রসাদে তুমি এইক্ষণে ছেলের মা হইয়াছ। সন্তান প্রতিপালনরূপ গুরুতর কর্ত্তব্য ভার ভগবান তোমার মস্তকে চাপিয়া দিয়াছেন; তাই আজ সন্তান পালন বিষয়ে তোমাকে কয়েকটী কথা বলিবার জন্য আসিয়াছি। আশা করি, তুমি সেগুলি মনোযোগের সহিত শুনিয়া, তদনুসারে সন্তানপালনে সতত যত্নবতী থাকিবে। সন্তানের প্রতি মায়ের কর্ত্তব্য প্রধানতঃ দ্বিবিধ;—প্রথম সন্তানপালন; দ্বিতীয় সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্রগঠন। সন্তানের শিক্ষা এবং চরিত্র গঠন বিষয়ে তোমাকে অন্য সময় সবিস্তর বলা যাইবে। অদ্য সন্তান-পালন সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি।

সন্তান গর্ভস্থ হইলেই তাহার শারীরিক উন্নতি অবনতি প্রসূতির স্বাস্থ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। গর্ভাবস্থায় জননী সুস্থ ও সবল থাকিলে, সুস্থ সবল সন্তান প্রসূত হয়। পক্ষান্তরে, তিনি রোগগ্রস্থ ও দুর্ব্বল হইলে রুগ্ন ও দুর্ব্বল সন্তান জন্মে। এইরূপ আজন্ম-রুগ্ন সন্তানগণকে প্রায়ই অধিক দিন জীবিত থাকিতে দেখা যায় না, আর বাঁচিয়া থাকিলেও, তাহারা চিরকাল রুগ্ন ও দুর্ব্বলাবস্থায়ই অতিকষ্টে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। অতএব গর্ভাবস্থা হইতেই সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। তাই সন্তান পালন বিষয়ে আলোচনা করিবার, পূর্ব্বে গর্ভাবস্থায় মাতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতে চাই।

আজ কাল কোন কোন প্রসূতিকে সন্তানের হিতকামনায় কথঞ্চিৎ

সাবধান হইতে দেখা যায় সত্য ; কিন্তু অজ্ঞতা বশতঃ সেই সাবধানতার ফল আবার অধিকাংশ স্থলেই অশুভ হয়। ইহার দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবে।

নববধূর সন্তান সম্ভাবনা হইয়াছে, এ সংবাদ যখনই পরিবারস্থ সকলে জানিতে পারিলেন, অমনি তাহাকে ত্রিসংসারের আল্‌গা করা হইল ; তিনি আর তৃণ গাছটীও এদিক ওদিক করিতে পাইবেন না ; সোহাগে ননীর পুতলি হইলেন, আদরে গলিয়া গেলেন ; সুতরাং আলস্যের সহচর দিবানিদ্রা, কুচিন্তা, বিশেষতঃ প্রসবকালের দুশ্চিন্তা প্রভৃতিতে তাহার শরীর ও মন দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। পরিশ্রমের অভাবে ক্ষুধামান্দ্য ও অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ তাহাকে আশ্রয় করিল। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বা অপরিমিত পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি অনিয়ম করিয়াও গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতের কারণ উপস্থিত করেন।

গর্ভাবস্থায় কিভাবে চলিলে অর্থাৎ কি কি নিয়মের অধীন হইয়া আহারাদি করিলে, প্রকৃতপক্ষে গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গল হইতে পারে, তাহা সবিস্তার বলিতে গেলে, অদ্য অন্য কোন কথাই বলিবার সময় থাকিবে না। বিশেষতঃ, তোমার নিকট "ধাতৃ-শিক্ষা" এবং "মাতৃ-শিক্ষা" নামে যে দুই খানি পুস্তক আছে, তাহাতে এবিষয়ের যেরূপ সহজ ও সুন্দর উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, আমি শত চেষ্টা করিলেও, এই কঠিন ও গুরুতর বিষয় তোমাকে তদপেক্ষায় সহজ ও সুন্দররূপে বুঝাইয়া বলিতে পারিব না। তুমি উক্ত পুস্তক দ্বয় অবশ্যই পাঠ করিয়াছ, আমি ইচ্ছা করি, তুমি আর একবার ঐ পুস্তক দুই খানি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিবে। আমি অন্যের পুস্তকে বরাত দিয়া যেরূপে আমার বলিবার সংক্ষেপ করিলাম, আশা করি, তুমি অবশ্যই তদ্রূপ তোমার পড়ারও সংক্ষেপ করিবে না। তোমরা নাটক,

উপন্যাস, প্রভৃতি গল্পের পুস্তক পড়িতে যেরূপ মত্ত হও, ঐ সকল ভাল ভাল পুস্তক পড়িতে তোমাদের যদি তাহার শতাংশের একাংশও মনোযোগ থাকিত, তবে এতদিনে স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত শুভফল ফলিত সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাহারা "কয়ে আকার কা, লয়ে দীর্ঘ ঈকার লী=কালী" এইরূপে একটা শব্দ পড়িতে অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করেন, তাহাদিগের মধ্যেও অনেকের আট দশ খানি নাটক নভেল কণ্ঠস্থ দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ক গ্রন্থ অতি অল্প রমণীই পড়িয়া থাকেন।

আমার বাস-গৃহ—সন্তানপালন এবং স্বাস্থ্যবিধান সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, যে দেহের লালন-পালন এবং স্বাস্থ্যবিধান করিতে হইবে, সেই দেহরূপ বাস-গৃহ কি কি উপাদানে গঠিত, তাহার কোথায় কি আছে, এবং কি প্রণালীতে তাহার কার্য্য চলিতেছে, তদ্বিষয়ে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক। কারণ, যে দেহ নিয়া আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াছি, যাহাতে নিয়ত বাস করিতেছি, এবং যাহা হইতে বিচ্যুত হইলে, আমাদিগের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিবারও সম্ভাবনা নাই, তাহার বিষয় জ্ঞান না থাকা কম লজ্জার বিষয় নহে।

সুশীলে! আমরা সর্ব্বদা যে, "আমি" "আমি" বলিতেছি, সে "আমি" কে এবং কোথায়? এই হস্ত, পদ, মস্তক, বক্ষ, উদর অথবা ইহাদিগের সমষ্টি এই দেহ, ইহার কিছুই "আমি" নহে। এ সবই "আমার"। সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, এই হস্ত-পদাদিবিশিষ্ট দেহের অভ্যন্তরে যে সচেতন পদার্থ আছে, তাহাই "আমি" এবং এই দেহই "আমার বাস-গৃহ"।

লোকে সাধারণতঃ আমাদের এই দেহ পঞ্চভূতাত্মক অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ এই পাঁচ ভৌতিক পদার্থে নির্ম্মিত

বলে। কিন্তু এ সকল বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম তত্ত্বের সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা, এবং অবস্থানুসারে অনাবশ্যকও বটে; তবে এই মাত্র জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, অস্থি, মাংস, চর্ম্ম, রক্ত এবং মজ্জা প্রভৃতিই দেহের প্রধান উপাদান। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, ছোট বড় প্রায় দুইশত খণ্ড অস্থি, আমাদিগের বাস-গৃহেরর মূলভিত্তি স্বরূপ আছে। উক্ত অস্থিময় দেহকে কঙ্কাল বলে। কঙ্কালোপরি মাংস এবং চর্ম্মাদি স্তরে স্তরে ও সুকৌশলে স্থাপিত হইয়া, আমার এই বাস-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত অস্থি, মাংস এবং চর্ম্মাদি সকলই সজীব ও বর্দ্ধনশীল। শোণিত ইহাদিগের সজীবতা সম্পাদন করিতেছে।

হস্ত-পদাদি বাদে শরীরের যে অংশ থাকে, তাহাই আমাদিগের মূল দেহ বা বাস-গৃহ। সেই বাস-গৃহে মস্তক, বক্ষ এবং উদর প্রধানতঃ এই তিনটী প্রকোষ্ঠ আছে। ইহা পদ নামক দুই সুদৃঢ় স্তম্ভের উপরে এরূপ সুকৌশলে স্থাপিত আছে যে, আমরা তদ্দ্বারা যদিচ্ছা গমনাগমন করিতে পারি। সুতরাং মনুষ্য-নির্ম্মিত গৃহের ন্যায় আমার এই বাস-গৃহ একস্থানে আবদ্ধ থাকে না।

সুশীলে! আমাদের দেহরূপ গৃহের তেতালায় অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠ মস্তক মধ্যে যে কোমল পদার্থ আছে, তাহাকে মগজ বা মস্তিষ্ক বলে। এই মস্তিষ্কই আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান এবং বুদ্ধির মূলাধার, এবং ইহা হইতেই দর্শণ, শ্রবণ, ঘ্রাণ এবং আস্বাদন জ্ঞান জন্মে। মস্তিষ্ক সংলগ্ন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং জিহ্বাদি সেই জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ। কারণ, এই গুলির মধ্য দিয়াই বাহ্য জগতের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান লাভ হয়। এভিন্ন, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়বিক শিরার দ্বারা মস্তিষ্কের সহিত দেহের প্রত্যেক অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের এরূপ সংযোগ রক্ষিত হইয়াছে যে, আমরা যখন যাহা কিছু মনন করি, তৎক্ষণাৎই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি।

পক্ষান্তরে, যে কোন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, যে কোন প্রকারের ক্রিয়া হয়, তাহা অনিমেষ কাল মধ্যেই মস্তিষ্কের জ্ঞানগোচর হয়। বিশ্ববিধাতা এই অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ অতি সুকৌশলে মস্তকের কঠিন আবরণের মধ্যে রক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলে, অথবা ইহা কোনও প্রকারে বিকৃত হইলে, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব আর থাকে না। অতএব, সন্তানগণের মস্তিষ্ক যাহাতে নিরাপদে রক্ষিত হয়, প্রত্যেক গৃহিণীরই তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

দেহের অপর দুই অংশ অর্থাৎ বক্ষ এবং উদর, এতদুভয়ের মধ্যে বক্ষই প্রধান এবং তাহাকে বাস-গৃহের দ্বিতল প্রকোষ্ঠ বলা যাইতে পারে। এই দ্বিতল প্রকোষ্ঠের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ড বা রক্তাধার এবং ফুস্‌ফুস বা বায়ুযন্ত্র অবস্থিত আছে। খাদ্যদ্রব্যের সারভাগ শোণিতে পরিণত করা এবং শরীরজ অবিশুদ্ধ শোণিতাংশ বিশুদ্ধ করিয়া, তাহা সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালন করতঃ, দেহের পরিপুষ্টি ও সজীবতা রক্ষা করা উক্ত উভয় যন্ত্রের প্রধান কার্য্য।

হৃদ্‌যন্ত্র কলার মোচার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং বামস্তনের দিগে হেলান বক্ষমধ্যে অবস্থিত আছে। এই যন্ত্র প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার দক্ষিণ ভাগে অবিশুদ্ধ আর বামভাগে বিশুদ্ধ শোণিত থাকে। কার্য্য প্রয়োজনে উক্ত উভয় অংশ প্রত্যেকে আবার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া শোণিত-সঞ্চালন কার্য্য করিতেছে। এই হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক সঙ্কোচন এবং প্রসারণ শক্তিতেই শোণিত সঞ্চালনের কার্য্য পরিচালিত হয়। খাদ্যের সারভাগ এবং শরীরজ অবিশুদ্ধ শোণিত, শিরা সংযোগে, হৃদ যন্ত্রের দক্ষিণ ভাগে প্রবেশ করতঃ ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা তাহা শোধিত হইয়া, বাম ভাগে প্রবেশ করে, এবং তথা হইতে ধমনী ও কৈশিকাদি অপর পথে বহির্গত হইয়া, দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, বয়স এবং অবস্থা ভেদে হৃদযন্ত্র প্রতি মিনিটে ৬৫ হইতে ২০০ বার পর্য্যন্ত স্পন্দিত হয়। এইরূপ স্পন্দনে হৃদযন্ত্র মধ্যে ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায় এক প্রকার শব্দ হয়। চিকিৎসকেরা আকর্ণযন্ত্র দ্বারা তাহার গতি বিধির দোষ-গুণ পরীক্ষা এবং সংখ্যা গণনা করিয়া থাকেন। ঐ স্থানের উপরিভাগে কর্ণ স্থাপন করিলেও, হৃদপিণ্ডের স্পন্দন শব্দ কর্ণগোচর হয়। শিশুদিগের হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া অতি দ্রুতগতি, এজন্য তাহাদিগের বুক পরীক্ষা করিলে, ব্যক্তিবিশেষে স্পন্দন শব্দ ১০০ হইতে ২০০ বার পর্য্যন্তও শ্রুত হওয়া যায়। পূর্ণ বয়স্ক যুবকদিগের হৃদপিণ্ডের স্পন্দন ৬৫ হইতে ৮০ বারের অধিক হয় না। ঘটিকা যন্ত্রের দোম বন্ধ হইলেই যেমন তাহার শব্দও বন্ধ হয়, হৃদপিণ্ড স্পন্দনহীন হইলেও ঠিক সেই অবস্থা ঘটে। সুশীলে! এস্থলে আর একটি কথাও এই প্রসঙ্গে তোমাকে বলিয়া রাখি যে, এই শোণিত সঞ্চালনের গতি আমাদিগের প্রত্যেক ধমনীতে প্রতিঘাত হইয়া থাকে, তাই চিকিৎসকেরা হস্ত পদাদিতে নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা শরীরের অবস্থা অবগত হয়েন। সূক্ষ্মরূপে এই সকল পরীক্ষা করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর না হইলেও, আমরা ইচ্ছা এবং চেষ্টা করিলে, এ সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে পারি, সন্দেহ নাই। কারণ, এই নাড়ীজ্ঞান পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতার ফল মাত্র।

স্বাভাবিক অবস্থা হইতে আমাদিগের নাড়ীর গতি অতি দ্রুতশীল বা অত্যধিক মৃদুমন্দগতিবিশিষ্ট হইলেই দেহ রোগগ্রস্থ হইয়াছে এবং স্থল বিশেষে আশঙ্কার কারণ জন্মিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিলে, আমরা যথাসময়ে চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারি। ঘড়ী দেখিয়া নাড়ীর গতির সংখ্যা গণনা করাও তত কঠিন নহে। এভিন্ন, আমরা চেষ্টা করিলে আকর্ণযন্ত্রের (Stethascope) ব্যবহার ও শিক্ষা করিতে পারি।

বক্ষস্থ অপর যন্ত্র ফুসফুস, ইহা হৃদ্‌পিণ্ডের নিম্নে উভয়দিগে বিস্তৃত ভাবে অবস্থিত আছে। এই যন্ত্র অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুকোষ দ্বারা গঠিত এবং স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট। তুমি অবশ্যই ছাগলাদির ফুস্‌ফুস দেখিয়াছ; মানুষের ফুস্‌ফুসও তদনুরূপ। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া বক্ষের দুইপার্শ্বে থাকিয়া শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে। নাক ও মুখ দিয়া বাহিরের বায়ু কণ্ঠনলীর পথে ফুস্‌ফুস মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রবেশ করিতেছে, আবার ফুস্‌ফুসের স্বাভাবিক সঙ্কোচন শক্তিতে ফুস্‌ফুসস্থ বায়ু ঐ পথেই বাহির হইয়া যাইতেছে। এইরূপে বাহিরের বায়ু ফুস্‌ফুস মধ্যে প্রবেশ এবং ফুস্‌ফুসস্থ বায়ুর বহির্গমন ক্রিয়াকেই শ্বাস প্রশ্বাস কহে।

বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুতে অম্লজান নামে শরীরের পোষণোপযোগী যে মৌলিক পদার্থ অছে, তদ্দারা শরীরস্থ শোণিত শোধিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, শরীরজ দোষিত শোণিত প্রবাহ হইতে উৎপন্ন দেহের অহিত-কারী যবক্ষারজান নামক পদার্থ, বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া, নিশ্বাস যোগে বহির্গত হইয়া, শরীরের স্বাস্থ্যবিধান করিতেছে। এজন্য প্রথমোক্ত অম্লজান সংযুক্ত বায়ুকে প্রাণপ্রদ, আর যবক্ষারজান মিশ্রিত বায়ুকে প্রাণহৃদ বায়ু বলে। কারণ, অম্লজান সংযুক্ত বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে আমরা একমুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিতে পারি না। পক্ষান্তরে, যবক্ষার-জান বায়ুর আধিক্য হইলে, আমাদিগের মৃত্যুরকাল উপস্থিত হয়। আমরা বক্ষস্থলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অথবা তদুপরি হস্ত স্থাপন করিলেই ফুস্‌ফুস মধ্যে বায়ুর এতদ্রূপ প্রবেশ এবং বহির্গমন ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারি। স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যক্তি এবং অবস্থাভেদে এইরূপ সঙ্কোচন এবং প্রসারণ ক্রিয়া প্রতি মিনিটে ১৬ হইতে ২০ বার পর্য্যন্ত হয়।

এই ফুস্‌ফুস যন্ত্রের সহিত হৃদপিণ্ডের অতি নিকট সম্বন্ধ। কারণ, এই

বায়ু সঞ্চালন ক্রিয়া দ্বারাই হৃদপিণ্ডেরও শোণিত শোধিত হইয়া থাকে। এতদুভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ এবং ক্রিয়াকলাপ-বিষয়ে সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে, বিশ্ববিধাতার অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টিকৌশল এবং অপার মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া, কাহার হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত এবং ভক্তি রসে আপ্লুত না হয়?

আমাদিগের এই দেহরূপ বাস-গৃহের উদর নামক নিম্ন তলে বা প্রকোষ্ঠে যে সকল যন্ত্রাদি আছে, তন্মধ্যে পাকযন্ত্র, যকৃৎ ও তৎসংলগ্ন পিত্তকোষ, প্লীহা, ক্লোমযন্ত্র এবং মূত্রযন্ত্র ও মূত্রাধার এই কয়েকটিই প্রধান। ইহাদিগের প্রত্যেকের প্রয়োজনীতা এবং কার্য্য-প্রণালীর সবিস্তার সমালোচনা বহু সময়সাপক্ষ; তাই এই সকল প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলির বিষয় তোমাকে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

খাদ্য দ্রব্যের পরিপাক ও তাহা হইতে সারভাগ গ্রহণ এবং অসার ভাগ পরিত্যাগ করাই পাকযন্ত্রের কার্য্য। এই পাকযন্ত্র অন্নবহনলী হইতে বাহ্যদ্বার পর্য্যন্ত ২৫ হইতে ৩০ ফিট লম্বা এবং ইহা প্রধানতঃ পাকস্থলী ও পাকঅন্ত্র এই দুই ভাগে বিভক্ত।

কোনও শক্ত দ্রব্য আহার করিলে, তাহা দন্তদ্বারা চর্ব্বণে চুর্ণিত এবং লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া গলাধঃকরণ হয়; তৎপরে অন্ননলীর মধ্য দিয়া পাকস্থলীতে যাইয়া, পাকস্থলী হইতে নিঃসৃত পাকরসে মিলিত হয়, এবং পাকস্থলীর স্বাভাবিক চাপে সেই খাদ্যদ্রব্য মর্দ্দিত ও মথিত হইয়া পাকঅন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করে।

পাকঅন্ত্র আবার ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ এই দুই অংশে বিভক্ত। খাদ্য পাকাশয়ের রসের সহিত মিলিত হইয়া, রূপান্তরিত অবস্থায়, ক্ষুদ্র অন্ত্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে পর, যকৃৎ ও পিত্তকোষ হইতে পিত্তরস এবং ক্লোমযন্ত্র হইতে

পরিপাক কার্য্যের উপযোগী অপর চারিপ্রকার রস আসিয়া তৎসহ মিলিত হয়, এবং এই ক্ষুদ্রঅন্ত্র মধ্যেই তাহার পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। তৎপরবর্ত্তী বৃহৎঅন্ত্রের কোনও পরিপাক শক্তি নাই বলিলেও অন্যায় হইবে না। সুতরাং, ক্ষুদ্রঅন্ত্র মধ্যে পরিপাক ক্রিয়া সমাধা হইলে, খাদ্যের সারভাগ তথায় রক্ষিত, আর অসারভাগ মলে পরিণত হইয়া বৃহৎ অন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। তৎপরে, বৃহৎ অন্ত্রের স্বাভাবিক চাপন শক্তিতে তাহা ক্রমশঃ মলনলীতে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং তথা হইতে বাহ্যদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

সুশীলে! আমাদিগের বাসগৃহের উদর নামক প্রকোষ্ঠের মধ্যে যকৃৎ এবং প্লীহা নামে অপর যে দুই যন্ত্র আছে, তাহাও আমাদিগের দৈহিক কার্য্যজন্য যথাস্থানে রক্ষিত হইয়াছে; অথচ অনেকে অজ্ঞতা বশতঃ অনেক সময়ে বলিয়া থাকেন; "ও মা! ছেলের পেটে যে যকৃৎ বা প্লীহা জন্মিয়াছে, তার আর বাঁচিবার আশা কি?" তাই এই দুই যন্ত্রের আবশ্যকতা এবং ক্রিয়া সম্বন্ধে তোমাকে ২।১টী কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। মঙ্গলময় বিধাতা আমাদিগের অমঙ্গল বা অহিতার্থে কোন দৈহিক যন্ত্রেরই সৃষ্টি করেন নাই। তবে আমরা তাহার নিয়ম পালনে অবহেলা করিয়া, এই সকল প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলিকে ব্যাধিগ্রস্থ ও অকর্ম্মণ্য করি, সুতরাং সেগুলি স্ব স্ব কর্ত্তব্যকার্য্য করিতে অক্ষম হইলেই, আমরাও রোগগ্রস্থ এবং অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হই।

পাকযন্ত্র হইতে খাদ্যের সারভাগ শিরা সংযোগে কতক যকৃৎ মধ্যে যাইয়া জমা হয়। তৎপরে প্রয়োজন অনুসারে তথা হইতে অপর শিরা সংযোগে হৃদপিণ্ড বা রক্তাধার যন্ত্রে যাইয়া বিশুদ্ধ রক্তে পরিণত হইলে পর শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া থাকে। উপরোক্ত কার্য্য প্রয়োজন জন্য যকৃৎযন্ত্রকে বাস-গৃহের ভাণ্ডারও বলা যাইতে পারে।

এতদ্ভিন্ন, যকৃৎ হইতে নিঃসৃত পিত্তরস পাকাশয়ে যাইয়া পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে। এই যকৃৎ যন্ত্রের সংলগ্ন পিত্তকোষ নামে যে একটি থলী আছে, তাহাতে যকৃৎ হইতে নিঃসারিত পিত্ত কতক জমা হইয়া থাকে, পরে প্রয়োজন অনুসারে পাকাশয়ে যাইয়া পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা করে।

উদর-গহ্বরে পাকস্থলীর বামপার্শে প্লীহা অবস্থিতি করে। এই যন্ত্রও শোণিতজনন ক্রিয়ার সাহায্য করে। অধিকন্তু, যকৃৎ এবং ফুস্ফুসের মধ্যে রক্তাধিক্য হইলে, তথা হইতে এইযন্ত্র মধ্যে আসিয়া জমে এবং এইরূপে উক্ত উভয় যন্ত্রের ক্রিয়া পরিচালনের সুবিধা করিয়া দেয়।

উদরের নিম্নপ্রদেশে অস্থিদ্বয়ের মধ্যে মূত্রযন্ত্রের অবস্থান। আমাদের দেহস্থ অপ্রয়োজনীয় জলীয়াংশ এই দুই যন্ত্র মধ্যে যাইয়া প্রস্রাব রূপে পরিণত হয় এবং তথা হইতে শিরা সংযোগে মূত্রাধার নামক থলী মধ্যে যাইয়া জমা হয়। তৎপরে যথাপ্রয়োজন প্রস্রাব দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। মূত্রসহ দেহের কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় ও অপকারী পদার্থ বাহির হইয়া যাওয়াতেও শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়।

সুশীলে! আমাদিগের বাস-গৃহ বা এই দেহের গঠন এবং তন্মধ্যস্থ যন্ত্র সমূহের অবস্থান ও তাহাদিগের প্রত্যেকের প্রয়োজনীয়তা এবং ক্রিয়া-কলাপাদির বিষয়ে, আমরা সংক্ষেপে যে কিছু আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারিয়াছ যে, দেহস্থ যন্ত্রগুলি ঘড়ীর কাঁটার ন্যায় পরস্পরের সহিত সংযুক্ত এবং সংবদ্ধ। ইহার যে কোন একটি বিকৃত বা রোগগ্রস্থ হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে অক্ষম হইলে, অপরাপর যন্ত্রগুলিও ক্রমশঃ শিথিল এবং অবশেষে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, দৈহিক যন্ত্রগুলি সবল এবং স্ব স্ব কর্ত্তব্যসাধনে সক্ষম থাকিলে, কোন প্রকার ব্যাধিই আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না।

সুতরাং দেহ রোগগ্রস্থ হইবারও কোন আশঙ্কা থাকে না। কারণ, রোগ-ব্যাধি প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘনই আমাদিগের রোগ ও ব্যাধির একমাত্র কারণ। আবার দেখ, দেহের কোনও অঙ্গ বা যন্ত্র বিকৃত বা রোগগ্রস্থ হইলে, অথবা দেহের অহিতকারী কোনও পদার্থ দেহ মধ্যে জন্মিলে, তাহা সংশোধন করিয়া লইবার এবং দেহের অভ্যন্তর হইতে ঐ অহিতকারী পদার্থ বাহির করিয়া দিবার জন্য ভগবান যে স্বাভাবিক কৌশলই করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে নিয়মপালন ভিন্ন স্বাস্থ্যরক্ষার্থে, আমাদিগের বিশেষ কোন ঔষধাদিরও প্রয়োজন হয় না। কারণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, আমাদিগের দেহস্থ যন্ত্রাদির স্বাভাবিক ক্রিয়াশক্তিই ব্যাধিনাশক। তবে অনিয়মে কোনও যন্ত্র বিকৃত এবং স্বকর্ত্তব্য সাধনে অসর্থম হইলে, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য কখন কখন ঔষধের প্রয়োজন হয়। অনেক স্থলে, কেবল মাত্র সংযমাদি নিয়মপালনেই রোগমুক্ত এবং সুস্থ হইতে দেখা যায়। অতএব নিয়মপালন দ্বারা সন্তানের শরীর সুস্থ এবং রোগমুক্ত রাখিতে সতত চেষ্টিত থাকিবে।

আহার—গর্ভাবস্থায় প্রসূতির স্বাস্থ্যের উপর যেমন গর্ভস্থ সন্তানের শারীরিক এবং মানসিক উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে, ভূমিষ্ঠ হইলেও সে সম্বন্ধ বিদুরীত হয় না; যাবৎকাল সন্তান মাতৃস্তন পান করে, তাবৎকাল এই সম্বন্ধ অক্ষুন্ন থাকে। দাঁত উঠিবার কাল পর্য্যন্ত মাতৃদুগ্ধই শিশুর একমাত্র আহার; সুতরাং কোন কারণে মাতৃদুগ্ধের অভাব না ঘটিলে, শিশুগণের শরীর রক্ষার্থ অপর কোনও প্রকার খাদ্যেরই প্রয়োজন হয় না। মাতৃদুগ্ধের অভাব বা কোন কারণে অল্পতা হইলে, সবলকায় সমবয়স্কা সন্তানবতী ধাত্রীর দুগ্ধ কিম্বা তদভাবে গর্দ্দভ বা গোদুগ্ধ, কিঞ্চিৎ জল ও অল্প পরিমাণ চিনি মিশাইয়া, শিশুকে সেবন করান ব্যবস্থা।

দাঁত উঠিলেই শিশুরা শক্ত জিনিস খাইতে সক্ষম হয়, এই বিবেচনায়, দাঁত উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগকে শক্ত দ্রব্যাদি খাইতে দেওয়া উচিত নহে। এক বৎসরের মধ্যেই অধিকাংশ শিশুর দাঁত উঠিতে আরম্ভ করে সত্য; কিন্তু দুই তিন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে দুধ্ খাওয়াইতে পারিলে, তাহাদিগের অন্নাদি অন্য কোনও কঠিন খাদ্যের তত প্রয়োজন হয় না। দুগ্ধের সহিত বার্লি বা এরারুট প্রভৃতি খাইতে দেওয়া মন্দ নহে। দুগ্ধের ন্যায় উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন খাদ্য আর দ্বিতীয় নাই।

তিন চারি বৎসর বয়স হইলে, শিশুদিগকে দিবসে চারিবার মাত্র আহার করাইলেই চলিতে পারে। প্রাতে রুটী, মোহনভোগ বা টাট্কা মুড়ি কি চাউলভাঁজা ইত্যাদি অল্প পরিমাণে খাইতে দিয়া, বেলা নয় দশ টার সময় অন্নব্যঞ্জনাদি খাইতে দিবে। আর বৈকালে এক কি দুই টার সময় সামান্য রূপ কিছু খাবার খাইতে দিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পূর্ণাহার করাইবে। বৈকাল বেলা অন্নাহার করিতে না দিয়া ডাইল তরকারির সহিত রুটী বা লুচি প্রভৃতি খাইতে দিলে ভাল হয়। কারণ, দুবেলা অন্নাহার করিলে শরীর যথোপযুক্তরূপে পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে না। অন্নাহার বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতা ও ভীরুতার অন্যতর কারণ বলিয়া অনেক শারীরতত্ত্ববিৎ চিকিৎসকের মত। ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার "মাতৃশিক্ষা" পুস্তকে লিখিয়াছেন ;—"বঙ্গবাসীরা অন্নদ্বারা প্রাণধারণ করিতেছেন বলিয়াই, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি দূরে থাকুক, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থাননিবাসী ব্যক্তিদিগের অপেক্ষাও, ইহাদের শরীর স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও খর্ব্বকায়।"

বায়ু—পূর্ণবয়স্কদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন অপেক্ষা শিশুগণের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা অধিক। বিশুদ্ধ

ও প্রচুর বায়ু সেবনের অভাবই অধিকাংশ শিশুর অকাল মৃত্যুর কারণ। প্রতি মিনিটে আমরা যত বার শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা জীবন ধারণ করি; শিশুগণের তদপেক্ষা অধিক বার শ্বাস প্রশ্বাসের প্রয়োজন হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অস্মদ্দেশীয় কুসংস্কারান্ধ সামাজিকেরা, তাহা না বুঝিয়া, সসন্তান প্রসূতিকে সূর্য্য ও পবনদেবের অদৃশ্যস্থানে বদ্ধ রাখিতেই যথাসাধ্য চেষ্টা পান। আশা করি, তুমি কদাচ ঐ সমুদায় কুরীতির বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণাধিক শিশুগণের মৃত্যুর কারণ উপস্থিত করিবে না।

বাস-গৃহে যাহাতে অবাধে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালন করিতে পারে, এবং শিশুগণ প্রতিদিন সায়ংকালে অনাবৃত স্থানে ভ্রমণ করিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে সমর্থ হয়, এরূপ সুবন্দোবস্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। জল ও খাদ্যের অভাবে আমরা বরং কিছুকাল জীবিত থাকিতে পারি; কিন্তু বায়ুর অভাবে জীবন-বায়ু মুহূর্ত্তকালও দেহে অবস্থান করিতে পারে না।

জল—শরীর রক্ষার্থ বায়ুর ন্যায় বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজনীয়তাও কম নহে। কারণ, দেহ যে সকল উপাদানে গঠিত, তন্মধ্যে জল একটী প্রধান উপাদান। শরীরের ওজনের ১০০ ভাগের প্রায় ৭০ ভাগই জল। জলের অপর নাম জীবন। বিশুদ্ধ জলে পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি হয়, শারীরিক জলীয় পদার্থের অভাব দূরীভূত হয়; অধিকন্তু, তাপের আধিক্য হ্রাস করিয়া সমতা রক্ষা করে।

স্বাস্থ্যরক্ষার্থে জলের বাহ্যপ্রয়োগ অর্থাৎ বিশুদ্ধ জলে স্নান বিশেষ আবশ্যক। শিশুকে ঈষদুষ্ণ জলে অথবা সম্পূর্ণ সবল ও সুস্থকায় হইলে, বিশুদ্ধ শীতল জলে প্রতিদিন নিয়মপূর্ব্বক স্নান করান কর্ত্তব্য। স্নানে শরীরের বল এবং স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি হয়; এ ভিন্ন লোমকূপ সমূহ পরিস্কার থাকাতে শরীরের দূষিত পদার্থ ঘর্ম্মাকারে বাহির হইয়া যায়।

পোষাক ও পরিচ্ছদ—শীতাতপ হইতে শরীর রক্ষা করিবার জন্ম বস্ত্রের প্রয়োজন; সুতরাং, শীত-গ্রীষ্ম ঋতুভেদে বস্ত্রাদির ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। বস্ত্রের মূল্যের অল্পাধিক্যের সহিত স্বাস্থ্যের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। তবে সকল অবস্থাতেই তাহা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যক। অতএব, অপরিষ্কার ও মলমূত্রযুক্ত মলিনবস্ত্র দ্বারা যাহাতে শিশুর শরীর আবৃত করিয়া, তাহাদের মৃত্যুর কারণ উপস্থিত করা না হয়, তৎপ্রতি গৃহিণীমাত্রেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

ঘর্ম্মাক্ত আর্দ্রবস্ত্র কখনও ব্যবহার করা উচিত নহে। ঘামে লোমকূপ দিয়া শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির হয়। সুতরাং, যে কাপড় একবার ঘামে ভিজিবে, তাহা না ধুইয়া কখনও পুনরায় ব্যবহার করিতে দিবে না। অনেক সময়, কাপড়ের অল্পতার জন্যই আধভিজা ও ময়লা কাপড় ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। কিন্তু ইহা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য; কারণ, খালি গায়ে থাকা অপেক্ষাও ইহা অধিকতর অহিতকারী।

ছেলে মেয়েদিগের কাপড়ের সংখ্যা বেশি করা কর্ত্তব্য। বস্ত্রের মূল্য দ্বারা স্বাস্থ্যের কোন উপকার হয় না, সুতরাং ব্যয়সংক্ষেপ করিতে হইলে, সাধারণ দামের কাপড়ই যথেষ্ট মনে করিয়া, তাহা যাহাতে সংখ্যায় বেশি হয় এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যাইতে পারে, গৃহিণীর তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে একমাত্র ধোবার উপর নির্ভর করিলে চলে না। প্রতিদিন সাবান দ্বারা সন্তানগণের বস্ত্রাদি বাড়ীতে ধোয়া আবশ্যক।

আজকাল বাঁধা পোষাকের ব্যবহারই বেশি দেখা যায়। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইহার আবশ্যকতা এবং উপকারিতা বড় দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, আঁটা কাপড় অধিক ব্যবহারে স্বাস্থ্যের হানী হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা আছে, রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় ছেলে মেয়েদিগকে

বাঁধাপোষাকে অর্থাৎ বন্ধনঅবস্থায় রাখা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ বাঁধাকাপড়ে আগুণ লাগিলে অধিকতর বিপদের সম্ভাবনা হয়।

ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পোষাক পরিচ্ছদেরও পরিবর্ত্তন করা স্বাভাবিক এবং অবশ্যকর্ত্তব্য। আমাদের দেশে খুব গরম পোষাকের তত দরকার না হইলেও, শীতের অল্পাধিক্য, স্থানীয় জল বায়ু এবং সন্তানের শারীরিক অবস্থার তারতম্য বিবেচনায়, তদুপযোগী মোটা কাপড় ব্যবহারের ব্যবস্থা করা প্রত্যেক গৃহিণীরই কর্ত্তব্য।

শিশুরা একই কাপড়ে বা কাঁথায় তিন চারি বার মলমূত্র ত্যাগ করিলেও, সেই বস্ত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া, তাহাই পুনঃ পুনঃ উল্টাইয়া পাল্‌টাইয়া, তদ্দ্বারা শিশুর শরীর আবৃত করিয়া রাখেন, অনেক সময় এরূপ অলসস্বভাবের স্ত্রীলোকও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এইরূপ ব্যবহার দ্বারা শিশুসন্তানকে যে বিষমণ্ডিত করা হয়, তাঁহারা একথা একবারও ভাবিয়া দেখেন না। মলমূত্র শরীরজ বিষ বই আর কিছুই নহে; সুতরাং, মূর্খা প্রসূতি, আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়া, প্রাণসম শিশুকে সেই বিষ-শয্যায় শায়িত করিয়া রাখেন, এবং স্ব স্ব শরীরজ বিষপান করাইয়া ক্রমে তাহাদের মৃত্যুকাল নিকটে আনয়ন করেন। উপায়হীন অনেক শিশু এইরূপে মাতৃদত্ত বিষপান করিয়াই অকালে মানব-লীলা সম্বরণ করিতে বাধ্য হয়। অতএব আশা করি, তুমি প্রাণান্তেও সন্তানদিগকে অপরিষ্কৃত ও মলমূত্রযুক্ত শয্যায় শয়ন করাইবে না।

ব্যায়াম ও বিশ্রাম—স্বাস্থ্যরক্ষার্থে ব্যায়ামের একান্ত প্রয়োজন। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ব্যায়ামের আবশ্যকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ আছে; তাহার সবিস্তর আলোচনা করিয়া প্রস্তাব বাহুল্য করা অনাবশ্যক বিবেচনায়, এস্থলে ব্যায়াম ও বিশ্রাম সম্বন্ধে সংক্ষেপে মাত্র দুই একটী কথা বলিতেছি।

আয়ুর্ব্বেদে লিখিত আছে ;—“আত্ম-হিতেচ্ছুক মনুষ্য মাত্রেরই সকল ঋতুতে শক্তির অর্দ্ধ পরিমাণে ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। * * * ব্যায়াম দ্বারা শরীরের লঘুতা, কার্য্যদক্ষতা, ধৈর্য্য ও ক্লেশসহিষ্ণুতা জন্মে এবং শরীরের দোষক্ষয় ও অগ্নি-বৃদ্ধি হয়। ব্যায়ামশীল ব্যক্তিকে শত্রুরা বলপূর্ব্বক ক্লেশ দিতে পারে না। সর্প যেমন গরুড় পক্ষীর নিকট গমন করিতে পারে না, সেইরূপ যাহার শরীর ব্যায়াম দ্বারা মর্দ্দিত ও পদদ্বারা ঘৃষ্ট, তাহাকে কোন প্রকার ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না।”

অতি শৈশবকালে সন্তানের ব্যায়াম শিক্ষার্থে পিতা মাতার অধিক কিছু করিতে হয় না ; কারণ, শিশুরা স্বভাবতই শয্যায় পড়িয়া আপনার হস্ত পদাদি চালনা করে এবং তাহাতেই তাহাদের যথাপ্রয়োজন শারীরিক পরিশ্রম হয়। তখন শিশুদিগকে অধিক সময় কোলে না রাখাই একমাত্র ব্যবস্থা।

শিশুরা প্রথমে যখন হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইতে শিক্ষা করে, তখনও সন্তানের ব্যায়াম শিক্ষার্থে পিতা মাতার বিশেষ কোন কিছু করিতে হয় না। তখন তাহাদিগের যদিচ্ছা কার্য্যে বাধা না দিয়া, সাবধানতার সহিত তাহাদিগের গতি-বিধি পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক ; যেন তাহারা কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত না হয়।

চারি পাঁচ বৎসর বয়সের পর হইতেই শিশুর রীতিমত ব্যায়াম শিক্ষার আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তোমাদিগের মধ্যে অনেকে, এবিষয় সন্তান-গণকে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাক্, বরং যাহাতে তাহারা ঘরের বাহির না হইয়া, অনবরত কেবল লেখা পড়াতেই রত থাকে, কিম্বা অগত্যা শয্যায় পড়িয়া নিদ্রা যায়, তাহারই চেষ্টা করেন। কেহ বা অভিমান ভরে বলিয়া থাকেন ;—“যদি ছোট লোকের ছেলে

মেয়ের স্থায় দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিতে হয়, তবে আর ভদ্রলোকের ঘরে জন্মিবার দরকার কি ছিল? কুলি মজুরের কার্য্য করিয়া খাইতে হইলেই না শারীরিক শক্তি সামর্থের প্রয়োজন? বাপু! লেখা পড়া কর, তোমার ওসব ব্যায়াম বিশ্রামের দরকার নাই।"

আবার কেহ কেহ বা, পাছে সূর্য্যোত্তাপে ছেলের মুখ মলিন হয়, কোন রূপ আঘাত প্রাপ্তে ছেলের কষ্ট হয়, এই সব ভাবিয়াই সন্তানকে ঘরের বাহির হইতে দেন না। কালে এই সব আতুরে ছেলে মেয়েরাই সংসারে অকর্ম্মণ্য জীবরূপে পরিণত হয়। বলা অনাবশ্যক যে, এ সব অন্যায় আদর ও অভিমান আমাদিগের অশিক্ষা এবং মূর্খতারই ফল। নচেৎ মনুষ্য মাত্রেরই বোঝা উচিত যে, শারীরিক স্বাস্থ্যবিধানই আমাদিগের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। কবি-কুল-চূড়ামণি কালিদাস বলিয়াছেন;—"শারীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনম্" অর্থাৎ "শারীরিক ধর্ম্ম সাধনই মনুষ্যের প্রথম ও প্রধান কর্ম্ম।"

পক্ষান্তরে, অত্যধিক পরিশ্রম বা শক্তির অতিরিক্ত ব্যায়ামেও স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। পরিশ্রামান্তে উপযুক্ত বিশ্রামের অভাব হইলে, আমাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। শিশুদিগের দৈনিক অন্যূন ১০ ঘণ্টা এবং বালক বালিকাগণের অন্যূন ৭ঘণ্টা সুনিদ্রার প্রয়োজন। কারণ, সুনিদ্রাই স্বাস্থ্যপ্রদ ও উপযুক্ত বিশ্রাম। অতএব, যাহাতে সন্তানগণের সুনিদ্রার ব্যাঘাত না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

সন্তানগণের মানসিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা অপেক্ষা, তাহাদিগের শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান ও উন্নতি সাধনের চেষ্টাই, পিতা মাতার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। সুশিক্ষিত জ্ঞানবান চিররোগী অকর্ম্মণ্য সন্তান অপেক্ষা, অল্পশিক্ষিত কার্য্যক্ষম সন্তান অবশ্যই সংসারের অধিকতর প্রয়োজন সাধন করিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক মূর্খা জননী,

সন্তানগণের স্বাস্থ্যের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া, দিবারাত্রি কেবল লেখা পড়ার জন্যই তাহাদিকে তাড়না করেন।

রোগের কারণ—সন্তান কোনরূপ উৎকট রোগাক্রান্ত হইলে, প্রসূতিরা অস্থির হইয়া পড়েন; তখন সন্তানের রোগারোগ্যের জন্য তাঁহারা না করিতে পারেন, এমন কাজ নাই। এমন কি, প্রয়োজন হইলে, আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না; কিন্তু ঐ সকল রোগের অধিকাংশই যে তাঁহাদের অসতর্কতা ও অনভিজ্ঞতার ফল, সময়ে ইচ্ছা ও যত্ন করিলেই যে, তাঁহারা স্ব স্ব সন্তানগণকে রোগাক্রান্ত হইতে না দিয়া পারিতেন, পূর্ব্বে এ বিবেচনা থাকে না। সুশীলে! প্রসূতিগণের যে সমুদায় দোষে সন্তান অসুস্থ ও রোগগ্রস্ত হয়, অদ্য তাহার প্রধান প্রধান কয়েকটী বিষয় তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি।

(১) চিকিৎসকেরা বলেন, বিরক্ত, রাগান্বিত বা অন্যমনস্ক হইয়া শিশুকে স্তন্যপান করাইলে, তাহার অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ জন্মে। এখন বল দেখি, এযাবৎ তুমি ক দিন সুস্থমনে ও সন্তোষচিত্তে সন্তানকে স্তন্যপান করাইয়াছ? অন্যের কথা বলিতে চাই না, আমি একমাত্র তোমাকেই অনেক দিন বিরক্তির সহিত উগ্রচণ্ডীর ন্যায় ছেলেকে স্তন্যপান করাইতে দেখিয়াছি। "আমি সংসারের কার্য্য কর্ম্মে ব্যস্ত, তাহা না বুঝিয়া, ছেলে কেন এ সময়ে দুধের জন্য কাঁদে।" তোমার ন্যায় অল্পবয়স্কা প্রসূতিগণের বিরক্তি বা রাগের কারণ প্রায়ই এইরূপ অমূলক ও অকিঞ্চিৎকর। ছেলেকে স্তন্যপান করান যেন একটা কাজের মধ্যেই নয়, অনেকের ইহাই ধারণা।

(২) শিশুর পক্ষে দিবসে অন্ততঃ ৮।১০ বার স্তন্যপান আবশ্যক। এই নিয়মের অন্যথাচরণ করিলে, শিশুর শরীর যথানিয়মে পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে না; কিন্তু তোমাদিগের মধ্যে এরূপ কয়জন আছেন,

যাঁহারা নিয়মপূর্ব্বক ঘণ্টা মিনিট হিসাব করিয়া, সন্তানকে স্তন্যপান করান? শিশু পিপাসায় ক্রন্দন না করিলে, স্তন্যপান তাহার ভাগ্যে কদাচিত ঘটিয়া উঠে। তাই কথায় বলে ;—"কান্দে ছেলে দুধ্ খায়, না কাঁদে ছেলে গড়াগড়ি যায়।" বস্তুতঃ, যে সন্তানের অধিক কাঁদিবার অভ্যাস, সে হয়ত, দিবা রাত্রে শতবার স্তন্যপান করিয়া অধিক আহার জন্য রোগগ্রস্ত হইবে, আর যাহার কাঁদিবার তত অভ্যাস নাই, সে হয়ত, দিবা রাত্রে দুই তিন বারের অধিক স্তন্যপান করিতে না পাইয়া অল্লাহার নিবন্ধন দুর্ব্বল ও অসুস্থ হইয়া পড়ে।

(৩) শিশু কাঁদিতে আরম্ভ করিলেই, কান্নার প্রকৃত কারণানুসন্ধান না করিয়া, তাহার মুখে দুধের বোঁটা দেওয়া, তোমাদিগের একটী বিশেষ রোগ। ইহাই যেন ক্রন্দন নিবারণের এক মাত্র মহাস্ত্র। হয়ত, অতিরিক্ত আহার জন্য শিশুর পেট ফাঁপিয়া থাকিবে এবং তজ্জন্যই সে ক্রন্দন করিতেছে, অথবা অন্য কোন রূপ অসুখের দরুণ কাঁদিতেছে, যাহাতে স্তন্যপান না করানই ব্যবস্থা; কিন্তু তোমরা, প্রকৃত কারণানুসন্ধান না করিয়া, বিপরীত ব্যবস্থা করতঃ শিশুর রোগ-বৃদ্ধি, কখনও বা তাহার মৃত্যুর কারণ উপস্থিত কর। ক্ষুধা ব্যতীত অন্য প্রকার কষ্ট যন্ত্রণার জন্যও শিশুর কান্না করিবার অধিকার আছে, ইহা মনে রাখিয়া, সন্তান পালন করিবে। শিশুরা কথা বলিয়া অথবা কোন প্রকার ইঙ্গিত দ্বারা মনের বা শরীরের কষ্ট যন্ত্রণা জানাইতে পারে না; সুতরাং ক্রন্দনই তাহাদের কষ্ট, যন্ত্রণা ও অভাবাদি জানাইবার একমাত্র উপায়। বুদ্ধিমতী প্রসূতি সেই এক ক্রন্দন হইতেই শিশুর সকল প্রকার অভাব ও কষ্ট যন্ত্রণা বুঝিয়া লইতে পারেন।

(৪) শিশুর সামান্য কফ্ কাশী, পেটের পীড়া কিম্বা জ্বরাদি রোগ জন্মিলে, তোমরা প্রথমাবস্থায় প্রায়ই তাহা তুচ্ছ করিয়া থাক।

সামান্য হইতে যে বৃহতের উৎপত্তি হইতে পারে, অনেক সময় তোমাদের সে জ্ঞান থাকে না। বিশেষতঃ শিশুর সুকোমল শরীরে সামান্য পীড়াই যে অধিক যন্ত্রণাদায়ক এবং সহসা মারাত্মক হইতে পারে, এ বিবেচনা তোমাদের নাই। তাই বলি, শিশুর যৎসামান্য অসুখ হইলেও তাহা সামান্য জ্ঞানে অবহেলা না করিয়া, বিশেষ সতর্ক ও সাবধানতার সহিত তৎপ্রতীকারে সতত যত্নবতী থাকিবে।

(৫) সন্তানকে অধিক পরিমাণে আহার করানের ইচ্ছা, স্ত্রীলোকের আর একটি প্রধান দোষ। কথায় বলে, "নির্ব্বোধ মিত্রাপেক্ষা বুদ্ধিমান শত্রুও ভাল।" বস্তুতঃ, মূর্খের অশেষ দোষ; তাই মুর্খা জননীর ভালবাসাও অনেক সময় বিশেষ অনিষ্টের কারণ হয়। অনেকে মনে করেন, সন্তানকে যত খাওয়ান যাইবে, ততই তাহাদের বল-বীর্য্য বর্দ্ধিত হইবে। বিশেষতঃ আহারের মধ্যেই যেন তাহাদের সব ভালবাসা। তাই কোন উপাদেয় খাদ্য পাইলে, সে সমস্ত সন্তানের উদরস্থ করিতে পারিলেই সুখী হন।

একদা আমি কোন এক বিবাহের নিমন্ত্রণে পরিবেশন করিতে-ছিলাম, তথায় দেখা গেল, এক মুর্খা জননী তাঁহার ৬।৭ বৎসরের একটী ছেলেকে এরূপ আকণ্ঠ পূরিয়া আহার করাইয়াছেন যে, সে সোজা হইয়া বসিতে পারিতেছে না। কিন্তু তখনও জননী খাদ্যসামগ্রী তাহার উদরস্থ করিতে বিরত হয়েন নাই। বালক এক এক বার বমনের চেষ্টা করিতেছে, কখনও বা অতি কষ্টের সহিত "আর পারি না," বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে। কিন্তু স্নেহময়ী জননী বলিতেছেন, "বাবা! এমিষ্টান্ন টুকু তোমাকে খেতেই হবে, পেট ছালা নয় যে ছিড়ে যাবে!!" বলিতে কি, তিনি এইরূপ সৎযুক্তিপূর্ণ বাক্যে ছেলেকে

নিরস্ত করিয়া, মিষ্টান্নগুলি ক্রমে ক্রমে তাহার উদরে পূরিলেন। বালক তখন পেটের ভারে চলিতে অশক্ত, এমন কি, সোজা হইয়া দাড়াইতেও পারিতেছে না; কিন্তু সেই মূর্খা জননী সহর্ষে তাহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন। বালকের এই বিষম কষ্ট ও শোচনীয় অবস্থা এবং জননীর মূর্খতা দেখিয়া, আমার আপাদমস্তক রাগে দুঃখে জ্বলিয়া যাইতে লাগিল।

সন্তানগণকে অধিক আহার করানের ইচ্ছা স্ত্রীলোকের একটী সাধারণ দোষ; সুতরাং উপরোক্তরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সন্তান রোগাক্রান্ত হইল, চিকিৎসক উপবাস ব্যবস্থা করিলেন, সামান্য আহারও তাহার পক্ষে গুরুতর অনিষ্টের কারণ হইবে, একথাও পুনঃ পুনঃ বলিয়া গেলেন; কিন্তু সন্তান আহারের জন্য ক্রন্দন করিতেছে দেখিয়া, তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তাই পরিবারস্থ অন্যান্যের অগোচরে ভাত কি তদ্রূপ অন্য কোন কুপথ্য দ্বারা সন্তানের উদর পূর্ণ করিয়া দিয়া, রোগ বৃদ্ধির কারণ উপস্থিত করিলেন। হয় ত, এই দোষেই সন্তানের অকাল মৃত্যু হইল।

সুশীলে! সন্তানের আহার সম্বন্ধীয় দোষই অধিকাংশ শিশুর পীড়া এবং অকাল মৃত্যুর কারণ। বস্তুতঃ, এই দোষেই শিশুকালে জ্বর হইলে, তাহা সঙ্গের সঙ্গী হইয়া দাড়ায়; আহারের' দোষেই শিশুগণের প্লীহা ও যকৃতাদি দোষযুক্ত এবং বৰ্দ্ধিত হয়। অতএব আশা করি, তুমি আহারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া, কদাচ সন্তানগণকে অধিক আহার করাইতে চেষ্টা করিবে না।

গৃহ-চিকিৎসা— সুশীলে! চিকিৎসাকাৰ্য্য অতীব কঠিন। কারণ, এক দিগে শারীরতত্ত্ব এবং রোগনিদান, অপরদিগে ভৈষজ্যতত্ত্ব এবং চিকিৎসা-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে যথোচিত অভিজ্ঞতা না জন্মিলে কাহারও চিকিৎসাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। পক্ষান্তরে,

আকস্মিক আপদ বিপদে বা সন্তানগণের সামান্য পীড়া উপস্থিত হইলে, যখন তখন চিকিৎসক ডাকিয়া রোগের প্রতিবিধান করা অবস্থাপন্ন লোকের পক্ষেও সম্ভবপর নহে। সুতরাং গৃহিণী মাত্রেরই এসকল বিষয়ে কথঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যে দেহ নিয়া আমরা এ সংসারে আসিয়াছি, তাহার বিষয়ে আমাদিগের কিছু মাত্র জ্ঞান নাই। এই জ্ঞানের অভাবে দৈহিক আপদ বিপদের প্রতিবিধান করাও কঠিন। স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার "স্ত্রী চরিত্র" গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন ;—"সর্ব্বপ্রথমে নিজের শারীরতত্ত্ব আলোচনা করিবে। ইহার স্বাস্থ্য কিসে? অস্বাস্থ্য কিসে, ক্ষয় কিসে, পুষ্টি কিসে, ইহার মধ্যে কি অদ্ভুত কৌশল নিহিত রহিয়াছে, কত শাস্ত্র কত বিধি অনুসারে এই বিচিত্র দৈহিক জীবনের কার্য্য চলিতেছে এই সমস্ত শিক্ষা করিবে।" এ সকল বিষয়ের আলোচনা এবং শিক্ষা একদিগে যেমন আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, অপর দিগে তেমনি বিশ্বস্রষ্টার অপূর্ব্ব সৃষ্টিকৌশল দেখিয়া ধর্ম্মজ্ঞান লাভেরও অদ্বিতীয় উপায়।

সামান্য সামান্য রোগের চিকিৎসা বিষয়ে গৃহিণীগণের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ছেলে মেয়ের যৎসামান্য অসুখ হইলেই যদি ডাক্তার কবিরাজ ডাকিতে হয়, তবে সংসার করা অনেকের পক্ষে ভারবহ হয়। প্রাচীনা গৃহিণীগণের মধ্যে অনেকেরই গৃহ-চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞান ছিল, তখন শিশুদের সামান্য কফ, কাশী, জ্বর বা অজীর্ণাদি রোগ জন্মিলে, ডাক্তার কবিরাজ ডাকিবার দরকার প্রায়ই হইত না। শুনিয়াছি, আমার স্বর্গগতা শাশুড়ীর গৃহ-চিকিৎসায় বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। তদর্থে প্রয়োজনীয় ঔষধাদি সর্ব্বদাই ঘরে রাখিতেন। নিজ পরিবার ছাড়াও পাড়াপ্রতিবাসীর মধ্যে যে কোন পরিবারে ছেলে মেয়েদের অসুখ হইলে, তিনিই তাহার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা

করিতেন। এমন কি, তাঁহার নাড়ী-জ্ঞান এত অধিক ছিল যে, তিনি বৃদ্ধলোকের গতি করাইতে পারিতেন, অর্থাৎ নাড়ী পরীক্ষা করিয়া, মৃত্যুর সময় পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় তাঁহার "পাচন ও মুষ্টিযোগ" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে প্রাচীন মহিলাগণ, কেবল মুষ্টিযোগের কল্যাণেই, কাহারও সাধারণ রোগে চিকিৎসক ডাকিতেন না। দুঃখের বিষয়, এখন আর সে দিন নাই। এখন আঁতুড়ের শিশুর সর্দ্দি হইলেও, ডাক্তার ডাকিতে হয়! বলিতে কি, এইরূপ চিকিৎসার ব্যয়বাহুল্য বশতঃই দরিদ্র বাঙ্গালীর দারিদ্রদুঃখ আরও বাড়িয়া উঠিতেছে। যে দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রে দেশজ গাছ গাছড়া দ্বারাই অনেক রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা, সে দেশেও সাধারণ রোগের চিকিৎসার জন্য এইরূপ বিপুল ব্যয়ের বিড়ম্বনা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।"

ডাক্তারি অধিকাংশ ঔষধই বিষাক্ত; সুতরাং তাহা সেবন করাইতে গৃহিণীগণের বিশেষ সাবধানতার আবশ্যক। কারণ, ডাক্তারি ঔষধের মাত্রার অল্পাধিক্য হইলে কিম্বা এক ঔষধের পরিবর্ত্তে অন্য কোনও ঔষধ সেবন করাইলে, স্থলবিশেষে রোগীর হঠাৎ মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নহে। অধিক মাত্রায় ঔষধ সেবন করিয়া অথবা মালিসাদি বাহ্যপ্রয়োগের ঔষধ ভুলে সেবন করিয়া হঠাৎ মৃত্যু হওয়ার কথা অনেক সময়েই শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব বিশেষ সতর্কতা এবং সাবধানতার সহিত গৃহিণীগণের স্বয়ং ঔষধ সেবন করান একান্ত কর্ত্তব্য। অশিক্ষিত বা অল্প বয়স্ক লোকের উপরে এ ভার কদাচ দেওয়া উচিত নহে।

চিকিৎসা অপেক্ষা শুশ্রূষার ত্রুটিতেই অনেক রোগীর মৃত্যু হয়। আজ কাল মূর্খ বৈদ্যের প্রভাব অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। "মূর্খ বৈদ্য

যমস্বরূপ", একথা এইক্ষণে অনেক লোকেই বুঝিতে পারিয়াছেন; যে হউক, এস্থলে চিকিৎসকের দোষ গুণের বিচার করা নিস্প্রয়োজন। যাহাতে রোগীর সেবা পরিচর্য্যার এবং যথা নিয়মে ঔষধ পথ্যাদি সেবনের কোনও ত্রুটী না হয়, গৃহিণীগণের তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। কুপথ্য বিষপ্রয়োগের ন্যায় কার্য্য করে, একথা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া রোগীকে আহার ও পথ্যাদি দেওয়া কর্ত্তব্য। কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের কৃত পরিচর্য্যা শিক্ষা এ বিষয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, আশাকরি, তুমি তাহা পাঠ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিবে।

আকস্মিক আপদ বিপদের প্রতিবিধান এবং গৃহ-চিকিৎসার্থে সহজসাধ্য কতকগুলি দ্রব্য এবং ঔষধ পত্রাদি গৃহিণীগণের আয়ত্তাধীনে থাকা আবশ্যক, যেন প্রয়োজন হইলেই, তাহা তাহাদিগের হস্তগত হইতে পারে। প্রাচীনা গৃহিণীরা, সন্তানদিগের চিকিৎসার্থে প্রায় সর্ব্বদাই কতকগুলি ঔষধপত্র, কাপড়ের ঝোলাতে সযত্নে রক্ষা করিতেন; অনেক স্থলে তাহা "ঠাকুরমার ঝুলি" বলিয়া কথিত হইত। প্রয়োজন অনুসারে যখন যে যাহা চাহিত, তাহাই ঐ ঠাকুরমার ঝুলি হইতে বাহির করিয়া দিতে দেখিয়া, আমরা ছেলে বেলায় উহাকে অনন্তের ভাণ্ডার বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু, "তেহেন দিন গতাঃ।" যাহা হউক, এইক্ষণে যে সকল ঔষধ পত্রাদি সর্ব্বদা গৃহে রাখা কর্ত্তব্য; তন্মধ্যে সহজে ব্যবহার যোগ্য কতকগুলির নাম তোমাকে বলিতেছি। আশাকরি, সেগুলি তোমার হস্তগত হইলে, আপনা হইতেই তাহা ব্যবহার বিষয়ে তোমার জ্ঞান জন্মিবে। গৃহ-চিকিৎসা বিশেষতঃ রোগীর সেবা পরিচর্য্যার জন্যও নিম্নলিখিত দ্রব্যের বিশেষ প্রয়োজন হয়।

(১) তাপমানযন্ত্র (থার্ম্মোমেটার) জ্বর অর্থাৎ দেহের তাপ পরীক্ষার্থ কাচ নির্ম্মিত যন্ত্র বিশেষ। (২) রবারের থলিয়া (হট্‌ওয়াটার ব্যাগ)

গরম জল ভরিয়া শরীরে উত্তাপ লাগাইবার বিশেষ উপযোগী থলিয়া বিশেষ। (৩)পিচকারী (এনিমা সিরিন্‌জ) ইহা নানাবিধ বাহ্যি করাইবার, ক্ষত স্থান ধোয়াইবার এবং কাণ কি নাসারন্ধ্রে ঔষধাদি দিবার উপযোগী ছোট বড় এবং ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির। (৪)ঔষধ মাপিবার উপযোগী দাগ কাটা কাচের গ্লাস (মেজার গ্লাস)। (৫) চামচা, ইহাও নানা প্রকারের কার্য্য সাধনের উপযোগী ছোট বড়, (৬) ব্যাণ্ডেজ (ক্ষত ভগ্ন বা কাটা স্থান বাঁধিবার উপযোগী অপ্রশস্ত অথচ দীর্ঘ বস্ত্র খণ্ড)। (৭) সাদা ফ্লানেল কাপড়। (৮) পরিষ্কার নূতন তুলা বা লিণ্ট। (৯) ছোট চিম্‌টা (ফর্‌সেপ্‌) ইত্যাদি দ্রব্য। এভিন্ন (১) সোডা। (২) এসিড। (৩) সিপারমেণ্ট। (৪) স্পিরিট অব্‌ কেম্ফর। (৫) ক্লোরোডাইন। (৬) গিলিসেরিন। ।(৭) কেষ্টার অয়েল। (৮) তার্পিণ তৈল এবং (৯) সাবান ইত্যাদি ঔষধ। আর কবিরাজী অর্থাৎ দেশীয় চিকিৎসা প্রণালী মতে ;—(১) নিপ্‌তি। (২)ঔষধাদি সেবন জন্য পাথরের খল, তদভাবে ঝিনুক। (৩) পিক্‌দান। (৪) ডাবর ইত্যাদি। আর ঔষধের মধ্যে (১) ত্রিফলা (হরিতকী, আমলকী এবং বয়রা)। (২) ত্রিকটু (শুন্টি, পিপ্পলি এবং গোলমরিচ)। (৩) আদা, (৪) যৈন, (৫) মধূ, (৬) কর্পূর, (৭) ফিট্‌কারী, (৮) তুঁতে, (৯) চুণের জল, (১০) গোলাপজল, (১১) টাট্‌কা গব্য ঘৃত এবং (১২) পুরাতন গব্য ঘৃত ইত্যাদি।

আকস্মিক দুর্ঘটনা— সংসারে আপদ বিপদ অবসম্ভাবী। সুতরাং, অকস্মাৎ কোনও দুর্ঘটনা ঘটিলে, তাহাতে অধীর না হইয়া, অবস্থানুসারে তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করাই গৃহিণীর কর্ত্তব্য। (১) হঠাৎ পড়িয়া যাওয়া অথবা অসাবধানতা বশতঃ অস্ত্রাদিতে কাটিয়া যাওয়ায় রক্তস্রাব, (২) হঠাৎ কোন প্রকার আঘাত লাগা বা কোনও উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া হস্তপদাদির কোন স্থান মচ্‌কাইয়া বা ভাঙ্গিয়া যাওয়া,

(৩) উপরোক্ত কোনও কারণে অথবা অন্য প্রকারে হঠাৎ মুচ্ছিত হওয়া, (৪) পোষাকাদিতে আগুন লাগা বা অন্য প্রকারে শরীরের কোনও স্থান পুড়িয়া যাওয়া, (৫) জলমগ্ন হওয়া, (৬) গলার মধ্যে হঠাৎ কোন কিছু আট্কাইয়া পড়া, (৭) নাসিকা বা কাণের মধ্যে কোন কিছু প্রবিষ্ট হওয়া, (৮) কাচ, পিন বা তদ্রূপ কোনও তীক্ষ্ণ পদার্থ উদরস্থ হওয়া, (৯) কুকুর বা শৃগালের দংশন, (১০) সর্প-দংশন, (১১) বোলতা বা বৃশ্চিকাদির দংশন এবং (১২) বিষ-প্রয়োগাদি, যে কোন দুর্ঘটনা পরিবার মধ্যে ঘটিলে, কর্ত্তব্য বিমূঢ় না হইয়া, ধীর ও স্থিরভাবে তাহার প্রতিবিধান করাই সুগৃহিণীর কার্য্য। সুশীলে! কি কি মুষ্টিযোগে বা সাধারণ ঔষধাদি প্রয়োগে, ঐ সকল আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রতীকার হইতে পারে, তাহা সকলেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। প্রয়োগ-প্রণালী জানিলে, সামান্য ঠাণ্ডা জল দ্বারাও অনেক আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রতীকার করা যাইতে পারে। এভিন্ন, সামান্য সামান্য ও সহজলভ্য লতা-পাতা ব্যবহারেও অনেক সময় গুরুতর দুর্ঘটনার প্রতিবিধান করিতে দেখা যায়। অতএব এই সকল দুর্ঘটনার জন্য সকলেরই প্রস্তুত থাকা অবশ্যকর্ত্তব্য।

দশম উপদেশ।

সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্রগঠন।

"মাতাশত্রু পিতাবৈরী যেনবালো নপাঠিতঃ।"—চাণক্য।

"সন্তান উৎপাদন করিয়া তাহার শরীরের রক্ষা ও পুষ্টিসাধন এবং তদ্ভরণ-পোষণার্থ ধনসঞ্চয় করিলেই সন্তানের প্রতি পিতা মাতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সুসম্পন্ন করা হয় না। যাহা জীবন অপেক্ষা মূল্যবান, যাহা থাকিলে মানব-জীবন সার্থক হয়, সন্তানদিগকে সেই অমূল্য জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপদেশ দেওয়া জনক জননীর প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।"—শিক্ষাপ্রণালী।

"'One good *Mother* is worth a hundred school masters. In the home she is *Load-stone* to all hearts and *Load-star* to all eyes.'"—
George Herbert.

সুশীলে। ইতিপূর্ব্বে একদিন তোমাকে বলিয়াছি, সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য প্রধানতঃ দ্বিবিধ; প্রথম—সন্তানপালন অর্থাৎ সন্তানের শারীরিক উন্নতি সাধন, দ্বিতীয়—সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্রগঠন। প্রথমোক্ত বিষয় তোমাকে কথঞ্চিৎ বলা হইয়াছে; কিন্তু সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্রগঠন বিষয়ে কোনও কথা তোমাকে বলিতে পারি নাই। তাই আজ, সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্রগঠন বিষয়ে কয়েকটী কথা বলিবার জন্য তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম। প্রস্তাবিত বিষয় তোমার নিকট নিরস ও বিরক্তিকর হওয়া অসম্ভব নহে; তবে অনেক সময়ে সন্তানের

শুভ কামনায় জননী কঠোর ব্রতাদি পালন করিতেও অসহিষ্ণু হয়েন না; তাই আশা করি, তুমিও সহিষ্ণুতার সহিত আমার কথাগুলি আদ্যন্ত শ্রবণ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

গৃহই মনুষ্যের প্রথম ও প্রধান বিদ্যালয়, এবং জননী সেই বিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষয়িত্রী। এই বিদ্যালয়েই মানব-হৃদয়ে সকল প্রকার দোষ ও গুণের বীজাঙ্কুরিত হয়। তাই, পণ্ডিত জর্জ্জ হার্ব্বারট্ বলিয়াছেন;—"একজন সুশিক্ষিতা মাতা শত শিক্ষকের সমতুল্য।" বস্তুতঃ, বিদ্যালয়ের শত শিক্ষক যে শিক্ষা দানে অসমর্থ একমাত্র মাতা তাহা সহজে দিতে পারেন। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি করিলেও দেখা যায়, জগৎবিখ্যাত ক্রমওয়েল, ওয়েলিংলন, ওয়াসিংটন এবং নেপোলিয়ান বোণাপার্টি প্রভৃতি মহাত্মাগণের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও মহত্ত্বের বীজ স্ব স্ব স্নেহময়ী জননী কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের অন্তরে রোপিত হইয়াছিল।

স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁহার "স্ত্রীচরিত্র" পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন;—"মার তুল্য কোন পদার্থ সংসারে সৃষ্ট হয় নাই। যে জাতি মধ্যে উপযুক্তরূপে মাতৃধর্ম্ম পালিত হয়, সে জাতি ধীর, বীর, জ্ঞানী, সচ্চরিত্র। মার দোষে সন্তান নষ্ট হয়, পারিবারিক জীবন হীন হইলে, জনসমাজের অধঃপতন হয়, এবং জনসমাজ দূষিত হইয়া গেলে, কোন জাতি উচ্চ পদবী লাভ করিতে পারে না। অতএব সর্ব্বমঙ্গলময় পরমেশ্বর যাঁহাদিগকে মাতৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাদের হস্তে অনেক দায়। যেমন মাতৃগর্ভে সন্তান রক্ষিত হয়, মাতৃদুগ্ধে সন্তান পালিত হয়, তেমনি মাতৃদৃষ্টান্তে তাহার চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। * * * যত প্রকার শিক্ষক নিযুক্ত কর না কেন, সর্ব্বাপেক্ষা মাতাই প্রধান শিক্ষক।"

আমি কোন ইংরেজী পুস্তকে পড়িয়াছি, কোন এক রমণী সন্তানের চারি বৎসর বয়সের সময়ে, এক ধর্ম্মযাজকের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন ;—"গুরো ! কখন্ হইতে আমি আমার শিশুসন্তানকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিব, আমায় বলিয়া দিন্।" তদুত্তরে পুরোহিত বলিয়াছিলেন ; "ভদ্রে ! এতদিনেও যদি আপনি আপনার সন্তানকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ না করিয়া থাকেন, তবে আপনি তাহার জীবনের অতি মূল্যবান চারি বৎসর সময় বৃথা নষ্ট করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনার অনুতাপ করা উচিত। শিশু যখন শয্যায় থাকিয়া জননীর মুখের পানে চাহিয়া হাসিতে আরম্ভ করে, তখনই সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রদান করা জননীর কর্ত্তব্য ; কারণ, তখন হইতেই শিক্ষার সময় উপস্থিত হয়।"

শিক্ষা-প্রণালী প্রধানতঃ দ্বিবিধ। প্রথম—দৃষ্টান্ত দ্বারা ; দ্বিতীয়—উপদেশ দ্বারা। এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত শিক্ষাই অধিকতর কার্য্যকরী এবং জীবনগত। আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়াই এই প্রণালীতে মায়ের নিকট নানা বিষয় শিক্ষা করিতে থাকি। অনুকরণ করা শিশুগণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সুতরাং শিশুরা পরিবার মধ্যে যাহা কিছু দেখে, তাহাই করিতে চেষ্টা করে এবং যাহা শুনে তাহাই বলিতে চায়। শিশুদিগের মন চারাগাছের ন্যায় কোমল থাকে, সুতরাং তাহা যে ভাবে ইচ্ছা নত করিতে পারা যায়। তখন যে ভাব মনে একবার ধারণা হয়, আজীবন তাহার পরিবর্ত্তন হয় না।

শিশুরা পরিবারস্থ পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের প্রত্যেকেরই অনুকরণ করে সত্য ; কিন্তু মাতা তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা ; মায়ের সহিত অপর কাহারও তুলনা হয় না। কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন ;—"শিশুর চরিত্রগঠন এবং ভাবী উন্নতিসাধন একমাত্র জননীর দোষ ও গুণের উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে জনক অপেক্ষা জননীর প্রাধান্য অধিক স্বীকার করিতে হয়।" তিনি

আরও বলেন,—"কোন কলের অধ্যক্ষ, কারখানার কার্য্যজন্য বালক বালিকা নিযুক্ত করিবার সময়, যাহাদিগের জননীর চরিত্র ভাল জানিতে পারিতেন, তাহাদিগকেই নিঃসন্দেহ চিত্তে গ্রহণ করিতেন।"

পৃথিবীর যত বড় লোকের জীবনচরিত পাঠ করিয়াছি, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ মহাত্মাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ;—"আমার যে কিছু বিদ্যা, বুদ্ধি ও উন্নতি তাহার মূল আমার জননী।" তন্মধ্যে মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টি সর্ব্বদাই বলিতেন ;—"সন্তানের ভাবী সুখ-দুঃখ অথবা উন্নতি অবনতি, এ সমস্তই মায়ের দোষ গুণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। মাতৃপ্রদত্ত শিক্ষাই আমার যে কিছু জ্ঞান এবং উন্নতির মূল।"

আমেরিকার কোন রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন ,—"শৈশব-কালে জননী আমার হাতে ধরিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসাইয়া বলিতেন, আমাদের পিতা স্বর্গে আছেন।" যদি শৈশব কালের এই কথা কয়েকটী সর্ব্বদা আমার স্মরণ না হইত, তবে আমি নিশ্চয়ই নাস্তিক হইতাম।" বিবেচনা করিয়া দেখিলে, জগতে ঈদৃশ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমরা আমাদের জীবনে মাতৃ-প্রদত্ত শিক্ষার যে ফলভোগ করিয়া আসিতেছি, তাহা দ্বারাই মায়ের দোষ ও গুণ যে অনায়াসে অথচ দৃঢ়রূপে আমাদের জীবনে কার্য্য করে, তাহা বুঝিতে পারি।

মায়ের কথা ভুল বা অযথার্থ, শিশুর মনে এই বিশ্বাস জন্মান বড়ই কঠিন। শিশুকালে মা যে ভূতের ভয় দেখাইয়াছেন, শত শিক্ষা বা উপদেশেও সে সংস্কারের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে পারিলাম না। এইরূপ সকল বিষয়েই জানিবে।

১। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক কার্য্যকরী— উপদেশ অপেক্ষা পিতা মাতার ব্যবহার শিশুর চরিত্র গঠনে অধিক

কার্য্যকরী হয়। এমন কি, তাহারা উপদেশ ছাড়িয়া কার্য্যেরই অনুকরণ ও অনুসরণ করে। অতএব শিশুগণের সম্মুখে কখনও কোন রূপ কুকার্য্য বা কুবাক্য প্রয়োগ করিও না; তাহাদিগের সম্মুখে মিথ্যা ব্যবহার করিলে, অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করিলে কিম্বা প্রতারণা করিলে, শিশুর কোমল হৃদয়ে তাহা এরূপ দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয় যে, শত সহস্র উপদেশ বা অধ্যয়নের দ্বারাও সে দোষ দূর হইবার সম্ভাবনা নাই।

অনেকে শিশুকে অবোধ জ্ঞানে, তাহার সম্মুখে কুব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহা তাহাদিগের মূর্খতা বই আর কিছুই নহে; কারণ, শিশুর নির্ম্মল স্বচ্ছ হৃদয়-দর্পণে আমাদের প্রত্যেক কার্য্যই প্রতিফলিত এবং আলোকচিত্রের ন্যায় অঙ্কিত হয়।

"স্ত্রীচরিত্র" গ্রন্থের একস্থলে লিখিত আছে;—"পিতা মাতার পক্ষে ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, শিশুগণ স্বভাবতঃ অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী এবং অনুকরণপ্রিয় জীব, পিতামাতার দোষগুণ তাহারা সহজেই দেখিতে পায়, বুঝিতে পারে ও অনুকরণ আরম্ভ করে। যদি তোমার সন্তান ক্রোধপরবশ, অভিমান, অলস কি দাম্ভিক হইবে, ইহা ইচ্ছা না কর, তবে তাহার সম্মুখে কখন ক্রোধ, অভিমান, দম্ভ কিম্বা অন্য কোনবিধ কুভাব প্রকাশ করিও না!"

২। **জিজ্ঞাসা**—শিশুগণের নানা বিষয়ের তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। এজন্য, তাহারা কোন কিছু দেখিলে বা শুনিলে, তদ্বিষয়ে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে থাকে; জননীর তাহাতে বিরক্ত বা রাগান্বিত না হইয়া, শান্তভাবে সদুত্তর প্রদান করা কর্ত্তব্য। যথোচিত উত্তর পাইলে শিশুর জানিবার ইচ্ছা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়; পক্ষান্তরে, শিশুর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে বিরক্তি প্রকাশ করিলে অথবা কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করিলে, তাহার জানিবার ইচ্ছা ক্রমশঃ

কমিয়া যায়; সুতরাং শিক্ষার প্রকৃত দ্বার রুদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব শিশুরা যখন যে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করে, তাহা তাহাকে যথাসম্ভব বুঝাইয়া দিতে কখনও কুণ্ঠিত বা বিরক্ত হইও না। বরং যাহাতে তাহাদিগের নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহা করিবে।

কিপলিং নামক কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন;—"কি (what) কেন (why), কখন (when), কিপ্রকারে (how), কোথায় (where) এবং কে (who) এই ছয়টী সাধু সঙ্গীই আকার যে কিছু জ্ঞান বা শিক্ষার মূল।" (১)। বস্তুত, জানিবার ইচ্ছাই জ্ঞান লাভের মূলীভূত এবং সেই ইচ্ছা হইতেই জিজ্ঞাসার উৎপত্তি। অতএব যাহাতে সন্তানগণের সেই প্রবৃত্তির ক্রমশঃ বিকাশ হইতে থাকে, প্রত্যেক পিতা মাতার তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক।

৩। **শিশু-বিদ্যালয়**—লেখা পড়া শিক্ষার জন্য শিশুকে অধিক তাড়না করা অথবা অন্যূন পাঁচ সৎসরের পূর্ব্বে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা উচিত নহে। একাল পর্য্যন্ত জননীই সন্তানগণকে গৃহে যথাসম্ভব শিক্ষা দিবেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যদেশের ন্যায় আমাদের দেশে শিশু-বিদ্যালয় থাকিলে, শিশুগণকে শিক্ষার্থে তথায় পাঠান যাইতে পারিত; কিন্তু আমাদের দেশে যখন তদ্রূপ বিদ্যালয় ও শিক্ষয়িত্রীর অভাব এখনও পূরণ হয় নাই, তখন শিশুগনের শিক্ষার্থে আমাদের স্ব স্ব গৃহই উত্তম স্থান। পাঠশালার অপকৃষ্ট শিক্ষা-পদ্ধতি এবং কঠোর

---

(১) "I keep six honest serving men,
They taught me all I knew;
Their names are what and why and when.
And how and where and who."

—*Kipling.*

শাসন-নীতি 'লেখা পড়ারপ্রতি এরূপ বিরক্তি জন্মাইয়া দেয় যে, আজীবন সে ভাব হৃদয়ে বলবৎ থাকিয়া লেখা পড়ায় সুখানুভব করিতে দেয় না। জননী গল্পচ্ছলে যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেন, তাহা যেমন হৃদয়-গ্রাহী ও কার্য্যকরী হয়, শত অধ্যয়নেও তদ্রূপ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। তাই পণ্ডিতেরা বলেন; অন্ততঃ পাঁচ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত শিশুদিগের সম্পূর্ণ ভার মাতৃহস্তেই থাকা উচিত; কারণ, এই কাল মধ্যেই মনুষ্যের ভাবী জীবন এবং চরিত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

৪। সাম্যনীতি—একাধিক সন্তান জন্মিলে সকলকেই সমান স্নেহ ও সমান যত্নে প্রতিপালন করা জননীর কর্ত্তব্য। সন্তানগণের মধ্যে মাতৃ-স্নেহের ইতর বিশেষ হইলে, শিশু-হৃদয়ে হিংসা, দ্বেষ ও পক্ষপাতীত্ব দোষ জন্মে, এবং ভ্রাতা, ভগিনী পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার হ্রাস হয়। সুন্দর, কুৎসিত, ছেলে, মেয়ে, জ্ঞানী ও মূর্খ নির্ব্বিশেষে সকল সন্তানকেই সমান স্নেহে প্রতিপালন করিবে। এরূপ করিলে, ভ্রাতা ভগিনীগণের মধ্যে প্রণয়ের অভাব হইবে না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই মেয়ে অপেক্ষা ছেলের প্রতি জননীকে অধিকতর স্নেহ প্রকাশ করিতে দেখা যায়; মায়ের পক্ষে এইরূপ বিভিন্ন ভাব অতীব গর্হিত, এবং ইহা ছেলে মেয়ে উভয়ের পক্ষেই অনিষ্টের কারণ।

৫। ভয় প্রদর্শন—শিশুরা কাঁদিলে, কথায় অবাধ্য হইলে, অথবা যথাসময়ে না ঘুমাইলে, তাহাদিগকে যে ভূত পিশাচ বা বাঘ, ভল্লুকের ভয় দেখান হয়, শিশুর পক্ষে ইহা অপেক্ষা মহানিষ্টকারী কুপ্রথা আর দ্বিতীয় নাই। ইহাতে অতি শৈশব কাল হইতেই মন সঙ্কুচিত, ভীত ও নিরুদ্যম হয়, এবং মনোবৃত্তি সমূহ স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও বিকশিত হইতে পারে না। অন্ধকারময় স্থানে গমন করিলে কিম্বা সহসা উচ্চরব শ্রবণ করিলে, ভয়ে তাহাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই কারণেই রাত্রে

অনেক শিশুর সুনিদ্রা হয় না। রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, উক্তরূপ কুপ্রথাই বাঙ্গালির ভীরুতার মূল।

রোরুদ্যমান শিশুকে সহসা উক্তরূপে ভয় প্রদর্শন করিলে, তাহার কি যে বিষম কষ্টকর অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহা কথায় বলিয়া প্রকাশ করা অসাধ্য। শিশু তখন ভয়ে জড়সড় হইয়া সহসা ক্রন্দনে বিরত হয় সত্য; কিন্তু ক্রন্দনের বেগ সম্বরণে অসমর্থ হওয়াতে, তাহার বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হয়। সে তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অথবা মাতৃঅঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া, সেই মূর্খা জননীর কোলেই লুকাইতে চেষ্টা পায়।

৬। **মিথ্যা আশ্বাস**—শিশুকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে অধিকাংশ জননীই মিথ্যা আশ্বাস দিয়া থাকেন। "বাবা! চুপ কর, তোমায় সন্দেশ দেব, মেঠাই দেব, আকাশের চাঁদ ধরে দেব," এইরূপ সম্ভব অসম্ভব অনেক মিথ্যা প্রলোভন দ্বারা জননী শিশুদিগকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করেন।

মায়ের কথায় ভুল নাই, মায়ের ক্ষমতা অসীম, তিনি ইচ্ছা করিলে, চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, পাতাল যাহা কিছু সকলই আনিয়া দিতে পারেন, প্রথম প্রথম শিশুর সরল হৃদয়ে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকে। কিন্তু, দুই চারি দিন এইরূপে প্রতারিত হইলে পর, শিশু অবিশ্বাস করিতে, মিথ্যা কথা বলিতে, বঞ্চনা করিতে এবং অন্যকে নিরাশ করিতে অভ্যস্থ হয়। শিশুগণের ক্রীড়াস্থলে গমন করিলে, দেখিতে পাইবে, মায়ের সেই মিথ্যা প্রলোভন ও বঞ্চনাদির কিরূপ অভিনয় হইতেছে।

শিশুকে যাহা দেওয়া উচিত নহে অথবা যাহা দিবে না বলিয়া একবার বলা হইয়াছে, শিশু শত ক্রন্দন করিলেও তাহাকে সে দ্রব্য কদাচ দিবে না।

৭। শিক্ষা-প্রণালী—কি প্রণালীতে সন্তানগণকে লেখাপড়া শিক্ষা দিতে হয়, কিরূপে তাহার মনের গতি ও প্রবৃত্তি বুঝিয়া ব্যবসা বাণিজ্যাদি বিষয়-কর্ম্মে নিয়োগ করিতে হয়, এসকল বিষয়েও জননীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বঙ্গভাষায় "শিক্ষা-প্রণালী" এ বিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। আশা করি, তুমি অবসর মতে উক্ত পুস্তকখানি পড়িয়া দেখিবে। আমি এস্থলে শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কয়েকটী মাত্র কথা বলিতেছি।

১ম। শিশুদিগকে সর্ব্বাগ্রে মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত। বর্ত্তমান সময়ে পদোন্নতির জন্য এবং বিজ্ঞান ও শিল্পাদি বিষয়ক জ্ঞান লাভার্থে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা একান্ত আবশ্যক হইলেও, প্রত্যেকের পক্ষে প্রথমে মাতৃ ভাষাই শিক্ষণীয়। শিশুর পক্ষে মাতৃভাষা শিক্ষা করা সহজ ও সুখকর। অধিকন্তু, মাতৃভাষায় কথঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মিলে, ভিন্নদেশীয় ভাষা শিক্ষা করাও অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সুবিধাজনক হয়।

২য়। পণ্ডিতেরা মনুষ্যের মানসিক বৃত্তি সমূহকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) বুদ্ধিবৃত্তি এবং (২) নীতি বা ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি। শিশুকাল হইতে উক্ত উভয়বিধ বৃত্তির সমুচিত চালনা দ্বারা যাহাতে তাহাদের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, প্রত্যেক জননীরই তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

পরমেশ্বর মনুষ্য মাত্রকেই কতকগুলি বৃত্তি দিয়াছেন, যথোচিত পরিচালনা দ্বারা সে গুলির উৎকর্ষ সাধিত হয় সত্য; কিন্তু প্রত্যেকের সকলগুলি বৃত্তিই সমান তেজস্বিনী হয় না। কেহ চিত্র অঙ্কনে, কেহ গণিত শাস্ত্র অধ্যয়নে, কেহ তর্কশাস্ত্র সমালোচনে, আবার কেহ কেহ বা কেবল সাহিত্যানুশীলনে অধিক প্রয়াসী হয়। বাল্যকাল হইতেই পিতামাতার এ সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া সন্তানগণকে তদুপযোগী শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

৩য়। শিশুদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে, তাহারা সদা সর্ব্বদা যে সকল পদার্থ দেখিতে পায়, তাহার নাম, আকৃতি, বর্ণ এবং গুণাদির বিষয় শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। মনে কর, কোন শিশুর হাতে এক খণ্ড কাচ দেখিয়া তুমি তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, সে নাম বলিতে পারে ভালই, নচেৎ তুমি নামটী বলিয়া, তৎপরে তাহা যে স্বচ্ছ, মসৃণ, ভঙ্গপ্রবণ এবং কোন বর্ণসংযুক্ত না হইলে স্বাভাবিক সাদা এবং নির্ম্মল ইত্যাদি গুণগুলি একে একে তাহাকে বুঝাইয়া দিবে। কেবল মুখে মুখে গুণগুলির নাম বলিয়া দিলেও চলিবে না; তাহা চক্ষের উপর ধরিয়া স্বচ্ছতা, হাত বুলাইয়া মসৃণতা এবং ভাঙ্গিয়া ভঙ্গপ্রবণতা প্রভৃতি বুঝাইয়া দিতে হইবে। এভিন্ন, এবিষয়ে শিশুর আগ্রহের অভাব না হইলে, পিতল ও কাঁসাদি ধাতব পদার্থের সহিত কাচের গুণাদির বিভিন্নতা বুঝাইতেও চেষ্টা করিবে। তৎপরে ঐ দ্রব্য কি কি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা যথাসম্ভব বলিয়া দিবে।

৪র্থ। শিক্ষা-প্রণালী অনেক প্রকার; তন্মধ্যে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার প্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা যেমন সহজ-বোধ্য তেমন আমোদজনকও বটে। একাধিক শিশুকে এক সঙ্গে এই প্রণালীতে শিক্ষাদিতে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী কাহাকেও বিশেষ কোন কষ্ট পাইতে হয় না।

মনে কর, তুমি একটী শিমুল ফুল লইয়া শ্যামকে জিজ্ঞাসা করিলে, "শ্যাম! বল দেখি, এটি কি ফুল? শ্যাম বলিল, "শিমুল ফুল।"

প্রশ্ন। ইহার বর্ণ কি? উত্তর। লাল

প্রঃ। লোকে এমন সুন্দর লাল ফুলের আদর করে না কেন?

উঃ। জানি না।

প্রঃ। সুবোধ! তুমি বলিতে পার?

উঃ। ইহার রূপ আছে, কিন্তু গুণ অর্থাৎ গন্ধ নাই।

প্রঃ। পরে শ্যামের হাতে ঐ শিমুল ফুল এবং সেই সঙ্গে একটী যুঁই ফুল দিয়া, "শ্যাম! এই ফুল দুইটীর গন্ধ লইয়া, বল দেখি, কোন্‌টী কেমন?

উঃ। তাইত, এই ক্ষুদ্র সাদা ফুলটীর কেমন সুগন্ধ, আর এত বড় লাল ফুলটার গন্ধ নাই।

প্রঃ। শ্যাম! তুমি এইরূপ আর একটী ফুলের নাম করিতে পার কি?

উঃ। পলাশ ফুলেরও বুঝি ভাল গন্ধ নাই। হাঁ, ঠিক বলেছ।

এইরূপে ফুলের পরস্পর তুলনা করিয়া, পরে ক্রমে নানা জাতীয় ফুলের নাম, গুণ এবং বর্ণাদি বিষয় শিক্ষা দিবে। গুণ না থাকিলে যে কেবল রূপের আদর হয় না, তাহাও এই প্রসঙ্গে যথাসম্ভব বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে। দৃষ্টান্ত স্থলে কেবল ফুলের কথা বলিলাম। এইরূপে ফল, মূল, লতা, পাতা, পশু, পক্ষী এবং মৎস্যাদি নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যখনই যে কোন বিষয়ে উপদেশ দিবে, তখনই তাহার দুই চারিটী সম্মুখে থাকা আবশ্যক। "হস্তী বড় বলবান, কাহাকেও ভয় করে না।" সুধু এই কথা বলায় বিশেষ কোনও জ্ঞানোদয় হয় না। শিশুকে হস্তীর সম্মুখে নিয়া, তাহার আকৃতি, গতি এবং বলের পরীক্ষা করিয়া দেখান আবশ্যক।

৫ম। শিশুদিগকে প্রথমে বর্ণ-পরিচয় শিক্ষা দেওয়া উচিত। এ দেশে বর্ণপরিচয় হইবার পূর্ব্বেই লিখিতে শিক্ষা দিবার যে প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা শিশুদিগের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। প্রথমে বর্ণপরিচয় না হইলে, তাহা আঁকিতে চেষ্টা করা, বৃথা সময় ব্যয় মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, না বুঝিয়া অন্যের অঙ্কিত অক্ষরের উপর হাত বুলান

অতীব বিরক্তিকর। তৃতীয়তঃ, এই চির-প্রচলিত প্রথানুসারে অক্ষর লিখিতে এবং বর্ণপরিচয় হইতে অধিক সময় দরকার হয়। অতএব, শিশুদিগকে অগ্রে বর্ণপরিচয় করাইয়া পরে লিখিতে শিক্ষা দিবে।

৬ষ্ঠ। ক খ ইত্যাদি বর্ণমালা লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, শিশুদিগকে সরল রেখা, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণাদি আকৃতি এবং বৃত্তক্ষেত্র ইত্যাদি আঁকিতে শিক্ষা দিলে, তৎপরে শিশুরা ক খ সহজেই লিখিতে পারে।

৭ম। কড়ি, তেঁতুল-বীচি, পয়সা বা ঐরূপ যে কোন কিছু লইয়া সংখ্যাগণনা এবং যোগ ও বিয়োগাদি শিক্ষা দেওয়া ভাল। প্রথম অবস্থায় অঙ্ক লিখিয়া বা শুধু মুখে মুখে গণিতে শিক্ষা দিলে, শিশুরা গণনার উদ্দেশ্য কিছুমাত্র বুঝিতে পারে না, কেবল পাখীর মতন কণ্ঠস্থ করে মাত্র। কড়ি ইত্যাদি লইয়া অঙ্ক শিক্ষা দেওয়া শিশুদিগেরপক্ষে আমোদজনক এবং সহজসাধ্য হয়।

৮ম। সুশীলে! বায়ু সেবনার্থ শিশুর বাহিরে ভ্রমণের আবশ্যকতা বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে একদিন তোমাকে বলিয়াছি। এইরূপ ভ্রমণ যেমন স্বাস্থ্যকর তেমনি শিক্ষারও বিশেষ উপযোগী। কারণ, শিশুরা চারিদিকে যে সকল দেখিতে পায়, তাহারই বিষয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করে। অতএব, যিনি সঙ্গে যান, তাঁহার ঐসকল বিষয় পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। শুনিয়া থাকিবে, বিখ্যাত পণ্ডিত জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিলের পিতা এই প্রণালীতে শিশুকালে মিলকে অনেক জ্ঞাতব্যবিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন।

৯ম। বর্ত্তমান সময়ে কিণ্ডারগার্ডেন নামক যে অভিনব শিক্ষা-প্রণালী সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে, প্রত্যেক গৃহিণীর পক্ষেই তাহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। উক্ত শিক্ষা-প্রণালীর মূলতত্ত্ব এই যে, বালক বালিকা-গণের প্রকৃতি মধ্যে যে সকল স্বাভাবিক ভাব ও গুণ নিহিত রহিয়াছে,

তদনুযায়ী শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া, সেই সেই গুণের উৎকর্ষ সাধন করা। মনে কর, কোন শিশু স্বাভাবিক কৌশলপ্রিয়, কেহ বা ভাবপ্রধান, কেহ বা তীক্ষ্ণদর্শী এবং কাহারও বা মেধাশক্তি প্রবলা, এই সকল বিবেচনা করিয়া, যাহার যে গুণ বা শক্তি প্রবল তাহাকে তদনুসারে শিক্ষা দিতে হইবে। মাতা যেরূপ সন্তানের প্রকৃতি এবং স্বাভাবিক গুণাদি বুঝিতে পারেন, অন্যের পক্ষে তদ্রূপ সম্ভবপর নহে; সুতরাং এই প্রণালীর শিশুশিক্ষা সর্ব্বপ্রথমে পরিবার মধ্যে মাতাদ্বারাই প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। বিশেষতঃ কোনও পদার্থ অবলম্বনে এবং গল্পচ্ছলে শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়াই এই শিক্ষা-প্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য। এভিন্ন, খেলার মধ্যদিয়া শিশুকে শিক্ষা দেওয়াও কিণ্ডারগার্ডেন শিক্ষা প্রণালী মতে প্রশস্ত উপায়।

৮। পাঠাগার—সুশীলে! সন্তানগণের লেখা পড়া করিবার জন্য অবস্থানুসারে প্রত্যেক পরিবারেই পৃথক ঘর বা একটা প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। তাহাতে পাঠার্থীগণের বসিবার টুল, টেবিল এবং পুস্তকাদি রাখিবার উপযুক্ত আধার রাখিতে হইবে। বিছানায় বসিয়া বিশেষতঃ শুইয়া শুইয়া পড়ার অভ্যাস দোষাবহ; সুতরাং পড়ার ঘরে চৌকী কিম্বা কোন প্রকার বিছানা না রাখাই সঙ্গত। সময় নির্দ্ধারণার্থে, যৎসামান্য মূল্যের হইলেও, একটি ঘটিকাযন্ত্র তথায় রাখা কর্ত্তব্য। এভিন্ন, অবস্থানুসারে খ্যাতনামা আদর্শচরিত্র মহাপুরুষগণের ছবি, দেশের মানচিত্র এবং পশু, পক্ষী ও বৃক্ষলতাদির ছবি পড়ার ঘরের দেওয়ালের চারিদিগে লট্‌কাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে। আজ কাল নানাপ্রকারে সুসজ্জিত ও বড় বড় অক্ষরে লিখিত বিবিধ উপদেশপূর্ণ বাক্য (মটো হেডিং) পাওয়া যায়, ঐ গুলিও পড়ার ঘরে চক্ষের সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখিলে, শিক্ষা এবং চরিত্রগঠন বিষয়ে বিশেষ উপকার

দর্শে। কারণ, বালক বালিকারা যাহা কিছু দেখে, তাহারই বিষয় চিন্তা এবং অনুসন্ধান করে। এ সম্বন্ধে তোমাকে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, আমাদিগের পারিবারিক পূজার ঘর বা ঠাকুর ঘরের ন্যায় পড়ার ঘরেরও একটা বিশেষত্ব রক্ষা করা কর্ত্তব্য। পড়ার ঘরে লেখা পড়ার চর্চ্চা ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার আমোদ প্রমোদ বা আহারাদি করিতে দিবে না। সরস্বতীর ভাণ্ডার জ্ঞানে এই গৃহের পবিত্রতা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে এবং গ্রন্থাদির প্রতি শ্রদ্ধা করিতে সন্তানগণকে শিক্ষা দিবে. আজকালও গ্রাম্য পাঠশালায়, বিশেষতঃ সংস্কৃত টোলে ছাত্রগণ লেখাপড়ার উপাদান দোয়াত, কলম এবং পুস্তকাদি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত রক্ষা করে এবং কোনও কারণে তাহা পদস্পর্শ হইলে, অথবা অনাদৃত হইলে, তাহার নিকট মস্তক অবনত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু এইক্ষণে এই প্রাচীন রীতি কুসংস্কার বোধে পরিত্যক্ত হইয়া থাকিলেও, গ্রন্থাদির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব পোষণ করা কর্ত্তব্য।

৯। **উদ্যানে শিক্ষা**—সুশীলে! ছোট বড় প্রত্যেক গৃহস্থেরই অবস্থানুসারে ফল পুষ্পাদির অন্ততঃ একটি বাগান রাখা উচিত। ইহা একদিগে যেমন স্বাস্থ্যরক্ষার সহায় ও মনের আনন্দদায়ক; অপর-দিগে তেমনি কৃষি এবং উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান লাভের জীবন্ত উপায়। সন্তানদিগকে কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বৃক্ষ লতাদি রোপণ এবং তাহা রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলে, তাহারা আপনা হইতেই ঐ সকল বিষয়ের শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে।

আবার দেখ, তুমি যদি অবসর সময়ে বাগানে যাইয়া সন্তানগণকে বৃক্ষ লতাদির উৎপত্তি এবং বৃদ্ধির কারণ বুঝাইয়া দিতে পার, কি প্রণালীতে কি খাইয়া বৃক্ষ লতাদি পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতেছে, তাহা বুঝাইয়া বলিতে পার, অধিকন্তু, ইহার মধ্যে যে বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত জ্ঞান-কৌশল

ও অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি-নৈপুণ্য রহিয়াছে, এবং ফলে, ফুলে ও পত্রাদিতে তাঁহারই সৌন্দর্য্যের বিকাশ, তাহা সদৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতে পার; তবে নিশ্চয় জানিবে, কস্মিন কালেও বালক বালিকাদিগের কোমল হৃদয়ে ভগবানের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিবে না।

আর একদিগ দিয়া দেখা যায়, কোনও বালক কি বালিকার স্বরোপিত বৃক্ষ কি লতা ফল-পুষ্পে সুশোভিত হইলে, যদি তুমি তাহা দশ জনকে দেখাইয়া তাহার প্রশংসা করিতে পার, তবে দেখিবে, তাহার উৎসাহ উদ্যম এবং কার্য্যতৎপরতা গুণ কত বেশি বাড়ে। এভিন্ন, বাগানে কর্ম্ম করিলে, সৌন্দর্য্য-রুচি, শৃঙ্খলা-জ্ঞান, এবং শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তির বিকাশ হয়। বাগানে আতা ফল ভূপতিত হইতে দেখিয়াই মহাত্মা নিউটন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

কলিকাতার অনতিদূরে বালীগ্রামে গঙ্গানদীর তীরে স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের একটি বাগান বাড়ী ছিল। শেষজীবনে তিনি অধিকাংশ সময়ই তথায় বাস করিতেন। তাঁহার সেই বাগানের ভূমি পরিমাণ দুই বিঘার অধিক হইবে না; অথচ তাহার মধ্যেই তিনি আলীপুরের চিড়িয়াখানা, শিবপুরের বৃক্ষবাটীকা এবং কলিকাতার মিউজিয়ম্ এই তিনের সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সেই আদর্শ উদ্যানের নাম রাখিয়াছিলেন, "চারুপাঠ চতুর্থভাগ"। শুনিয়াছি, আমরা তাঁহার চারুপাঠ প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়ভাগ পাঠ করিয়া, যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, অনেকে তাঁহার সেই চারুপাঠ চতুর্থভাগ পাঠ করিয়া, নাকি, ততোধিক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

১০। সন্তানের চরিত্রগঠন— সুশীলে! শৈশবকালে সন্তানের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা না হইলে, জননী স্বয়ং শিশুর চরিত্র সুগঠিত না করিলে, তৎপরে বিদ্যালয়ে অথবা অন্য কোথাও সে অভাব পূরণ

হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই রুসো নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পিতামাতাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ;—"যে কোন সহৃদয় ব্যক্তি যথাকালে এই সকল কর্ত্তব্য কার্য্য অবহেলা করিবেন, তিনি তাঁহার এই কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলাজনিত ভুলের জন্য পরে অশ্রুপাত করিয়াও কখন সান্ত্বনা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না।" (১)। বস্তুতঃ, শিশুকালে সন্তানের চরিত্রগঠন না করিলে, আজীবন সে ভুল আর সংশোধনের উপায় থাকে না। তাই, আমি সন্তানের জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি শিক্ষা বিষয় আর অধিক কিছু না বলিয়া, সন্তানের চরিত্রগঠনে আমাদিগের দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়াই এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

শিক্ষাপ্রণালী গ্রন্থে লিখিত আছে ;—"শিল্পাদি শিক্ষার কালাকাল বিচার নাই বটে, কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার পক্ষে সেরূপ নয়। কারণ, শৈশবকালে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা না হইলে, শেষে সে শিক্ষা নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠে"।

সন্তানের চরিত্রগঠনে প্রয়াসী মাতাপিতার স্ব স্ব চরিত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। তাই কথায় বলে : "মানুষ প্রস্তুত করিতে হইলে অগ্রে নিজে মানুষ হইতে হইবে।" কারণ, শিশুরা উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তেরই অধিকতর অনুসরণ করে। এককথায় বলিতে গেলে, মাতা পিতার নৈতিক চরিত্রই সন্তানগণ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এরূপ কথিত আছে যে, কোন মাতা একজন জর্ম্মাণ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি কত বয়সে তাঁহার সন্তানের চরিত্রগঠন অর্থাৎ নৈতিক শিক্ষা আরম্ভ করিবেন। তদুত্তরে সেই অভিজ্ঞ পণ্ডিত বলেন,— "সন্তানের পিতামহী এবং মাতামহী হইতে।" বস্তুতঃ, নৈতিকশিক্ষা এবং

(১) "Whoever has a heart and neglect these secret duties will long shed bitter tears over his mistake and will never find consolation for it"—*Rousseau.*

চরিত্রগঠন বংশগত এবং তজ্জন্যই এতদ্দেশে বংশগত গুণ-গৌরব রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

১১। বাধ্যতা ও স্বাধীনতা— সন্তানের চরিত্র সুগঠিত করিতে হইলে, ভালবাসার শাসন দ্বারা তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে হইবে। সন্তান মাতাপিতার বাধ্য না হইলে, তাহাদিগের চরিত্র গঠন করা অসম্ভব বলিলেও অন্যায় হইবে না। অথচ সেই বাধ্যতা ভয়জনিত অথবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিরোধী না হওয়া উচিত। শিশুর আবার স্বাধীন ইচ্ছা কি? ইহা যাহাদিগের জিজ্ঞাস্য, তাহারা মানব চরিত্র বিষয়ে অনভিজ্ঞ। তবে, বাধ্যতা এবং স্বাধীনতা পরস্পর বিরুদ্ধ না হইলেও, এতদুভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, সন্তানের চরিত্রগঠন করিতে মাতাপিতার বিশেষ অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার প্রয়োজন। পণ্ডিত লক তাঁহার শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থের একস্থলে লিখিয়াছেন; "বাল্যকাল হইতে বাধ্যতা শিক্ষা দিলে, স্বাধীনতার সঙ্গে বাধ্যতার সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে।" আর পণ্ডিত স্মাইলস্ বলেন,—"সন্তানের ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে বাধা দেওয়া অপেক্ষা সেই ইচ্ছা যাহাতে যথোপযুক্ত ভাবে পরিচালিত হয়, বিনা বলপ্রয়োগে তদ্রূপ শিক্ষা বিধান করা আবশ্যক"। (১)। বস্তুতঃ, ইহাই স্বাধীনতা এবং বাধ্যতার সামঞ্জস্য রক্ষার উপায়। স্বভাবচঞ্চল শিশুদিগকে বিনা কাজে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে আদেশ করা, অথবা তাহাদিগের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বা ক্ষমতার অতিরিক্ত কোনও আদেশ প্রতি-পালনে বাধ্য করিতে চেষ্টা করা, প্রভুত্বের অপব্যবহার মাত্র। ইহাতে বাধ্যতা অপেক্ষা অবাধ্যতাই অধিক শিক্ষা দেওয়া হয়।

---

(১) "What is necessary is not to break the child's will, but educate in proper direction and this is not to be done by force or fear"—*Smiles.*

সুশীলে! সন্তানপালন বিষয়ক কোন ইংরেজি-গ্রন্থে (১) লিখিত আছে ;— কেহ কেহ মনে করেন, নিতান্ত শিশুদিগকে কোনও শাসনের নিয়মে আবদ্ধ না করিলেও হয় ; এ অতি ভ্রম! শৈশব কালে সন্তানকে নিয়ম অবহেলা করিতে দিলে, তাহার যদিচ্ছা আচরণে প্রশ্রয় দিলে, কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর, সে আর কখনই শাসনাধীন হইতে চাহিবে না। বস্তুতঃ, অবাধ্যতাদি মন্দ আচরণের প্রথম সঞ্চার কালে বাধা না দিলে, পরে এরূপ পরিপক্ক হইয়া উঠে যে, তাহা দমন করিতে, মাতাপিতার সর্ব্বপ্রকার কৌশল এবং ক্ষমতা ব্যর্থ হইয়া যায়। যে বালক মাতার কোলে অবাধ্য, কালে সে সমাজের একজন দুর্দ্দান্ত ও দুরাচার উৎপীড়ক হইয়া উঠে।" অতএব যদি তুমি সন্তানকে চরিত্রবান দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক শিক্ষা এবং সুশাসনের ব্যবস্থা করিতে কখন কুণ্ঠিত হইও না।

১২। চঞ্চলতা ও সজীবতা— চঞ্চলতা শিশুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং ইহাই সজীবতা এবং উদ্যমশীলতার লক্ষণ। পক্ষান্তরে, "সাত চড়ে কথা বলে না", গোলমাল করিতে পারে না, যেখানে রাখ সেইখানেই বসিয়া থাকে, কিম্বা ভাঙ্গিতে বা গড়িতে চেষ্টা করে না, এসব ভীরুতা এবং নির্জীবতারই লক্ষণ। তাই বিখ্যাত পণ্ডিত লক বলিয়াছিলেন ;— "অতিশয় দুরান্ত বালককে কখন কখন সৎপথ অবলম্বন করিয়া বড় লোক হইতে দেখা যায় ; কিন্তু উদ্যমহীন, ভীরু ও নিরীহ বালকের উন্নতি কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।" (২)। অতএব সন্তানের চঞ্চলতার জন্য অথবা তজ্জনিত

(১) "The up-bringing of a child"
By *John Morrison D. D.*

(২) "Extravagant young fellows that have liveliness and spirit come sometimes to be set right and make able and great men, but dejected minds, timorous and tame and low spirits are hardly ever to be raised."—*Locke.*

অনবধানতা বশতঃ কোন কিছু ভাঙ্গিলে বা অপচয় করিলে, তজ্জন্য দণ্ডবিধান করা, এমন কি, তাহাকে তিরস্কার করাও মাতাপিতার অকর্ত্তব্য।" তবে অবস্থানুসারে তৎকৃত কার্য্যের দোষ ত্রুটী বুঝাইয়া দেওয়া এবং ভাঙ্গিবার উপযোগী জিনিস যাহাতে তাহারা না পায়, তদ্রূপ উপায় অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। কোন বঙ্গীয় লেখক যথার্থই বলিয়াছেন; "অধিকাংশ শিশুই জিনিসপত্র ভাঙ্গিতে বৃহস্পতি। এজন্য মাতাপিতার উদ্বেগের কোন কারণ নাই। ইহার মূলে শিশুদিগের অতিরিক্ত কার্য্য প্রিয়তাই বর্ত্তমান। জিনিস গড়ুক অথবা ভাঙ্গুক তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না; কিন্তু কিছু একটা করে কিনা, ইহাই দেখিতে হইবে।"

১৩। **সমদর্শিতা**—সন্তানদিগকে নিরপক্ষ ভাবে ভালবাসিয়া ভালবাসিতে শিক্ষা দিবে অর্থাৎ তাহারা যাহাতে অপরাপর সকলকে নিরপক্ষ এবং সরলপ্রাণে ভালবাসিতে পারে, শিশুকাল হইতেই তদ্রূপভাবে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। ভালবাসা পাইয়া যেরূপ সুখ হয়, ভালবাসিয়াও তদ্রূপ সুখোদয় হয়, যাহাতে শিশুগণ ইহা বুঝিতে এবং অনুভব করিতে পারে, প্রথম হইতেই তদ্রূপ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

মাতাপিতা সমদর্শী অর্থাৎ নিরপক্ষপাতী হইতে না পারিলে, একের প্রতি অবিবেচনামূলক পক্ষপাত করিলে, সেই অধিকতর প্রিয়পাত্র সন্তানের প্রতি তাহার অপরাপর সন্তানগণের নিশ্চয়ই ঈর্ষা এবং বিদ্বেষ জন্মিবে; পক্ষান্তরে, ক্রমশঃ এইভাবে প্রশ্রয় পাইলে, সেই শিশুর চরিত্র সুগঠিত হইবার পক্ষেও নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। এমন কি, অনেক পরিবারে মাতাপিতার এতদ্রূপ অবিবেচনা এবং অপরিনামদর্শিতার দোষে, ভ্রাতা ভগিনীগণের মধ্যে ঘোরতর বিদ্বেষ এবং বিরোধ জন্মিয়া, পারিবারিক অশান্তি এবং অধঃপতনের কারণ হয়। অতএব পোষাক-পরিচ্ছদে, আলাপ-ব্যবহারে, শিক্ষার বিবিধ উপায় অবলম্বনে

এবং শেষকালে সম্পত্তির চরমদান অর্থাৎ সম্পত্তি বিভাগাদি কার্য্যে যাহাতে পক্ষপাত বা অন্যায় আনুরক্তি দোষ না ঘটে, প্রত্যেক জনক জননীর তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলা কর্ত্তব্য।

উপরোক্ত শিশুপালন বিষয়ক গ্রন্থের আর একস্থলে লিখিত আছে;—"মাতাপিতার মনে কোনরূপ অন্যায় আশক্তি না থাকা স্থলেও সকল অবস্থায় এই নিয়মটী পালন করা অতীব কঠিন, কারণ কোন কোন শিশু, অন্যান্য শিশুর তুলনায়, এরূপ ভক্তিশীল ও মধুরস্বভাবাপন্ন এবং বিশেষগুণান্বিত যে, বিশেষরূপে সতর্কতা এবং বিবেচনা পূর্ব্বক না চলিলে, তাহাদিগের প্রতি অধিক ভালবাসা প্রদর্শন না করিয়া পারা যায় না। বিশেষতঃ সকল অবস্থাতেই সৎগুণ এবং সদাচরণ আদৃত এবং পুরস্কৃত হইবার যোগ্য। অধিকন্তু, ভালবাসার যোগ্য কোন শিশুর প্রতি যুক্তিসঙ্গত আদরের চিহ্ন প্রকাশ করিতে না পারাও, উদার স্বভাব পিতামাতার পক্ষে, নিতান্ত কষ্টদায়ক। পক্ষান্তরে, যেখানে প্রশংসা করা উচিত, সেখানে প্রশংসা না করিলে, শিশুদিগের মন হইতে একটী সৎবৃত্তির প্রধান উত্তেজক শক্তি লোপ করা হয়।" বস্তুতঃ, সন্তানের চরিত্রগঠনে "বাধ্যতা এবং স্বাধীনতা" এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে যেমন মাতাপিতার বিশেষ অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের আবশ্যক; গুণের পক্ষপাতী অথচ সন্তানগণের প্রতি সমদর্শী, এতদুভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেও মাতাপিতার তদ্রূপ শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। ইহার কোনটীই সহজসাধ্য নহে; অথচ এতদুভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে না পারিলে, সন্তানের চরিত্র সুগঠিত হওয়া অসম্ভব।

১৪। **সংসর্গের দোষ গুণ**— অনেক স্থলে সংসর্গ দোষেই সন্তানের চরিত্র দোষিত হয়; আবার সংসর্গের গুণে অনেক স্বভাবচঞ্চল দুর্বিনীত বালককে চরিত্রবান হইতে দেখা যায়। আসঙ্গলিপ্সা মনুষ্য

মাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তন্মধ্যে বালক বালিকাগণের এই প্রবৃত্তি অধিক প্রবলা; এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে সঙ্গিহীন করিয়া একাকী রাখা কোন মতেই সম্ভবপর নহে। সুতরাং, যাহাতে তাহারা সৎসঙ্গ লাভ করিতে পারে, তাহারই উপায় বিধান করিতে হইবে।

সুশীলে! অনুকরণপ্রিয়তা বালক বালিকাগণের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, পূর্ব্বেই এ বিষয়ে তোমাকে বলা হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে তাহারা মাতাপিতার এবং পরিবারস্থ অপরাপরের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করে, তৎপর সমবয়স্ক সঙ্গিদিগের কার্য্য কলাপই তাহাদিগের অনুকরণের প্রধান বিষয় হয়। অতএব সন্তানগণ যাহাতে অসৎচরিত্র বালক বালিকা-দিগের সঙ্গে মিশিতে না পারে, প্রত্যেক জননীরই তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কুসংসর্গের দোষ সংক্রামক রোগের ন্যায় কার্য্য করে; অধিকন্তু, সংসর্গদোষে কোনও কুঅভ্যাস একবার জন্মিলে, তাহা সংশোধন করা অনেক সময়ই অসম্ভব হয়।

অধিক সময়ের জন্য সন্তানগণকে চাকর কিম্বা চাকরাণীদিগের নিকট রাখিয়া দেওয়া উচিত নহে। অনেকে সন্তানগণকে নিজের নিকট হইতে দূরে রাখিতে পারিলেই যেন সুখী হয়েন এবং নিজকে নিরাপদ মনে করেন। এইরূপ অবস্থায়, অনেক বয়স্ক ছেলে মেয়েকেও চাকর চাকরাণীদিগের সঙ্গে আহার এবং শয়ন করিতে দেখা যায়। ইহা যেমন নীতি শিক্ষার অন্তরায়, তেমনি শারীরিক ও মানসিক অবনতির কারণ। কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন;—“তুমি যদি তোমার সন্তানপালন এবং তাহার শিক্ষার ভার কোনও দাসের হস্তে অর্পণ কর, তবে অল্পকাল পরেই একজন দাসের পরিবর্ত্তে দুই জন দাস প্রাপ্ত হইবে।” ইহা অতি যথার্থ কথা। অতএব, অধিকাংশ সময়ই যাহাতে সন্তানগণকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া নিজ নিজ চরিত্রের উচ্চতম

সৎগুণ সমূহ তাহাদিগের প্রকৃতি মধ্যে সঞ্চারিত হয় ; সর্ব্বপ্রযত্নে তাহারই চেষ্টা করা প্রত্যেক কর্ত্তব্যপরায়ণা মাতার কর্ত্তব্য।

অসৎসঙ্গের অনেক দোষ, ইহাতে পাপের প্রতি ঘৃণার হ্রাস হয়, মনকে অতি নীচভাবাপন্ন করিয়া নরকতুল্য করে, সৎকর্ম্ম সৎলোক এবং সদালাপ প্রভৃতির উপর ঘৃণা উৎপাদন করে, সাধু ও জ্ঞানীলোক-দিগের প্রতি শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে অশ্রদ্ধা জন্মায় এবং তাঁহাদিগকে নিন্দা ও তাঁহাদিগের দোষানুসন্ধান করা জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এককথায় বলিতে গেলে, কুসংসর্গ-দোষে মানুষ ক্রমে পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, সৎসংসর্গের গুণে নিতান্ত কলুষিত চরিত্র লোককেও দেবপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। তাই, শিক্ষাগুরু জর্জ হার্ব্বার্ট বলিয়াছেন ;—"সাধু সঙ্গ অবলম্বন করিলে, তুমিও ক্রমে তাঁহাদের এক জন অর্থাৎ সাধু হইবে. সন্দেহ নাই।" (১)

১৫। শাসন-নীতি—তিরস্কার ও পুরস্কার— ভয়-প্রদর্শন অথবা প্রহারাদি দ্বারা শিশুকে শাসন বা বাধ্য করিতে চেষ্টা করা, আর অবাধ্য হইতে শিক্ষা দেওয়া এক কথা। শিশু দণ্ডভয়ে সম্মুখে কোনরূপ অবাধ্যতাচরণ না করিতে পারে ; কিন্তু, চক্ষুর আড়ালে অবাধ্যতার শেষসীমা প্রদর্শন করে। যে সকল বালক পিতামাতা কর্ত্তৃক অধিক প্রহারিত বা তিরস্কৃত হয়, তাহারাই সাধারণতঃ অবাধ্য ও দুষ্ট বলিয়া পরিচিত।

ভালবাসা দ্বারা শিশুকে শাসন ও বশীভূত করিতে চেষ্টা করিবে। ভালবাসায় শিশু বশীভূত হইলে, সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে অবাধ্যতাচরণের সম্ভাবনা থাকে না। শিশু কখনও কোন প্রকার অন্যায়াচরণ করিলে, ভালবাসার অভাব প্রদর্শনই তাহার পক্ষে গুরুতর দণ্ড হয়। "আমি

(১) "Keep good Company and you shall be fo the member."—*George Herbert.*

অন্যায় করিলে, মা আমায় ভালবাসিবেন না, আমার সহিত কথা বলিবেন না," শিশু ইহা জানিতে ও বুঝিতে পারিলে; সতত সতর্ক ও সাবধান থাকিবে।

সুশীলে! ভালবাসার শাসনের ন্যায় উৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালী আর দ্বিতীয় নাই। অতএব সন্তানগণকে এই প্রণালীতে শাসন করিবে। কঠোর ও কর্কশ ব্যবহার করিলে কিম্বা অনুচিত ভয় প্রদর্শন বা গুরুতর প্রহার করিলে, তাহাদিগের মনের স্ফূর্ত্তি থাকে না। পক্ষান্তরে, সর্ব্বদা শাসনভয়ে ভীত থাকাতে ভীরুতা জন্মে এবং স্বভাব কর্কশ ও নীচ হইয়া দাঁড়ায়। যে গৃহে শিশুর মনে স্ফূর্ত্তি নাই, যেখানে শিশুরা নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতে পারে না, তদ্রূপ যমালয় সদৃশ গৃহে শিশুগণের মনোবৃত্তি সমূহ প্রস্ফুটিত ও তেজস্বিনী হওয়া অসম্ভব। শিক্ষাগুরু পণ্ডিত লক বলিয়াছেন;—"যে সকল সন্তান অতিরিক্ত শাসিত হয়, তাহারা কখন উৎকৃষ্ট লোক হইতে পারে না।" (১)

শিশু কখনও কোন অন্যায় আচরণ করিলে, অথবা তাহার কোনরূপ কুঅভ্যাস জন্মিলে, একদিনেই তাহা দূর করিতে চেষ্টা করা কিম্বা তজ্জন্য গুরুতর দণ্ডবিধান করা উচিত নয়। সে দোষটী যেমন এক দিনে তাহার অভ্যস্ত হয় নাই, তেমনি এক দিনে তাহা দূর হইবারও সম্ভাবনা নাই। শিশুকে সেই অন্যায় কার্য্যের দোষগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা ভালরূপে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করা উচিত। শিশুরা আপনার অন্যায় কার্য্যের দোষ বুঝিতে পারিলে, আপনা হইতেই তাহাতে নিবৃত্ত হয়।

কোন অন্যায় কার্য্যের জন্য সন্তানকে শাসন ও দণ্ডবিধান করিতে হইলে, গোপনে দণ্ড দেওয়া উচিত। অন্যের সম্মুখে সন্তানকে তিরস্কার

(১) "Those children who have been most chastised seldom make the best men"—*Loche.*

বা প্রহার করিলে, তদ্রূপ শাসনে সুফল লাভ হয় না। কারণ, অন্যের সম্মুখে শাসিত হইলে তাহার স্বাভাবিক লজ্জা নষ্ট হয়, এবং নিজেদের সুনাম নষ্ট হইয়া গিয়াছে বিশ্বাস জন্মিলে, শাসনে আর কোন সুফল হয় না।

অন্যায় কার্য্যের জন্য সন্তানকে যেমন শাসন করা আবশ্যক ; তেমনি সৎকার্য্য ও সদানুষ্ঠানের জন্য তাহাদিগকে প্রশংসা করা এবং অবস্থানুসারে পুরস্কার দেওয়া আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

১৬। **শিষ্টাচার**—শিষ্টাচার চরিত্রের শিরোভূষণ, অথবা সৎস্বভাবের দর্পণ স্বরূপ। ইচ্ছা এবং যত্নের অভাব না হইলে, ইহা সকল অবস্থাপন্ন লোকেরই আয়ত্তাধীন। বিখ্যাত ইংরেজ গ্রন্থকর্ত্রী লেডি মণ্টেগু বলিয়াছেন ; -"শিষ্টাচার ব্যয়সাধ্য নহে, অথচ তাহা দ্বারা সমস্তই লব্ধ হইয়া থাকে।" "সৌভাগ্য-সোপান" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে ;—"শিষ্টাচার বাক্য ও কার্য্যের অলঙ্কার স্বরূপ। সাধারণ লোকে বিদ্যা কিম্বা বুদ্ধির মাহাত্ম্য বুঝে না। কিন্তু ভদ্র ব্যবহারের সৌন্দর্য্য ও মধুরতায় তাহারা বিলক্ষণ বশীভূত হয়। "আবার, বিখ্যাত পণ্ডিত এমার্সন বলিয়াছেন; "একটী বালক শিষ্টাচারিতা এবং বিদ্যা সহকারে যেখানেই যাউক না কেন, সেখানেই সৌভাগ্য এবং অট্টালিকার অধিকারী হইবে। তাহার নিজের কষ্ট স্বীকার করিয়া, তাহা লাভ করিতে হয় না ; কিন্তু লোকে তাহাকে অনুরোধ করিয়া তাহাদের স্বামীত্ব দান করে।" বস্তুতঃ সন্তান এই সৎগুণে ভূষিত হইলে উদ্যানজাত সুন্দর ও সুবাসিত পুষ্পের ন্যায় শোভা পায় এবং মাতাপিতার আনন্দদায়ক ও বংশের গৌরবের বিষয় হয়। অতএব সর্ব্বাগ্রে সন্তানগণকে বিনয় ও নম্রতা সহকারে সৎব্যবহার করিতে শিক্ষা দিবে।
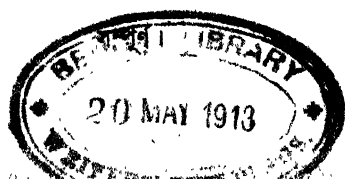
গৃহিণীর কর্ত্তব্য

শ্রীআনন্দ চন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত।

সুন্দর ও সুদৃশ্য মজমুত কাপড়ে বাঁধান

মূল্য—১৲ এক টাকা মাত্র।

গৃহিণীগণের কর্ত্তব্যের গুরুত্ব এবং দায়িত্ব বুঝাইবার অভিপ্রায়ে গার্হস্থ্যতত্ত্বপূর্ণ দশটী প্রধান এবং তদন্তর্গত আনুসঙ্গিক বিষয় সমূহ সদৃষ্টান্ত বিশদরূপে সমালোচিত হইয়াছে।

গৃহিণীর কর্ত্তব্যের প্রথম সংস্করণের সমালোচনা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। সহৃদয় সমালোচকগণ তাহাতে যে সকল অভাব ও দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, নূতন সংস্করণে তাহা যথাসম্ভব মোচন ও সংশোধন করা হইয়াছে।

সমালোচনা সংগ্রহ :

"(১) গৃহিণীর কর্ত্তব্য, (২) গৃহকুসুম, (৩) গৃহলক্ষ্মী। এই তিন খানি পুস্তকই স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে, এবং তিন খানিতেই স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী অনেক ভাল ভাল কথা আছে। কিন্তু বিষয়ের গাম্ভীর্য্য এবং লেখার প্রগাঢ়তার প্রতি দৃষ্টি করিলে **তিনখানির মধ্যে গৃহিণীর কর্ত্তব্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।** পাঠকগণের দৃষ্টার্থে আমরা নিম্নে কতকাংশ তুলিয়া দিলাম।"

বান্ধব, পৌষ ১২৯১।

"এই গ্রন্থে বঙ্গীয় রমণীগণের গৃহধর্ম্ম শিক্ষোপযোগী দশটি উপদেশ আছে। যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে গৃহধর্ম্মে সুশিক্ষিতা করিয়া সংসারকে সুখ শান্তির আলয় করিতে চান, ও তদুপযোগী গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন, তাঁহারা যে সমাজের উপকারী বন্ধু

এবং বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থখানি বঙ্গীয় নারীগণকে সুমাতা ও সুগৃহিণীরূপে প্রস্তুত ও সংসারের কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে অভিজ্ঞতা প্রদান করিবার জন্য রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বিবিধ শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া ও কয়েকটি দৃষ্টান্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃকরণে সংসারিক কর্ত্তব্যগুলি মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন, এবং আমাদের বিবেচনায় সম্যক কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা এখনও আশানুরূপ প্রচলিত হয় নাই, আমাদের দেশীয় বালিকাগণ বোধোদয় পাঠ সমাপন করিতে না করিতে পুত্রবতী হইয়া পড়ে, সুতরাং সন্তানের লালনপালনে বিব্রত হইয়া ইচ্ছা সত্ত্বেও অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাহারা চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে থাকিয়া সংসারকে অশান্তি ও কলহ বিবাদের আলয় করিয়া তুলে। বস্তুতঃ অশিক্ষিতা স্ত্রীর সহবাসে সংসার শ্মশান তুল্য গভীর বিষাদ পূর্ণ হয়। গ্রন্থকার অল্পশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের জন্য গ্রন্থখানির ভাষা অধিকতর সরল ও সহজ-বোধ্য করিলে ভাল করিতেন, কেন না এই প্রকার গ্রন্থ সকল প্রকার স্ত্রীলোকের বোধগম্য হওয়া উচিত।"

সঞ্জীবনী, ৫ই মাঘ ১২৯১।

"আমরা পরম সুখী হইলাম যে আজকাল সকলেরই স্ত্রীশিক্ষার প্রতি যত্ন হইয়াছে, এবং স্ত্রীশিক্ষা ব্যতিরেকে যে সমাজের অভিলষিত উন্নতি হইতে পারে না তাহা সকলেই বুঝিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি আজ কয়েক বৎসর মধ্যে অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার জন্য অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। একজন বিজ্ঞ সুপণ্ডিত ইংরেজ কবি বলেন যে,—

"Of all the earthly blessings the best is a good wife.
A bad the bitterest course of human life.

পৃথিবীতে আমরা যত প্রকার সুখ ভোগ করিতে পাই, তন্মধ্যে উত্তম স্ত্রী প্রাপ্তি সর্ব্বপ্রধান, এবং আমাদের প্রতি যত প্রকার নিগ্রহ হইতে পারে, তন্মধ্যে মন্দ স্ত্রী সকলের অধিক। যখন গৃহের সকল সুখ ও দুঃখ আমাদের স্ত্রীর উপরেই নির্ভর করে,

তখন তাহাদের অবস্থা উন্নত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে; অতএব যে কেহ তাহাদের অবস্থা উন্নত করিবার কোন উপায় করিতে পারেন, তিনিই আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আমরা গ্রন্থখানি বিশেষ যত্নের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি। ইহাতে আমাদের দেশীয় কুলবালাগণ গৃহধর্ম্মের পবিত্রতা বুঝিয়া, সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, মিতব্যয়িতার দ্বারা ধন সঞ্চয় পূর্ব্বক দরিদ্র পরিবারের সুখ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারেন, পরিবারবর্গের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গৃহে শান্তি স্থাপন করিতে পারেন, গৃহ-শৃঙ্খলা, সন্তানপালন, আহার্য্য প্রস্তুত, এবং সন্তানের শিক্ষা প্রভৃতি বহুবিধ গৃহস্থধর্ম্ম পালনে সুনিপুণা হয়েন, এই গ্রন্থকারের মহদুদ্দেশ্য। গ্রন্থের উপদেশগুলি যেরূপ হইয়াছে, ভাষাটিও যদি সেইরূপ প্রাঞ্জল হইত, তাহা হইলে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিতাম যে এই পুস্তক খানি, **স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী যতগ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।** যাহা হউক, পুস্তক খানি যে তন্মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবেই। আজি কালিকার মত কতকগুলি মাথা মুণ্ড ছাই ভস্ম গল্পের পুস্তক না লিখিয়া এইরূপ গ্রন্থ লিখিলে দেশের যথার্থ উপকার করা হয়।

সময়, ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯১।

"আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা আজ কাল শিক্ষাভূষিত হইতেছেন, এই সময় তাঁহাদের জন্য যাঁহারা পরিশ্রম করিবেন, তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। শিবনাথ বাবুর গৃহধর্ম্ম এই সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ, **আমাদের মতে গৃহিণীর কর্ত্তব্য সাহিত্য জগতে তাহার পরেই উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।"**

নব্যভারত, পৌষ ১২৯১।

"এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা বড়ই প্রীতি লাভ করিলাম। পাশ্চাত্য সভ্যতাপ্লাবিত বঙ্গদেশে এইরূপ গ্রন্থের অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে, আমরা **প্রত্যেক গৃহিণীর হস্তে ইহার এক এক খানি পুস্তক দেখিতে ইচ্ছা করি।** এই গ্রন্থখানি সরল ভাষায় লিখিত এবং অনেক গৃহধর্ম্ম শিক্ষাপযোগী উপদেশ পূর্ণ। এই পুস্তকখানি মহিলাদিগের পাঠ্য হওয়া উচিত"।

সারস্বত, ২২শে অগ্রহায়ণ ১২৯১।

"এই গ্রন্থখানি মহিলাগণের পাঠের বিশেষ উপযোগী। ইহার উদ্দেশ্য মহৎ, ভাষা বিশুদ্ধ, লিপি-প্রণালীও পরিমার্জ্জিত, এবং উপদেশগুলিও ভালই হইয়াছে, কিন্তু আরও

একটু সহজ ভাষায় লিখিত হইলে, অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইত। গ্রন্থকারের সহিত আমাদিগের মতভেদ নাই। ইহা সাদরে বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভার অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয় বিষয়ের পাঠ্য করা গেল।"

(স্বাঃ) শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন, এম, এ, বি, এল।

বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভার সম্পাদক।

'আপনার গৃহিণীর কর্ত্তব্য নামক গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। আপনার পুস্তকের প্রশংসা করিবার নিমিত্ত আমি এ পত্রখানি লিখিতেছি না, আপনার গ্রন্থে প্রশংসার বিষয় অনেক আছে। শিবনাথ বাবুর গৃহধর্ম্মের পর **এরূপ একখানি পুস্তকও এ বিষয় সম্বন্ধে, আজ পর্য্যন্ত আমাদের ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই।** গৃহিণীর স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ও স্বামীর ধর্ম্মপালনের নিমিত্ত আপনি গৃহিণীর যেরূপ দায়িত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পরিবারের পরমার্থিক এবং নৈতিক উন্নতির নিমিত্ত গৃহিণীর প্রতি সেরূপ, বিশেষ কোন দায়িত্বই নির্দ্দেশ করেন নাই। পরিমিতব্যয়িতা সম্বন্ধে আপনার গ্রন্থে অনেক আবশ্যকীয় কথা পড়িলাম, কিন্তু "তৃণ হইতে কার্য্য হয় রাখিলে যতনে," অথবা a pice saved is a pice gained, দৃষ্টান্তের সহিত উপদেশ অতি অল্পই দৃষ্ট হইল। পুনঃ সংস্করণ কালে এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ জন্যই এই সব অভাবের কথা লেখা গেল।"

(স্বাঃ) শ্রীকালী প্রসন্ন দত্ত।

সহ-সম্পাদক, ফরিদপুর সুহৃদসভা।

"আপনার "গৃহিণীর কর্ত্তব্য" পড়িয়া আপনাকে পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। সংসারের সর্ব্বতোপ্রসারিণী আপনার বুদ্ধি সংসারের নিতান্ত ক্ষুদ্র সাধারণ দৃষ্টিতে নগণ্য বস্তুটীও বাদ দেয় নাই। ক্ষুদ্র বৃহৎ, স্থূল সূক্ষ্ম কিছুই আপনার আদর্শ গৃহিণীর ভয়ের বা তাচ্ছিল্যের বিষয় নহে। বস্তুতঃ আপনি গৃহিণীকে গৃহলক্ষ্মী করিয়াছেন। আপনার গৃহিণীর কর্ত্তব্যের উপদেশমত কাজ করিলে গৃহ হইতে দৈন্য দারিদ্র দূর হইবে। গৃহ আনন্দময় হইবে। গৃহই স্বর্গের নন্দনকাননে পরিণত হইবে। এক কথায় আপনার পুস্তকখানি অপূর্ব্ব।

রংপুর
২৯শে মে ১৯১০

শ্রীপঞ্চানন সরকার এম, এ. বি, এল,
রংপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রের সম্পাদক
এবং ক্ষত্রিয় সমিতির সভাপতি।

লক্ষ্মীমণি চরিত।

শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত।

মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র।

"সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়", এই মহবাক্যের জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ "লক্ষ্মী মণি" নামে পতনোন্মুখ একটী দরিদ্র কন্যার প্রকৃত জীবনবৃত্তান্ত ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা স্ত্রীলোক দিগের ও পাঠের বিশেষ উপযোগী।

এই পুস্তকের আয় পতিতা কন্যাগনের উদ্ধারার্থে ব্যয়িত হয়।

এই পুস্তক সম্বন্ধে অনেক গুলি সমালোচনা বাহির হইয়াছে তন্মধ্যে একটি মাত্র সমালোচনা পাঠক পাঠিকাগণের জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করাগেল।

"লক্ষ্মী মণি চরিত পাঠ করিয়া আমরা স্থানে স্থানে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি, এবং পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছি। বঙ্গ দেশে এখনও যে এইরূপ রমণী রত্ন জন্মায় ইহা লক্ষ্মীমণি চরিত প্রকাশেব পূর্ব্বে কেহই জানিতেন না। সীতা, সাবিত্রির উপাখ্যান হইতেও এই লক্ষ্মীমণি চরিত অতি আদরের জিনিষ। ইহাতে কল্পনার লেষ মাত্র নাই। জীবনে যাহা ঘটিয়াছিল গ্রন্থকার তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লক্ষ্মীমণি প্রকৃতই স্বয়ং লক্ষ্মী, বিপথগামিনী বঙ্গ ললনার শিক্ষার্থেই ভুমণ্ডলে অবতীর্ণা। লক্ষ্মীমণিচরিত সতীত্বের জীবন্ত দৃষ্টান্ত, তাই রমণীর অশেষ হিতকারী। যিনি এই লক্ষ্মীমণিচরিত পড়েন নাই, তিনি এই

সংসারের একটি উজ্জল নির্ম্মল রত্ন দেখেন নাই এবং তাঁহার জীবন অসম্পূর্ণ। হয়তঃ কেহ কেহ আমাদের সমালোচনা দেখিয়া আমাদিগকে উপহাস করিতেছেন এবং বলিতেছেন—"সেকি! লক্ষ্মীমণি চরিতে কি আছে যে এত কথা।" যিনি এইরূপ বলেন, আমরা অনুরোধ করি, তিনি এক বার লক্ষ্মীমণি চরিত খানি পড়িয়া দেখিবেন। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, যিনি একবার লক্ষ্মীমণি চরিত পড়িবেন, তিনিই বলিবেন "ইহা একখানি অমূল্য রত্ন।" গ্রন্থকার গ্রন্থ শেষে বলিয়াছেন, "লক্ষ্মীমণি! স্নেহের ভগিনি! তুমি আজ হয়ত স্বর্গে সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতি স্বর্গীয়া ভারত ললনাগনের পার্শ্বে স্থানাধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছ।" আমরাও বলি তাই ঠিক্।

সারস্বত পত্র, ৩২শে জৈষ্ঠ ১২৯২।

———

আদর্শ লিপিমালা।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত।

ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশিত ২৪০ পৃঃ। সুদৃশ্য বিলাতি কাপড়ে বাঁধান।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

উপহার এবং পুরস্কার দিবার বিশেষ উপযোগী।

প্রাচীনকালে পণ্ডিত বররুচিকৃত সংস্কৃত "পত্রকৌমুদী", বঙ্গভাষার গঠন সময়ে স্বর্গীয় রাম রাম বসুর লিখিত "লিপিমালা" এবং মধ্য সময়ে স্বর্গীয় মহাত্মা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কৃত বাঙ্গালা "পত্রকৌমুদী" প্রচারের পরে লিপি-বিষয়ক এরূপ সুরুচিসম্পন্ন এবং আদর্শস্থানীয় গ্রন্থ আর হয় নাই।

ইহা শিক্ষকগণের শিক্ষাসহচর (Guide)

এবং স্ত্রীলোকেরও পাঠের বিশেষ উপযোগী।

ইহাতে (১) পত্র লিখন-প্রণালীর ইতিবৃত্ত অর্থাৎ দূরস্থিত ব্যক্তিকে মনের ভাব জ্ঞাপন জন্য লিপি-কৌশলের আবশ্যকতা এবং বর্ণমালা অথবা লিখন প্রণালীর সৃষ্টি ; (২) পত্র লিখন-প্রণালীর অতি প্রাচীন পদ্ধতির উপরে ক্রমে হিন্দু, মুসলমান এবং ইংরেজ রাজত্বের প্রভাব-জনিত ক্রমে পরিবর্ত্তন ; (৩) উক্ত তিন জাতির ভাষা এবং রীতি-পদ্ধতির সংমিশ্রণে সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত পঞ্চাশাধিক আদর্শ পত্র-প্রশস্তি ; (৪) পত্রের ভাষা ; (৫) সামাজিক অবস্থান এবং সম্পর্কানুসারে আদর্শপত্র ও পত্র-প্রশস্তিসমূহ উচ্চ, সম এবং নিম্ন-এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত

এবং (৬) প্রাচীন ও আধুনিক বহু আদর্শপত্র পারিবারিক, সামাজিক এবং বৈষয়িক এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পত্র লেখকগণের মধ্যে নিম্নলিখিত মহাত্মা এবং সাহিত্যিকগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, চণ্ডীচরণ সেন, চন্দ্রনাথ বসু, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি নবীনচন্দ্র সেন, ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপোধ্যায়, প্যারিচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিবেকানন্দ স্বামী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজা রামমোহন রায়, রাজনারায়ণ বসু এবং রাজকৃষ্ণ রায়ের নাম, আর জীবিত মহাত্মাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ বসু, পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, এবং শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী।

সমালোচনা সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত "আদর্শলিপিমালা," লিপি শিক্ষার্থী বঙ্গবাসীর জন্য, একখানা সুচিন্তিত ও সুলিখিত গ্রন্থ। পত্র লিখন ব্যাপারেও যে অনেক শিক্ষিতব্য বিষয় আছে, সে সম্বন্ধে আমরা অনেকেই বিবেচনা করি না। যে কোন প্রকারে মনের ভাব প্রকাশ করাই পত্র লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। ইহাতেও কলা নৈপুণ্য

পরীক্ষা হইয়া থাকে। ইংরাজী ভাষা শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায় মাত্রেরই দৈনন্দিন ব্যাপারে ইংরাজী ভাষায় পত্র লিখন একটা অভ্যাস দাঁড়াইয়াছে। ইহার ফলে এই হইয়াছে যে, আমাদের মাতৃভাষায় আত্মীয় স্বজনের নিকট চিঠি লিখিতে হইলে অনেক সময় মনের ভাব প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার হয়। এরূপ স্থলে স্বদেশবাসী মাত্রেরই বঙ্গভাষায় পত্র লিখন-প্রণালী শিক্ষা করা প্রয়োজন। আনন্দ বাবুর আদর্শ লিপিমালা সেই বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। শিক্ষিত ব্যক্তির পত্রাবলী সাহিত্য এবং ইতিহাসের হিসাবেও মূল্যবান্। ইংরাজী ভাষায় Cowper, Walpole, Gray প্রভৃতি সুবিখ্যাত লেখকের পত্রাবলী এই কথার জলন্ত নিদর্শন। আনন্দ বাবু বঙ্গভাষার সাহিত্যরথীগণের আদর্শ পত্রাবলী স্বপ্রণীত গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া ইহাকে শুধু শিক্ষার্থী কেন, শিক্ষিত ও সাহিত্যিকগণেরও লোভনীয় করিয়াছেন। বাজারে প্রচলিত অন্যান্য লিপি শিক্ষার পুস্তক মধ্যে আনন্দ বাবুর পুস্তকের বিশেষত্ব এই স্থানে; অধিকন্তু তাঁহার লিপি মালায় এমন কয়েকটি উপাদেয় তত্ত্ব রহিয়াছে যাহা বঙ্গভাষার অন্য কোন পুস্তকে সচরাচর দেখিতে পাই না। পত্র-লিখন-প্রণালীর ইতিবৃত্ত বাস্তবিকই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একটি নূতন অধ্যায়। ইহার জন্য সুধী মাত্রেই আনন্দ বাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবেন। আশা করি বঙ্গবাসী মাত্রেই আনন্দ বাবুর লিপিমালা পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণও মাতৃভাষার উন্নতি কল্পে এই পুস্তক হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঢাকা,
ট্রেইনিং কলেজ
১০।৩।১৩

শ্রীনদীয়া বিহারী দাস, এম, এ, বি, এল।
স্কুলসমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর।

"One of the note-worthy feature of the book is a diligent compilation of Letters, none imaginary, but mostly taken and collected *from the works and writings of almost all the great men of Bengal living and dead*"

BENGALEE. 1. 12. 11.

"পত্রদ্বারা অপূর্ব্বভাবে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। পত্র সকল সুচিন্তিত, সুসংযত এবং সুলিখিত। ঘরে ঘরে প্রচারিত হইলে ইহা পাঠে অনেকের জ্ঞানোদয় হইবে।"

নব্যভারত মাঘ ১৩১৮।

"এই পুস্তক পাঠ করিলে ইংরাজীনবীশ বাঙ্গালী, যাঁহারা ইচ্ছা থাকিলেও, নিজের অজ্ঞতাবশতঃ বাঙ্গালা ভাষায় পত্র লিখিতে পারেন না, তাঁহারাও সুন্দররূপে মাতৃভাষায় পত্র লিখিতে পারিবেন। আমরা এই পুস্তকখানির বহুপ্রচার আশা করি"— বিজয়া, ফাল্গুন ১৩১৮।

ভিক্টোরিয়া পাঠ।

প্রথম ভাগ।

শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

কলিকাতা এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের টেক্‌ষ্ট বুক কমিটির অনুমোদিত

এবং পাঠ্য ও প্রাইজ বুক লিষ্টিভুক্ত।

সুকুমারমতি বালক বালিকাদিগের শিক্ষোপযোগী পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় প্রচুর না থাকাতে এই সচিত্র ভিক্টোরিয়া পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পশু, পক্ষী এবং বৃক্ষাদির বিবরণ, গল্পচ্ছলে নীতিপূর্ণ উপদেশ এবং জড় পদার্থের সাধারণ গুণ ও ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয় গদ্যে ও পদ্যে সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠ করিলে সুকুমারমতি বালক বালিকাগণ ঐ সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভে সমর্থ হইতে পারিবে। সহজবোধ্য ও শিশুগণের চিত্তাকর্ষণ জন্য ইহাতে বহু চিত্র সন্নিবিষ্ট এবং আদর্শ প্রশ্নাবলী সহ নিম্নলিখিত ২৩টি বিষয় সমালোচিত হইয়াছে।

(১) স্বাবলম্বন; (২) হস্তী; (৩) কাকাতুয়া; (৪) দুষ্ট দুলাল; (৫) স্থলাঙ্গুল কচ্ছপ; (৬) গৃহস্থ ও গর্দ্দভ; (৭) ঘড়ী ও সময়; (৮) কদলী বৃক্ষ; (৯) বাদুড়; (১০) পেঁচা; (১১) মধুপায়ী পক্ষী;

(১২) একতা; (১৩) নরাহারী বৃক্ষ, (১৪) আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের আমোদ; (১৫) উষ্ট্র; (১৬) যান; (১৭) বাষ্প ও মেঘ; (১৮) দ্বিতীয় রামরাজা; (১৯) অপূর্ব্ব লোকানুরাগ (২০) ঈগল পক্ষীর অত্যাচার; (২১) কাক ও শৃগাল; (২২) যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে এবং (২৩) কৃতজ্ঞ সিংহ।

এই সচিত্র সুন্দর ও সদুপদেশপূর্ণ পুস্তকখানি সুকুমারমতি বালক বালিকাদিগকে পুরস্কার দিবার বিশেষ উপযোগী বিবেচনায়ই শিক্ষা বিভাগ হইতে ইহা পারিতোষিক দিবার উপযোগী পুস্তকের তালিকা ভুক্ত করা হইয়াছে।

ভিক্টোরিয়া পাঠ সম্বন্ধে কতিপয় কৃতবিদ্য অধ্যাপক এবং শিক্ষকগণের অভিমত।

"I feel great pleasure in stating that **Victoria Reader Part I** in Bengali is a book well adapted to the capacities of boys of tender years. It contains lessons on birds, plants, and stories which can not but interest the boys. The author's style is Simple, Chaste and Idiomatic. The picture given in the book will be highly entertaining to our boys. The Model questions at the end of the book are well chosen, and will be very useful to the readers of this book. The author Babu Ananda Chandra Sen deserves every encouragement."

30th September 1894
Calcutta.

(Sd.) HEM CHANDRA SUR, B. L.
Hd. Master, Shambazar Victoria School.

"**VICTORIA PATHA PART 1** by Ananda Chandra Sen is a usefu reading book for young boys. Its subjects are well selected and getting up excellent. It ought to be included in the list of vernacular text books."

8-9-89. } (Sd.) UMESH CHANDRA DUTTA.
Principal, City College.

"**VICTORIA PATHA PART 1** by Babu Ananda Chandra Sen seem to be a good book. I think it is well fitted to be used as a vernacular text-book in our Schools."

Dated, Calcutta, *the 10th December 1894* } (Sd.) TRIGUNA CH. SEN, M. A.
Asst, Professor of English Literature,
"The Central Institution", Calcutta.

"শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ চন্দ্র সেন প্রণীত ভিক্টোরিয়া পাঠ ১ম ভাগ পাঠ করিয়া অতীব প্রীত হইলাম। রচনা অতি সরল এবং বিষয়গুলি নীতিপূর্ণ। প্রথম শিক্ষার্থী দিগের জন্য ইহা একখানি সুন্দর পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে।" ইতি ১১ ডিসেম্বর ১৮৯৪।

স্বাঃ শ্রীশ্যামা চরণ মুখোপাধ্যায়।
Sanscrit Professor
Central Institution, Calcutta

TO

BABU ANANDA CHANDRA SEN.

"মহাশয়!

আপনার ভিক্টোরিয়া পাঠ ১ম ভাগ ২য় সংস্করণ পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ইহা এণ্ট্রান্স স্কুলের ৭ম শ্রেণীর বালকদিগকে পড়ান যাইতে পারে। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল, ও ইংরাজী

ভাবাপন্ন নহে। এরূপ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা এখন এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে; এই পুস্তকের সর্ব্বত্র আদর দেখিলে সুখী হইব। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে ইহাদ্বারা বাঙ্গালা শিক্ষার অনেক সাহায্য হইবে।"

বশম্বদ

BEHALA
8th Sept. 1894

(Sd.) BARADA KANTA MUKHARJEE, B. A.
Head Master, Behala H. E. School
Late Hd. Master, City Institution, Calcutta.
Author of 'An Epitome of English History' etc.

BARISAL.
SEPTEMBER, 27, 1894

"I have gone through about the whole of **VICTORIA PATHA** compiled by Babu Ananda Chandra Sen. Many interesting moral lessons have been nicely described in the book in a way best adapted to the capacities of our young pupils of the lover forms. It can safely be introduced into the lower class of Entrance Schools and into the middle class of Middle English and middle vernacular Schools".

(Sd.) KAMINI KANTA VIDYARATNA.
Professor of Sanskrit,
Brojomohon Institution, Barisal.

উপরিলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয় সমূহে পাওয়া যায়।

শ্রীনগেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
বণিক প্রেস,
৬০নং মুজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বণিক প্রেস।

৬০ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[ইং ১৮৮৪ সনে স্থাপিত।]

বণিক প্রেসে ইংরেজী, বাঙ্গালা সকল প্রকার ছাপার কার্য্য সুচারুরূপে, সুলভ মূল্যে এবং যথা সময়ে সম্পাদিত হয়। পুস্তকাদির মুদ্রণ কার্য্য, জমিদারী ও মহাজনী সংক্রান্ত চেক, দাখিলা, জমাওয়াশীল বাকী প্রভৃতি ছোট বড় সকল প্রকার ফরম, কার্ড, নিমন্ত্রণ পত্র, বিল, চেক, মেমোর‍্যাণ্ডাম ইত্যাদি সর্ব্ববিধ কার্য্যই অতি সুচারুরূপে এবং নানা রঙ্গের কালীতে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। যাহারা একবার আমাদের সহিত কারবার করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন।

বিবাহাদির প্রীতি-উপহার নানাবিধ মনোহর পত্র-পুষ্পে সুশোভিত বর্ডার যুক্ত ও বিবিধ রংয়ের কালীতে ছাপা হয়।

স্কুল ও কলেজের সকল প্রকার প্রশ্ন আমরা অত্যন্ত সাবধানতার সহিত এবং সুলভে মুদ্রিত করিয়া থাকি। শিক্ষালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ এবিষয়ে একবার মাত্র পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবেন।

আমাদিগের ট্রেডেল মেসিনে সকল প্রকার হাপটোন ছবি ছাপা হইতেছে। কলার প্রিণ্টিং এবং সকল প্রকার ব্লক প্রস্তুতের ভারও আমরা গ্রহণ করিতে পারি। কার্য্যের রকম এবং ছাপার সংখ্যা ইত্যাদির

উপর দরের নির্ভর করে, এরূপ অবস্থায় কোনও নির্দ্দিষ্ট হার লিখিয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে। চাহিলেই আমরা যথা সময়ে দর এবং ব্যয়ের এষ্টিমেট এবং ছাপা অক্ষর ও কাগজাদির নমুনা পাঠাইয়া থাকি। অতএব ভদ্রমহোদয়গণ অন্যান্য প্রেসের কার্য্য কর্ম্ম এবং দর ইত্যাদির সহিত আমাদের প্রেসের কার্য্য প্রণালীর ও দরের তুলনা করিয়া দেখেন ইহাই আমাদের বিনীত অনুরোধ।

কার্য্য কর্ম্মাদি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করিবেন।

শ্রীনগেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

ম্যানেজার, বণিকপ্রেস।

১০ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।